




নামাযের পদ্ধতি

(শনার্ফী)



শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্বাস মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইনিয়াস আত্রার কাদরী রযবী 

নামাযের পদ্ধতি (শাফাঈ)

লিখক:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা
আবু বিলাল মুহাম্মদ ইনইয়াস আত্রার কাদরী

রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুন মদীনা

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরুদ শরীফের ফযিলত	৬	মাদরাসাতুল মদীনা	৩৭
কিয়ামতের সর্বপ্রথম প্রশ্ন	৭	সিজদায় পায়ের আঙ্গুলের মাসআলা	৩৯
নামাযীর জন্য নূর	৮	কাপেটে সিজদা করার পদ্ধতি	৪০
কে, কার সাথে উঠবে!	৮	কাপেটের অপকারিতা	৪০
প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায	৯	কাপেট পবিত্র করার পদ্ধতি	৪১
পাঁচ ওয়াজ নামায, অযু এবং রমযানুল মুবারকের মহান ফযিলত	৯	নামাযের প্রায় ৩০টি ওয়াজীব	৪৩
নামায কখন নূরানী হয় আর কখন অন্ধকার?	১১	নামাযের প্রায় ৯৫টি সুন্নাত তাকবীরে তাহরীমার	৪৬
..... তুমি ধীনে মুহাম্মদীতে মরবে না!	১২	সুন্নাত	৪৬
নামায চোর	১২	কিয়ামের সুন্নাত	৪৬
দুই প্রকার চোর	১৩	রুকূর সুন্নাত	৪৮
নিজের নামায বিশুদ্ধ করুন!	১৩	কাওমার সুন্নাত	৪৯
নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)	১৩	সিজদার সুন্নাত	৫১
ইসলামী বোনদের নামাযের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে	২১	জলসার সুন্নাত	৫১
উভয়েই মনযোগ দিন!	২১	দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার সুন্নাত	৫২
নামাযের ৬টি শর্তবলী	২২	কাঁদার সুন্নাত	৫২
পাতলা পোষাকে নামায পড়া	২৩	সালাম ফিরানোর সুন্নাত	৫৩
সতরের সাথে লেগে থাকা পোষাক পরিধান করে নামায পড়া	২৪	“গাল যেনো দেখা যায়” এর ব্যাখ্যা	৫৩
মহিলারা নামাযে পাতলা চাদর পরিধান করবে না	২৪	সালাম ফিরানোতে কি নিয়ত করবে?	৫৪
তিনটি মাকরুহ সময়	২৭	সালাম ফিরানোর পরের সুন্নাত	৫৫
শরয়ী মধ্যাহ্ন জানার পদ্ধতি	২৭	ফরযের পরের সুন্নাত	৫৫
আসরের নামায পড়ার সময় মাকরুহ সময় এসে গেলে তবে?	২৮	ফরযের পরের সুন্নাতের ব্যাপারে সুন্নাত	৫৬
নামাযের ৭টি ফরয	৩০	জমাআত শেষ হওয়ার পর সুন্নাত কোথায় পড়বে?	৫৬
ইমাম রুকুতে হলে তবে নামাযে যোগ দেয়ার পদ্ধতি	৩১	পূর্বে বর্ণিত ৮৫টি সুন্নাতের সাথে ইসলামী বোনদের জন্য ১০টি সুন্নাত	৫৭
اللهُ বা الرَّبُّ অথবা رَبُّ বলাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়	৩২	নামাযের প্রায় ১৭টি মুস্তাহাব	৫৮
নফল বসে পড়া	৩৩	কিছু না বিছিয়ে সিজদা করা উত্তম	৬০
পাঠ করার সংখ্যা	৩৪	ধূলিময় কপালের ফযিলত	৬০
ইমামের কিরাত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট	৩৫	নামায ভঙ্গের ৩৩টি বিষয়	৬১
নামাযে কিরাত কিভাবে করবে	৩৫	নামাযে কান্না করা	৬২
হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ আবশ্যিক	৩৬	নামাযে বেহুশ হয়ে যাওয়া	৬৩
সাবধান! সাবধান! সাবধান!	৩৭	নামাযে কাঁশি দেয়া	৬৩
		নামাযে দেখে দেখে পাঠ করা	৬৪
		আমলে কসীরের অর্থ	৬৫
		নামাযের মধ্যে পোষাক পরিধান করা	৬৫
		নামাযে কিছু গিলে নেয়া	৬৬
		নামাযে কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া	৬৭

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
নামাযে হাঁটা	৬৭	যোহরের শেষ দুই রাকাত নফরের ব্যাপারে কি বলবে!	৯০
নামাযে সাপ বা বিছা কিংবা ইঁদুর মারা অথবা চুল উপড়ানো	৬৮	জামাআতের ব্যাপারে শ্রিয় নবী ﷺ এর ৮টি বাণী	৯১
নামাযে চুলকানো	৬৮	জামাআত ক্ষমা হওয়ার ২০টি অপারগতা	৯৩
بُزْءُ اللّٰهِ বলার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি	৬৯	কুফরীর উপর শেষ পরিণতির ভয়	৯৩
নামায ভঙ্গের একটি স্পর্শকাতর মাসআলা	৭০	সুনানে হুদা কাকে বলে	৯৪
নামাযের ৩০টি মাকরুহে তাহরীমি	৭১	ইকামতের পর ইমাম সাহেব এভাবে ঘোষণা করুন	৯৫
কাপড় গুটানো	৭১	ফরযের পর ঘোষণা	৯৬
কাপড় গুটানোর বিভিন্ন ধরন	৭১	মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাসআলা	৯৬
কাঁধে চাদর ঝুলানো	৭২	বিতর নামাযের ১৪টি মাদানী ফুল	৯৭
প্রাকৃতিক চাপের তীব্রতা	৭২	দোয়ায় কুনুত	৯৮
নামাযে কঙ্কর সরানো	৭৩	বিতরের সালাম ফিরানোর পর একটি সুন্নাত	১০০
আঙ্গুল মটকানো	৭৩	নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া মারাত্মক গুনাহ	১০০
কোমরে হাত রাখা	৭৪	নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করার ১৭টি বিধান	১০১
আসমানের দিকে বা এদিক সেদিক তাকানো	৭৫	সুতরা কিরূপ হবে?	১০২
কারো মুখের সামনে নামায পড়া	৭৫	দু'জন লোকের নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করার পদ্ধতি	১০৩
খতিব সাহেবরা মনযোগ দিন	৭৬	সামনে দিয়ে গমনকারীকে নামাযী কিভাবে আটকাবে?	১০৪
নামাযে হাই তোলা	৭৭	পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ	১০৫
হাইয়ের অবস্থা ও তা আটকানোর অনন্য পদ্ধতি	৭৭	সিজদায় সাহুর ব্যাপারে ৫০টি মাসআলা	১০৫
কুরআনে করীম উল্টো পড়া	৭৮	সিজদায় সাহুর পদ্ধতি	১০৫
কওয়া ও জলসায় সোজা না হওয়া	৮০	ওয়াজীব বর্জন হওয়ার পরও সিজদায় সাহ	১০৬
ইমামের আগে আগে করা	৮১	ওয়াজীব না হওয়ার অবস্থা	১০৬
গাধার মতো মুখ (ঘটনা)	৮১	সুন্নাত বর্জন হলে সিজদায় সাহ ওয়াজীব হয় না	১০৭
গুধু পায়জামা পরিধান করে নামায পড়া	৮২	যদি সুরা ফাতিহা শরীফের একটি হরফও ছুটে যায় তবে....?	১০৮
কবরের সামনে নামায পড়া	৮২	সুরা ফাতিহা শরীফ ও সুরা মিলানোতে ভুলভ্রান্তি	১০৯
ছবিযুক্ত পোষাক পরিধান করে নামায পড়া	৮৩	রুকু ও সিজদা এবং কাঁদায় আয়াত পড়ে নিলে তবে....?	১০৯
নামাযের ৪২টি মাকরুহে তানযীহি	৮৩	নামাযে কাঁশি দেয়া	৮৬
খালি মাথায় নামায পড়া	৮৪	নামাযে দোলা	৮৬
নামাযে টুপি পড়ে গেলে তবে....?	৮৪	নামাযে চোখ বন্ধ রাখা	৮৭
তিনবারের কম তাসবীহ পড়া	৮৪	ইমামের একা মেহরাবে দাঁড়ানো	৮৮
কপালে ঘাস লেগে গেলে তবে....?	৮৫	মসজিদের ছাদে নামায পড়া	৮৮
নামাযে কাঁশি দেয়া	৮৬	হাফ হাতায় নামায পড়া কিরূপ?	৮৯
নামাযে দোলা	৮৬	পায়ের দিকে পেন্ট বা পায়জামা ফোল্ড করে....	৯০
নামাযে চোখ বন্ধ রাখা	৮৭		
ইমামের একা মেহরাবে দাঁড়ানো	৮৮		
মসজিদের ছাদে নামায পড়া	৮৮		
হাফ হাতায় নামায পড়া কিরূপ?	৮৯		
পায়ের দিকে পেন্ট বা পায়জামা ফোল্ড করে....	৯০		

বিবরণ	পৃষ্ঠা
কাঁদায়ে উলায় দরুদ শরীফ শুরু করে দিলো তবে....?	১১৪
ইমামে আযমের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার (ঘটনা)	১১৫
তাশাহহুদের ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি	১১৫
উচ্চস্বরে কিরাত করা না করার মাদানী ফুল	১১৭
ইমামের উপর সিজদায়ে সাহ ওয়াজীব হলো তবে মুজাদীর উপরও ওয়াজীব	১১৮
মাসবুক ও সিজদায়ে সাহ	১১৯
সিজদায়ে সাহ ও সালাম ফিরানোর পরের কিছু মাসআলা	১২০
রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহের মাসআলা	১২১
রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে কুমন্ত্রণার প্রতিকার	১২২
শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এখানে কোন সিজদা উদ্দেশ্য?	১২৩
তिलाওয়াতে সিজদার ১৪টি আদব	১২৩
চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য	১২৬
সিজদায়ে তिलाওয়াতে ১৪টি আয়াত	১২৬
সিজদায়ে শোকরের বর্ণনা	১২৯
সিজদায়ে শোকরের জন্য অযু থাকা আবশ্যিক	১২৯
চেয়ারে নামায	১৩০
নামায দাঁড়ানোর অবস্থাবলী	১৩১
কিয়াম ক্ষমা হওয়ার অবস্থাবলী	১৩১
কিয়ামের কারণে জামাআত বর্জনের অবস্থাবলী	১৩১
কিয়াম ক্ষমা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা	১৩১
চেয়ারে নামাযের শরয়ী মাসআলার “দু’টি পরিপূর্ণ অবস্থা”	১৩২
চেয়ারের সামনে লাগানো কাঠের উপর সিজদা করার মাসআলা	১৩৪
কাভারে চেয়ার রাখার মাসআলা	১৩৪
ইমামদের খেদমতে অনুরোধ	১৩৫
বসে নামায পড়ার ১১টি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	১৩৬
অমুসলিম বা ফাসিক ডাক্তারের কথায় চেয়ারে নামায পড়া....	১৪০
তথ্যসূত্র	১৪৩
হার ইবাদত সে আঁলা ইবাদত নামায	১৪৪

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি “নামাযের পদ্ধতি” কিতাবটি পাঠ করে বা শুনে নিবে তাকে পাক্কা নামাযী এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে আপন প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশি বানাও। আমিন!

দরুদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নামাযের পর হামদ ও সানা এবং দরুদ শরীফ পাঠকারীকে ইরশাদ করেন: “দোয়া করো! কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো! প্রদান করা হবে।” (নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

হে আশিকানে রাসূল! কুরআন ও হাদীসে নামায পড়ার অসংখ্য ফযিলত এবং নামায না পড়ার কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমনটি ২৮তম পারা, সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
تِلْهَكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا
أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿١﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদের আল্লাহর যিকির (স্মরণ) থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে তবে ঐ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মুফাস্‌সিরীনে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “এই আয়াতে মুবারাকায় আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা পাঁচ ওয়াজ্ব নামাযকে বুঝানো হয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি তার ধন সম্পদ অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য, জীবিকা ও জীবনযাত্রা, আসবাবপত্র এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং সময়মত নামায আদায় করে না তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(কিতাবুল কাবাইর, ২০ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের সর্বপ্রথম প্রশ্ন

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। যদি এর উত্তর সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হয় তবে সে সফলকাম হয়ে গেলো আর যদি এতে ঘাটতি হয় তবে সে অপদস্থ হলো এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।” (মু'জামু আওসাত, ৩/৩২, হাদীস: ৩৭৮২)



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)



নামাযীর জন্য নূর

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি নামাযের হিফায়ত করবে, নামায তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে আর যে ব্যক্তি এর হিফায়ত করবে না, তার জন্য কিয়ামতের দিন না নূর হবে, না দলীল, না মুক্তি হবে এবং ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ফেরাউন, কারুন্, হামান এবং উবাই ইবনে খালাফের সঙ্গী হবে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৫৭৪, হাদীস: ৬৫৮৭)

কে, কার সাথে উঠবে!

হে মুক্তির প্রত্যাশিরা! ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; কতিপয় ওলামায়ে কিরাম رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: বে নামাযীকে এই চারজনের (ফেরাউন, কারুন্, হামান ও উবাই ইবনে খালাফ) সাথে এই কারণেই উঠানো হবে যে, সাধারণত মানুষ ধনসম্পদ, রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে নামায বর্জন করে থাকে। যে ব্যক্তি ধন সম্পদের কারণে নামায বর্জন করবে তবে তার কারুনের সাথে হাশর হবে, যে ব্যক্তি রাজত্বের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায বর্জন করবে, তার হাশর (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উঠানো) ফেরাউনের সাথে হবে, যদি নামায বর্জনের কারণ মন্ত্রীত্বের কারণে হয়, তবে ফেরাউনের মন্ত্রী হামানের সাথে হাশর হবে আর যদি ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায বর্জন করে, তবে তাকে মক্কা শরীফের কুখ্যাত কাফের ব্যবসায়ী উবাই ইবনে খালাফের সাথে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।

(কিতাবুল কাবাইর, ২১ পৃষ্ঠা)



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায

যখন হযরত সাযিয়্যুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর উপর আক্রমণাত্মক হামলা হলো তখন আরয করা হলো: হে আমীরুল মুমিনীন! নামায (এর সময় হয়েছে)। বললেন: জ্বি হ্যাঁ, শুনে নিন! “যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে তার ইসলামে কোন অংশ নেই।” আর হযরত সাযিয়্যুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ প্রচন্ডভাবে আহত হওয়ার পরও নামায আদায় করলেন। (কিতাবুল কাবাইর, ২২ পৃষ্ঠা)

পাট ওয়াজু নামায, অযু এবং রমযানুল মুবারকের মহান ফযিলত

ইমাম ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ (তাবেয়ী বুয়ুগ) হযরত কা'বুল আহবার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে উদ্ধৃত করেন: তিনি বলেন: আমি “তাওরাতে” কোন এক জায়গায় পড়েছি (আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন): হে মূসা! ফজরের দুই রাকাত আহমদ এবং তাঁর উম্মত আদায় করবে, যারা এটা পড়বে ঐ দিন রাতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবো এবং সে আমার দায়িত্বে হবে। হে মূসা! যোহরের চার রাকাত আহমদ এবং তাঁর উম্মতেরা পড়বে, তাদেরকে প্রথম রাকাতের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিবো এবং দ্বিতীয় রাকাতের বিনিময়ে তাদের (নেকীর পালা) ভারি করে দিবো আর তৃতীয় রাকাতের জন্য ফিরিশতা নিযুক্ত করবো, যারা তাসবীহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা) বর্ণনা করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আর চতুর্থ রাকাতের বিনিময়ে তাদের জন্য আসমানের

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তবারালী)

✽

দরজা খুলে দিবো, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা তাদের প্রতি আগ্রহ সহকারী থাকবে। হে মূসা! আসরের চার রাকাত আহমদ এবং তাঁর উম্মতেরা আদায় করবে, তবে সাত আসমান ও জমিনের কোন ফিরিশতা অবশিষ্ট থাকবেনা, সবাই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ফিরিশতারা যাদের জন্য ক্ষমা চাইবে, তাদেরকে কখনোই আযাব দিবো না। হে মূসা! মাগরিবের তিন রাকাত, তা আহমদ এবং তাঁর উম্মতেরা পড়বে, তবে আসমানের সকল দরজা খুলে দিবো, যে প্রয়োজনেই প্রার্থনা করবে পূরণ করেই দিবো। হে মূসা! শফক ডুবে যাওয়ার সময়^(১) অর্থাৎ ইশারের চার রাকাত, আহমদ এবং তাঁর উম্মতেরা পড়বে, তা তাদের জন্য দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে সকল কিছুর চেয়ে উত্তম। তা তাদেরকে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের করে দিবে, যেমনটি মায়ের পেট থেকে জন্ম হয়েছিলো। হে মূসা! আহমদ এবং তাঁর উম্মতেরা অযু করবে, যেমনটি আমি হুকুম দিয়েছি। আমি প্রতিটি পানির ফোঁটার বিনিময়ে তাদেরকে এমন একটি জান্নাত দান করবো, যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমিনের প্রশস্ততার সমান হবে। হে মূসা! আহমদ এবং তাঁর উম্মতের প্রতি বছর এক মাস রোযা রাখবে এবং তা হলো রমযান মাস। আমি তার প্রতিটি দিনের রোযার বিনিময়ে জান্নাতে একটি শহর দান করবো এবং এতে নফলের বিনিময়ে ফরযের সাওয়াব দান করবো আর এতে লাইলাতুল কুদর দান করবো, যে ব্যক্তি এই মাসে লজ্জিত হয়ে এবং সত্যমনে একবার

১. ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতে, “শফক” হলো ঐ সাদা অংশের নাম, যা মাগরীবের লালচে বর্ণ অস্ত যাওয়ার পর সুবহে সাদিকের ন্যায় প্রসারিত থাকে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ইস্তিগফার করবে, যদি সেই রাতে বা সেই মাসে মৃত্যুবরণ করে, তাকে ত্রিশজন শহীদের সাওয়াব দান করবো। (ফতোয়ায়ে রযবীয়ার পাদটিকা, ৫/৫২-৫৪)

নামায কখন নূরানী হয় আর কখন অন্ধকার?

হযরত সাযিয়দুনা উবাদা বিন সামিত رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করলো, অতঃপর নামাযের জন্য দন্ডায়মান হলো, তার রুকু, সিজদা এবং কিরাত সম্পন্ন করলো তবে নামায বলে: “আল্লাহ পাক তোমার হিফায়ত করুক, যেভাবে তুমি আমাকে হিফায়ত করেছো।” অতঃপর সেই নামাযকে আসমানের দিনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার জন্য উজ্জলতাও নূর হয়ে থাকে, ব্যস এর জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়, এমনকি তা আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থাপন করা হয় আর সেই নামায তার নামাযীর শাফাআত করে। আর যদি সে এর রুকু, সিজদা এবং কিরাত সম্পূর্ণরূপে আদায় না করে, তবে নামায বলে: “আল্লাহ পাক তোমাকে ধ্বংস করে দিক, যেভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করেছো।” অতঃপর সেই নামাযকে এমনভাবে আসমানে দিকে নিয়ে যাওয়া হয় যে, এর উপর অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং এর জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, অতঃপর একে পুরোনো কাপড়ে জড়িয়ে সেই নামাযীর মুখে ছুড়ে মারা হয়।

(শুয়াবুল ইমান, ৩/১৪৩, হাদীস: ৩১৪০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

..... তুমি দ্বীনে মুহাম্মদীতে মরবে না!

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বুখারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে নামায আদায়ের সময় রুকু ও সিজদা যথাযথভাবে আদায় করছে না, যখন সে নামায আদায় পড়ে নিলো তখন তাকে বললেন: “তুমি নামায (পরিপূর্ণ) পড়োনি, যদি এই নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো তবে হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর পদ্ধতির উপর তোমার মৃত্যু হবে না।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা) সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কতদিন ধরে এভাবে নামায পড়ছো? সে বলল: চল্লিশ বছর যাবত। বললেন: তুমি চল্লিশ বছর যাবত (পরিপূর্ণ) নামায পড়োনি আর যদি এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায় তবে তুমি দ্বীনে মুহাম্মদী ﷺ এর উপর মৃত্যুবরণ করবে না।

(সুনানে নাসায়ী, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

নামায চোর

হযরত সাযিয়দুনা আবু কাতাদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো ঐ ব্যক্তি, যে নামাযের মধ্যে চুরি করে।” আরয করা হলো: ইয়া রাসূলান্নাহ ﷺ! নামাযের চোর কে? ইরশাদ করলেন: “(ঐ ব্যক্তি যে নামাযের) রুকু, সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/৩৮৬, হাদীস: ২২৭০৫)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

দুই প্রকার চোর

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: জানা গেলো, সম্পদের চোরের চেয়ে নামাযের চোর বেশি নিকৃষ্ট, কেননা সম্পদের চোর যদি শাস্তিও পায় তবুও (চুরিকৃত সম্পদ দ্বারা) কিছু না কিছু উপকার অর্জন করে, কিন্তু নামাযের চোর শাস্তি পুরোপুরিই পাবে, তার জন্য উপকার অর্জনের কোন সুযোগ নেই। সম্পদের চোর বান্দার হক নষ্ট করে আর নামাযের চোর আল্লাহ পাকের হক নষ্ট করে। এই অবস্থা তার জন্যও, যে নামায অসম্পূর্ণরূপে পড়ে, এ থেকে ঐ সকল লোক শিক্ষাগ্রহণ করুন, যারা একেবারে নামায পড়ে না।

(মিরাতুল মানাজ্জিহ, ২/৭৮)

নিজের নামায বিশুদ্ধ করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে মুসলমানের অধিকাংশই নামায পড়ে না আর যারা পড়ে তাদের অধিকাংশই না জানার কারণে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নামায পড়া থেকে বঞ্চিত থাকে। এখানে নামায পড়ার পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো, অনুগ্রহ পূর্বক! গভীর মনোযোগ সহকারে তা পড়ুন এবং নিজের নামায বিশুদ্ধ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

অযু করে কিবলামুখী হয়ে এভাবে দাঁড়ান যেনো উভয় পায়ের পাঞ্জার মধ্যভাগে চার আঙ্গুল দূরত্ব থাকে। এখন উভয় হাতকে কান পর্যন্ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

✽

নিয়ে যান যেনো বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি স্পর্শ করে। এ অবস্থায় আঙ্গুলকে বেশি খোলাও রাখবেন না আবার বেশি মিলিয়েও ফেলবেন না বরং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন আর হাতের তালু কিবলার দিকে করে রাখবেন এবং দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকবে। এবার যেই নামায পড়বেন তার নিয়ত করুন। অর্থাৎ অন্তরে এর দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করুন, পাশাপাশি মুখেও উচ্চারণ করুন, কেননা এটা উত্তম (যেমন; আমি আজকের যোহরের চার রাকাত ফরয নামাযের নিয়ত করলাম, যদি জামাআত সহকারে পড়েন তবে এটাও বলুন, এই ইমামের পেছনে) এবার তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ “اللَّهُ أَكْبَرُ” বলে হাত নিচে নামিয়ে আনুন এরপর নাভীর নিচে উভয় হাত এমনভাবে বাঁধুন যেনো ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর এবং ডান হাতের মাঝখানের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কজির পিঠের উপর আর বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল কজির উভয় পার্শ্বে থাকে। এখন এভাবে সানা পড়ুন:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ،
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র! আর আমি তোমার প্রশংসা করছি,
তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতীব মহান, তুমি ছাড়া আর
কোন মাবুদ নেই।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদ্দী)

অতঃপর তা'উয পড়ুন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর তাসমিয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

এরপর পরিপূর্ণ সূরা ফাতিহা পড়ুন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর, পরম দয়ালু, করুণাময়; প্রতিদান দিবসের মালিক; আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি; আমাদেরকে সোজাপথে পরিচালিত করো! তাদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো, তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

﴿۱﴾

“সূরা ফাতিহা” শেষ করে নিশ্বাসেরে আমীন বলুন। অতঃপর তিন আয়াত কিংবা একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান কোন সূরা, যেমন; ‘সূরা ইখলাস’ পাঠ করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾

لَمْ يَلِدْهُ وَّلَمْ يُولَدْ ﴿۳﴾ وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়। আপনি বলুন; “তিনি আল্লাহ, তিনি এক। আল্লাহ পর-মুখাপেক্ষি নন। না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং না আছে কেউ সমকক্ষ হবার।

এবার رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে রুকূতে যাবেন আর হাত দ্বারা হাঁটুদ্বয়কে এভাবে ধরবেন যেন হাতের তালুদ্বয় উপরে থাকে, হাতের আঙ্গুলগুলো ভালভাবে ছড়িয়ে থাকে। পিঠকে সোজা করে বিছিয়ে নিন যেনো জমিনের ন্যায় সমান্তরাল হয় আর মাথা পিঠ বরাবর সোজা থাকবে, উঁচু বা নিচু হবে না, দৃষ্টি থাকবে পা-দ্বয়ের উপর, কমপক্ষে তিনবার রুকূর তাসবীহ অর্থাৎ رَبِّ الْعَالَمِينَ (১) বলুন। তারপর তাসমী অর্থাৎ سَمِعَ اللّٰهُ لَيْتَنَ حَيْدَهُ (২) বলে

১. অর্থাৎ আমার মর্যাদাবান পরওয়ারদিগারের পবিত্রতা।

২. অর্থাৎ আল্লাহ পাক শুনে নিয়েছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

✽

একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান, এভাবে দাঁড়ানোকে কওমা বলে। আপনি যদি একাকি নামায আদায়কারী হন তবে এরপর বলুন: ^(১) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ অতঃপর اللهُ رَبِّىْ বলে এমনভাবে সিজদায় যান যে, প্রথমে হাঁটু মেঝেতে রাখুন এরপর হাত অতঃপর উভয় হাতের মাঝখানে এমনভাবে মাথা রাখুন যে, প্রথমে নাক অতঃপর কপাল আর এতে বিশেষ খেয়াল রাখুন যে, নাকের অগ্রভাগ বরং নাকের হাঁড় লাগবে এবং কপাল মেঝের সাথে ভালভাবে লেগে যায়, দৃষ্টি নাকের উপর থাকবে, বাহুদ্বয়কে পাজর থেকে, পেটকে উরু থেকে এবং উরুকে পায়ের গোড়ালী থেকে পৃথক রাখবেন। (তবে হ্যাঁ, যদি জামাআত সহকারে নামায পড়ার সময় কাতারে থাকেন তবে বাহুকে পাজরের সাথে লাগিয়ে রাখবেন) আর উভয় পায়ের সব আঙ্গুলের অগ্রভাগ এমনভাবে কিবলার দিকে রাখবেন যে, ১০টি আঙ্গুলের পেট অর্থাৎ আঙ্গুলের তলার উঁচু অংশ) মেঝের সাথে লেগে থাকে। হাতের তালুদ্বয় বিছিয়ে রাখবেন এবং আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে থাকবে কিন্তু কজিদ্বয় মেঝের সাথে লাগিয়ে রাখবেন না। এবার কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ অর্থাৎ ^(২) سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়ুন, অতঃপর মাথা এমনভাবে উঠান যেনো প্রথমে কপাল, অতঃপর নাক, অতঃপর হাত উঠে, এরপর ডান পা খাড়া করে এর আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে নিন আর বাম পা বিছিয়ে এর উপর সোজা হয়ে বসে যান

১. অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে আমার মালিক, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।

২. অর্থাৎ অতি পবিত্র উচ্চ মর্যাদাশীল আমার প্রতিপালক।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এবং হাতের তালুদ্বয়কে বিছিয়ে রানের উপর হাঁটুর নিকটে এমনভাবে রাখুন যেনো উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে আর আঙ্গুলের মাথা হাঁটুদ্বয়ের সমান থাকে, (উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে “জলসা” বলে) আর কমপক্ষে একবার اللهُ سُبْحَانَ اللهِ বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করুন (এ সময়ে اللهُ اغْفِرْ لِي বলা মুস্তাহাব) অতঃপর اللهُ اكْبَرُ বলে প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করুন। এবার তেমনিভাবে মেঝে থেকে প্রথমে মাথা উঠান, অতঃপর উভয় হাত হাঁটুর উপর রেখে পাঞ্জার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যান। উঠার সময় একান্ত প্রয়োজন না হলে হাত দ্বারা মেঝেতে ঠেক লাগাবেন না। এভাবে আপনার এক রাকাত পূর্ণ হলো। এখন দ্বিতীয় রাকাতে শুধুমাত্র بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে কিরাত শুরু করে দিন এবং পূর্বের ন্যায় রুকু ও সিজদা করে ডান পা খাড়া করে ও বাম পা বিছিয়ে বসে যান। এবার তাশাহহুদ পড়ুন:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصُّلِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

সকল মৌখিক, শারিরীক ও আর্থিক ইবাদত সমূহ আল্লাহরই জন্য। হে নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

✽

ও বরকত। আমাদের প্রতিও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (হযরত) মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

যখন তাশাহুদে ۷ শব্দের কাছাকাছি পৌঁছাবে তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত তৈরী করণ আর কনিষ্ঠা ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে তালুর সাথে মিলিয়ে নিন এবং (اللَّهُ أَكْبَرُ) এর পরপর) ۷ বলতেই শাহাদত আঙ্গুলকে উপরের দিকে উঠান, তবে এদিক সেদিক নড়াচড়া করবেন না আর ۷۱ শব্দটি বলতে বলতে নামিয়ে নিন এবং দ্রুত সমস্ত আঙ্গুল সোজা করে নিন। এখন যদি দু'য়ের অধিক রাকাত পড়তে হয় তবে اللَّهُ أَكْبَرُ বলে দাঁড়িয়ে যান এবং অনুরূপভাবে পড়ুন, কিন্তু ফরযের এই রাকাতগুলোতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলানোর প্রয়োজন নেই। কা'দায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদে ইব্রাহীম পড়ুন:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ۔
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ۔

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللهُ স্মরণে এসে যাবে।” (সায়িদাতুদ দারুইন)

✽

হে আল্লাহ্! দরুদ প্রেরণ করো (আমাদের সরদার) মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছো (সায়িদুনা) ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ্! বরকত অবতীর্ণ করো। (আমাদের সরদার) মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছ (সায়িদুনা) ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

দরুদ শরীফে “মুহাম্মদ” (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এবং “ইবরাহীম” (عَلَيْهِ السَّلَام) এর মুবারক নামের সাথে সায়িদুনা শব্দটি বলা উত্তম।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৪)

অতঃপর যেকোন একটি দোয়ায়ে মাছুরা (অর্থাৎ কুরআনে করীম বা হাদীসে পাকে বর্ণিত দোয়া) পড়ুন, যেমন; এ দোয়া পড়ুন:

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

(হে আল্লাহ্ পাক!) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

✽

অতঃপর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মুখ করে اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বনুন এবং একইভাবে বাম দিকে মুখ করে বনুন। এখন নামায শেষ হয়ে গেলো। (বাহারে শরীয়ত থেকে সংক্ষেপিত, ১/৫০৪-৫০৬)

ইসলামী বোনদের নামাযের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে

ইসলামী বোনেরা তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠান তবে হাত চাদরের বাইরে বের করবেন না। কিয়ামে বাম হাতের তালু উভয় স্তনের উপর রেখে এর উপর ডান হাতের তালু রাখুন। রুকুতে সামান্য বুকবেন অর্থাৎ এতটুকু যে, হাঁটুতে হাত ছুয়ে দিন, ভর দিবেন না এবং হাঁটুকে আকড়েও ধরবেন না আর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখুন এবং পা বুকিয়ে রাখুন, পুরুষের মতো একেবারে সোজা করে রাখবেন না। সিজদা গুটিয়ে করবেন অর্থাৎ বাহুদয় পাজরের সাথে, পেট উভয় উরুর সাথে এবং উরু গোড়ালীর সাথে, গোড়ালী মেঝের সাথে লাগিয়ে রাখুন, সিজদা ও কাঁদায় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিন। কাঁদায় বাম নিতম্বের উপর বসুন এবং ডান হাত ডান উরুর মাঝখানে ও বামহাত বাম উরুর মাঝখানে রাখুন। অবশিষ্ট সবই পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে করবে।

উভয়েই মনযোগ দিন!

ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রদত্ত নামাযের পদ্ধতিতে কিছু কাজ হচ্ছে ফরয, যা ব্যতীত নামাযই হবে না, কিছু ওয়াজীব, যা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করা গুনাহ্ এবং এর জন্য তাওবা করে নামায পুনরায়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

পড়া ওয়াজীব আর ভুলবশতঃ ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজীব আর কিছু রয়েছে সুনাতে মুয়াক্কাদা, যা এক আধবার ছেড়ে দেয়া মন্দ আর ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করলে গুনাহ আর কিছু মুস্তাহাব রয়েছে, যা করলে সাওয়াব, না করলে তবে গুনাহ নেই। (বাহারে শরীয়ত থেকে সংক্ষেপিত, ১/৫০৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নামাযের ৬টি শর্তাবলী

(১) পবিত্রতা: ☆ নামাযী শরীর, পোষাক ও যেই স্থানে নামায পড়বে সেই স্থান এতটুকু অপবিত্রতা যার কারণে নামায হয়না তা থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যিক। (শরহে বেকায়্যা, ১/১৫৬) ☆ অযু বিহীন হওয়া বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নামায হয়না। ☆ নামাযের জন্য পবিত্রতা এমন জরুরী বিষয় যে, তা ব্যতীত নামাযই হয়না বরং জেনেশুনে পবিত্র না হয়ে নামায আদায় করাকে ওলামায়ে কিরাম কুফর লিখেছেন আর কেনই বা হবে না যে, ওযু বিহীন বা গোসল বিহীন নামায আদায়কারী ইবাদতের প্রতি বেআদবী ও অপমান করলো। (বাহারে শরীয়ত, ১/২৮২) ☆ অপবিত্র জায়গায় মোটা কাপড় বিছিয়ে নামায পড়লো এবং অপবিত্রতার রঙ বা গন্ধ অনুভব হলো না তবে নামায হয়ে যাবে। ☆ যদি সিজদা করাতে আঁচল ইত্যাদি অপবিত্র মাটিতে পড়ে যায়, তবে তা নামাযের জন্য ক্ষতিকর নয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৭৮) ☆ যদি অপবিত্র স্থানে এতো পাতলা কাপড় বিছিয়ে নামায পড়লো, যা সতর ঢাকার কাজে আসবে না, অর্থাৎ এর নিচের বস্ত্র ফুটে উঠে, তবে নামায হবে না আর যদি কাঁচের উপর নামায পড়ে আর

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

এর নিচে অপবিত্রতা রয়েছে, যদিও তা দেখা যায় তবুও নামায হয়ে যাবে। (প্রাণ্ড)

(২) সতর ঢাকা: ☆ পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে উভয় হাঁটু সহ সম্পূর্ণ অংশ ঢেকে রাখা আবশ্যিক আর মহিলাদের জন্য এই পাঁচটি অঙ্গ: মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পায়ের পাতার উপরিভাগ ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যিক। অবশ্য যদি উভয় হাত (কজি পর্যন্ত), উভয় পা (গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত) সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় তবে একটি গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী নামায শুদ্ধ হবে।^(১) ☆ যদি পরিহিত কাপড় এমন পাতলা হয়, যা দ্বারা শরীরের ঐ অংশ যা নামাযে ঢেকে রাখা ফরয, তা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা চামড়ার রং প্রকাশ পায় তবে নামায হবে না।^(২)

পাতলা পোষাকে নামায পড়া

☆ বর্তমানে পাতলা কাপড়ের প্রচলন বেড়েই চলেছে। এমন পাতলা কাপড়ের পায়জামা পরিধান করা, যাতে উরু অথবা সতরের কোন অংশ প্রকাশ পায়, তবে তা নামায ব্যতীতও পরিধান করা গুনাহ^(৩) (যদি এর উপর অন্য কোন কাপড় দ্বারা ঢাকা না থাকে)। সঙ্গে মদীনা غُفَى عَنْهُ প্রায় পাতলা কাপড়ের পায়জামা পরিধান করা ইসলামী ভাইদের সাথে সাথেই পোষাক পরিবর্তন করা বা পায়জামার উপর লুঙ্গির মতো করে

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ৬/৩৯, ৪৪, ৪৫।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৪৮০। আলমগিরী, ১/৫৮।

৩. বাহারে শরীয়ত, ১/৪৮০।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

✽

চাদর পরিধান করার পরামর্শ দিয়েছি। অনুগ্রহ করে “কাপড়” কেনার সময় এর নিচে নিজের হাত রেখে আলোতে দেখে নিন যে, হাতের রঙ তো প্রকাশ পাচ্ছে না।

সতরের সাথে লেগে থাকা পোষাক পরিধান করে নামায পড়া

★ মোটা কাপড়, যা দ্বারা শরীরের রঙ প্রকাশ পায় না কিন্তু শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, দেখলে (সতরের অন্তর্ভুক্ত কোন) অঙ্গের অবকাঠামো বুঝা যায়, এমন কাপড়ে যদিও নামায হয়ে যাবে কিন্তু সেই অঙ্গের দিকে তাকানো অপরের জন্য জায়য নেই। (রদ্দুল মুহত্তর, ২/১০৩) এমন পোষাক মানুষের সামনে পরিধান করা নিষেধ আর মহিলাদের জন্য আরো বেশি নিষিদ্ধ। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৮০)

মহিলারা নামাযে পাতলা চাদর পরিধান করবে না

★ অনেক মহিলা মসলিন ইত্যাদির পাতলা চাদর নামাযে পরিধান করে, যাতে চুলের কালো রঙ প্রকাশ পেয়ে যায় অথবা এমন পোষাক পরিধান করে যাতে ঐ অঙ্গের রঙ দেখা যায়, যা ঢেকে রাখা জরুরী, এমন পোষাকেও নামায হবে না।

(৩) কিবলামুখী হওয়া: অর্থাৎ নামাযে কিবলার দিকে মুখ করা।

★ নামাযী যদি অপারগতা ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে কিবলার দিক থেকে বুককে ফিরিয়ে নিলো যদিও তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে ফিরে গেলো তবুও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরে গেলো এবং

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

তিনবার “سُبْحَانَ اللهِ” বলার সমপরিমাণ সময়ের পূর্বেই কিবলার দিকে ফিরে গেলো তবে তার নামায ভঙ্গ হবে না।^(১) ★ যদি কিবলার দিক থেকে শুধু মুখ ফিরে গেলো, তবে ওয়াজীব হলো যে, তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আনা, এতে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বিনা কারণে এরূপ করা মাকরুহে তাহরীমী।^(২) ★ যদি এমন স্থানে রয়েছে যেখানে কিবলা দিক জানার কোন মাধ্যম নেই, এমন কোন মুসলমানও নেই যার নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া যেতে পারে, তবে ‘তাহরুরী’ করণ অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে যেদিকে কিবলা হওয়ার প্রতি মনের ধারণা বদ্ধমূল হয়, সেদিকেই মুখ করে নিন, আপনার জন্য এটাই কিবলা।^(৩) ★ তাহরুরী করে নামায পড়ার পর জানতে পারলো যে, কিবলার দিকে নামায পড়েনি, তবে তার নামায হয়ে গেছে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।^(৪) ★ এক ব্যক্তি তাহরুরী (চিন্তাভাবনা) করে নামায পড়ছে, অপরজন তার দেখাদেখি সেই দিকে নামায পড়লে নামায হবে না, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও চিন্তাভাবনা করার নির্দেশ রয়েছে।^(৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪) সময়সীমা: অর্থাৎ যেই নামায পড়বে তার “সময়” হওয়া আবশ্যিক। যেমন; আজকের আসরের নামায আদায় করতে হলে তবে

১. মুনিয়াতুল মুসাল্লি, ১৯৩ পৃষ্ঠা। আল বাহরুর রাইক, ১/৪৯৭। বাহারে শরীয়ত, ১/৪৯১।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৪৯১।

৩. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/১৪৩।

৪. তানভিরুল আবসার, ২/১৪৩। বাহারে শরীয়ত, ১/৪৮৯।

৫. রদ্দুল মুহতার, ২/১৪৩। বাহারে শরীয়ত, ১/৪৯০।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারনী)

আসরের সময় শুরু হতে হবে যদি আসরের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই নামায পড়ে নেয় তবে নামায হবে না। ☆ বর্তমান সময় হলো উন্নতির যুগ, এখন সময়সীমা জানা তেমন কষ্টের নয়, সময় জানার জন্য ঘড়ি রয়েছে। পূর্বেকার লোকেরা সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র দেখে সময় নির্ধারণ করতো। এখনো এগুলোর মাধ্যমে জেনে নিয়ে তাওকীতের ওলামারা আমাদের সুবিধার জন্য নামায, সাহরী ও ইফতারের ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে থাকেন এবং সাধারণত আমাদের মসজিদে এই ক্যালেন্ডারগুলো বুলানো থাকে।^(১) ☆ ইসলামী বোনদের জন্য ফজরের নামায সময় শুরু হওয়ার প্রথম দিকে আদায় করা মুস্তাহাব আর অন্যান্য নামাযগুলোতে উত্তম হলো যে, পুরুষদের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করা, যখন তাদের জামাআত শেষ হয়ে যাবে তখন পড়া। (দুররে মুখতার ২/৩০)

১. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** আশিকানে রাসূলের দ্বিনি সংগঠন “দা’ওয়াতে ইসলামী”র ব্যবস্থাপনায় “তাওকীত বিভাগ” বিগত অনেক বছর ধরে আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর গবেষণা অনুযায়ী সারা পৃথিবীর মুসলমানকে বিশুদ্ধ নামাযের সময় ও কিবলার দিকের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। এই পর্যন্ত মুর্শিদের দেশের ডজন খানেক বড় শহরের সময়সূচী (TIME TABLE) প্রকাশ করেছে, যা “মাকতাবাতুল মদীনা”র সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তাছাড়া দেশ ও বিদেশের অধিকাংশ শহরের “সময়সূচী” প্রকাশ করার ধারাবাহিকতা চলমান রয়েছে। এই সময়সূচীতে শহরের আয়তন এবং উঁচু ভবনের ভিত্তিতে আগামী ২৬ বছরের সম্ভাব্য পার্থক্যও শরয়ী সতর্কতা সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মনে রাখবেন! প্রতি বছর নামাযের সময়ে কিছুটা পার্থক্য এসে যায়, যা প্রতি চার বছর পরপর প্রায় বিশুদ্ধ হয়ে যায়, অতএব আরো বিশুদ্ধতার জন্য ২৬ বছরের সম্ভাব্য পার্থক্যও শরয়ী সতর্কতা সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাছাড়া মজলিশের অধিনে প্রস্তুত হওয়া বিভিন্ন মোবাইল এপলিকেশন, অনলাইন সময়সূচী ছাড়াও নামাযের সময়সূচী সফটওয়্যারের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় ২৭ লাখ স্থানের সময়সূচী ও কিবলার দিক সম্পর্কে জানা যাবে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)



তিনটি মাকরুহ সময়

(১) সূর্যোদয় থেকে শুরু করে ২০ মিনিট পর পর্যন্ত (২) সূর্যাস্তের ২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত^(১) (৩) মধ্যাহ্ন অর্থাৎ দাহওয়ায়ে কুবরা থেকে শুরু করে সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে পড়া পর্যন্ত। এই তিনটি সময়ে কোন নামায জায়িজ নেই, না ফরয, না ওয়াজীব, না নফল, না কাযা। অনুরূপভাবে তিলাওয়াতের সিজদাও নাজায়য। তবে হ্যাঁ! যদি সেই দিনের আসরের নামায পড়েনি আর মাকরুহ ওয়াজু শুরু হয়ে গেছে তবে পড়ে নিবে, অবশ্য এতটুকু বিলম্ব করা হারাম। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫৪)

শরয়ী মধ্যাহ্ন জানার পদ্ধতি

মধ্যাহ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো “শরয়ী মধ্যাহ্ন থেকে আসল মধ্যাহ্ন” অর্থাৎ সূর্য চলে পড়া পর্যন্ত, যাকে দাহওয়ায়ে কুবরা বলা হয় অর্থাৎ ফজর

১. মাকতাবতুল মদীনার কিতাব “২৭টি হজ্জের ওয়াজীব ও বিস্তারিত বিধান” এর ১৪৭নং পৃষ্ঠায় তিনটি মাকরুহ সময়ের টিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: “বিশ মিনিট বিষয়টি সতর্কতা মূলক, অনখ্যায় আসল নিষিদ্ধ সময় বিশ মিনিটের চেয়ে কিছুটা কম।” মনে রাখবেন! বাহারে শরীয়তে যেই ২০ মিনিট লিপিবদ্ধ রয়েছে তা পাক-ভারত বা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত অন্যান্য দেশের (যেমন; আরব দেশ সমূহ ইত্যাদির) জন্য আনুমানিক সময়, গবেষণা লব্ধ নয়। এই পরিমাণ মুর্শিদের দেশে (করাচীর জন্য ১৪ থেকে ১৫ মিনিট, লাহোরের জন্য ১৪.৫ থেকে ১৬ মিনিট) ২০ মিনিটের চেয়ে কম। আর নিরক্ষীয় দেশসমূহে (অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া ও ব্রাজিল ইত্যাদি) এর পরিমাণ ১২ মিনিট হবে অতঃপর যতই পরীধি (LATITUDE) বাড়তে থাকবে এর পরিমাণও বাড়তে থাকবে। অতএব ব্রিটেন ও এর আশেপাশের জন্য ১৯ থেকে ২৫ মিনিট আর নরওয়ে ও এর আশেপাশের জন্য এর চেয়েও বেশি হবে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আজ যেই সময় হবে, তাকে সমান দুই ভাগ করুন, প্রথম ভাগ শেষ হলেই শরয়ী মধ্যাহ্ন শুরু হয় আর এই সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত সময় হলো সকল প্রকার নামাযের নিষেধাজ্ঞা।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫৪)

আসরের নামায পড়ার সময় মাকরুহ সময় এসে গেলে তবে?

সূর্যাস্তের কমপক্ষে ২০ মিনিট পূর্বে আসরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে নেয়া উচিত। যেমনটি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আসরের নামায যতোই দেরীতে পড়া হয় ততোই উত্তম তবে মাকরুহ সময়ের পূর্বেই যেনো (নামায) শেষ হয়ে যায়।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/১৫৬) “অতঃপর যদি সে সতর্কতা অবলম্বন করলো এবং নামায দীর্ঘায়িত করলো যে, নামাযের মধ্যেই মাকরুহ ওয়াক্ত এসে গেলো তবুও কোন অসুবিধা নেই।” (প্রাণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫) নিয়ত: নিয়ত অন্তরের পাকাপোক্ত ইচ্ছার নাম।^(১) ☆ মুখে নিয়ত করা আবশ্যিক নয়, অবশ্য অন্তরে নিয়ত থাকা অবস্থায় মুখে বলে নেয়া মুস্তাহাব। আরবীতে বলাও জরুরী নয়, বাংলা ইত্যাদি যে কোন ভাষায় বলা যায়।^(২) ☆ মুখে নিয়ত বলাটা বিবেচ্য নয় অর্থাৎ যদি অন্তরে যেমন; যোহরের নামাযের নিয়ত রয়েছে আর মুখে আসর উচ্চারিত হয়ে

১. তানভীরুল আবসার, ২/১১১।

২. দুররে মুখতার, ২/১১৩।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

✽

গেলো তবুও যোহরের নামায হয়ে যাবে।^(১) ✽ নিয়্যতের সর্বনিম্ন স্তর হলো যে, যদি তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে: কোন নামায আদায় করেছো? তবে তৎক্ষণাৎ বলে দেয়া। যদি অবস্থা এমন হয় যে, চিন্তাভাবনা করে বললো, তবে নামায হবে না।^(২) ✽ ফরয নামাযে ফরযের নিয়্যত করা আবশ্যিক। যেমন; অন্তরে এ নিয়্যত থাকবে যে, আজকের যোহরের ফরয নামায আদায় করছি।^(৩) ✽ বিশুদ্ধ (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ) হলো যে, নফল, সুন্নাত ও তারাবীতে শুধু নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট। তবে সাবধানতা হচ্ছে তারাবীতে তারাবীর অথবা ওয়াজের সুন্নাতের নিয়্যত করা আর অন্যান্য সুন্নাতগুলোতে সুন্নাত বা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অনুসরণের নিয়্যত করণ। তাই কিছু কিছু মাশাইখ رَحْمَهُمُ اللهُ এতে শুধু নামাযের নিয়্যতকে যথেষ্ট নয় বলে ঘোষণা করেছেন।^(৪) ✽ নফল নামাযে শুধু নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট, যদিও নফল কথাটি নিয়্যতে না থাকে।^(৫) ✽ নিয়্যতে এরূপ বলাও শর্ত নয় যে, “আমার মুখ কিবলা শরীফের দিকে।”^(৬) ✽ মুজাদী ইকদিতা করার সময় এভাবে নিয়্যত করলো যে, যেই নামায ইমামের, সেই নামায আমারও। তবে তা জায়িয।^(৭) ✽ জানাযার নামাযের নিয়্যত হলো যে, “নামায আল্লাহ পাকের জন্য আর

১. রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২/১১২।
২. প্রাণ্ডক্ত, ১১৩ পৃষ্ঠা।
৩. প্রাণ্ডক্ত, ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা।
৪. মুনইয়াতুল মুসাল্লা, ২২৫-২২৭ পৃষ্ঠা।
৫. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/১১৬।
৬. দুররে মুখতার, ২/১২৯।
৭. বাহারে শরীয়ত, ১/৪৯৬।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

✽

দোয়া এই মৃত ব্যক্তির জন্য।”^(১) ✽ ওয়াজীব নামাযে ওয়াজীবের নিয়ত করা আবশ্যিক আর একে নির্দিষ্টও করবেন, যেমন; ঈদুল ফিতর, ঈদুর আযহা, মান্নতের নামায, তাওয়াফের পর নামায (ওয়াজীব তাওয়াফ) অথবা ঐ নফল নামায যা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে, এর কাযা করাও ওয়াজীব হয়ে যায়।^(২) ✽ সিজদায়ে শোকর: যদিও নফল, তবে এতেও নিয়ত করা জরুরী, যেমন; অন্তরে এই নিয়ত থাকবে যে, আমি সিজদায়ে শোকর আদায় করছি।^(৩) ✽ সিজদায়ে সাহুতেও “নাহরুল ফায়েক প্রণেতা”র মতে, নিয়ত জরুরী।^(৪) অর্থাৎ তখন অন্তরে এই নিয়ত থাকতে হবে যে, আমি সিজদায়ে সাহু আদায় করছি।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৯৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৬) তাকবীরে তাহরীমা: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দ্বারা নামায শুরু করতেন। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫০০) ✽ জানাযার নামাযে তাকবীরে তাহরীমা হলো রুকন, অবশিষ্ট নামাযে শর্ত। (রদ্দুল মুহতার, ২/১৫৯)

নামাযের ৭টি ফরয

(১) তাকবীরে তাহরীমা (২) কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) (৩) কিরাত (অর্থাৎ কুরআনে পাকের এক আয়াত মুখস্ত পাঠ করা) (৪) রুকু

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/১২৬।

২. রদ্দুল মুহতার, ২/১১৯।

৩. রদ্দুল মুহতার, ২/১২০।

৪. রদ্দুল মুহতার, ২/১২০।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

✽

(৫) সিজদা (৬) কাদায়ে আখিরা (নামাযের শেষে সম্পূর্ণ আত্তাহিয়্যাত পড়ার সমপরিমাণ বসা) (৭) খুরুজ বিসুনইহি (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায থেকে বের হয়ে আসা)।

(১) তাকবীরে তাহরীমা: মূলতঃ তাকবীরে তাহরীমা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) নামাযের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু নামাযের আভ্যন্তরিন কার্যাবলীর সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলানো, তাই একে নামাযের ফরয সমূহের মধ্যেও গণ্য করা হয়েছে। (গুলিয়া, ২৫৩ পৃষ্ঠা) ✽ মুক্তাদী তাকবীরে তাহরীমা এর শব্দ “الله” ইমামের সাথে বললো, কিন্তু “الله” ইমামের পূর্বে শেষ করে নিলো তবে তার নামায হবে না। (আলমগীরি, ১/৬৮) ✽ নিরাপদ পদ্ধতি হলো যে, যখন ইমাম اللهُ اللهُ এর শেষ অংশ “بر” পর্যন্ত পৌঁছলো তখন মুকতাদী নিজের তাকবীর বলা শুরু করবে।

ইমাম রুকুতে হলে তবে নামাযে যোগ দেয়ার পদ্ধতি

✽ ইমামকে রুকুতে পেলো আর তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে রুকুতে গেলো অর্থাৎ তাকবীর তখন শেষ হলো, যখন (এতটুকু বুঁকেছিলো যে,) হাত বাড়ালে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তবে নামায হবে না। (আলমগীরি, ১/৬৯) (ইমামকে রুকুতে তবুও প্রথমে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা সম্পূর্ণ বলে নিন, এরপর اللهُ اللهُ বলে রুকুর জন্য বুঁকুন, ইমামের সাথে যদি রুকুতে সামান্যতমও অংশগ্রহণ হয়ে গেলো, যেমন; ইমাম রুকু থেকে উঠছিলো কিন্তু সে এখনো এতটুকু

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদ্দী)

✽

ঝুঁকেছিলো যে, হাত বাড়ালে তবে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এই অবস্থা যেহেতু রুকুদে সর্বনিম্ন স্তর, আর আপনিও ঝুঁকে ততটুকুই অংশগ্রহণ করতে সফল হয়ে গেলেন তবে রাকাত পেয়ে গেলেন, যদি আপনি রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে গেলো তবে রাকাত পাওয়া হলো না) ✽ যে ব্যক্তি তাকবীর উচ্চারণে সক্ষম নয়, যেমন; বোবা বা অন্য কোন কারণে যার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য উচ্চারণ করা আবশ্যিক নয়, অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। (দুররে মুখতার, ২/২২০)

اللهُ বা رَبُّكَ অথবা رَبُّكَ বলাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়

✽ اللهُ শব্দকে اللهُ বা رَبُّكَ কে رَبُّكَ অথবা رَبُّكَ কে رَبُّكَ পড়লো তবে নামায হবে না বরং যদি এগুলোর ভুল অর্থ (অর্থাৎ কুফরিয়া অর্থ) জেনে বলে, তবে সে কাফির। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫০৯) নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া অবস্থায় পেছনে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য মুকাব্বিরদের (অর্থাৎ তাকবীর বলে অন্যদের নিকট আওয়াজ প্রদানকারী) একটি অংশ জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজকাল “رَبُّكَ” কে “رَبُّكَ” বলাতে শুনা যায়। এর ফলে তাদের নিজের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং তার আওয়াজ শুনে যারা নামাযের রুকন আদায় করে তাদের নামাযও হয়না। অতএব না শিখে কখনো মুকাব্বির হওয়া উচিত নয়। ✽ প্রথম রাকাতের রুকু পাওয়া গেলো, তবে তাকবীরে উলার ফযিলত পেয়ে গেলো। (আলমগিরী, ১/৬৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

﴿﴾

(২) কিয়াম করা: ☆ কিয়ামের সর্বনিম্ন সীমা হলো যে, হাত বাড়ালে হাত যেনো হাঁটু পর্যন্ত না পৌঁছে আর পূর্ণাঙ্গ কিয়াম হলো সোজা হয়ে দাঁড়ানো।^(১) ☆ ততটুকু সময় পর্যন্ত কিয়াম করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কিরাত পাঠ করা হয়, ফরয কিরাতের সমপরিমাণ কিয়ামও ফরয, ওয়াজিব কিরাতের সমপরিমাণ কিয়ামও ওয়াজিব, অনুরূপভাবে সুন্নাতের সমপরিমাণ সুন্নাত।^(২) এই হুকুম প্রথম রাকাত ব্যতীত অন্যান্য রাকাতের জন্য, প্রথম রাকতে ফরয কিয়ামের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে আর সুন্নাতে কিয়ামের মধ্যে সানা এবং তাউয ও তাসমীয়াও অন্তর্ভুক্ত।^(৩) ☆ ফরয, বিতর, দুই ঈদ এবং ফজরের সুন্নাতে কিয়াম ফরয। যদি বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতীত কেউ এসব নামায বসে আদায় করে, তবে তার নামায হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫১০)

নফল বসে পড়া

দাঁড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রয়েছে, তবুও বসে নফল পড়তে পারবে কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “বসে আদায়কারীদের নামায দাঁড়িয়ে আদায়কারীদের অর্ধেক।”^(৪) তবে অপারগতার কারণে পড়লে তবে সাওয়াবে কমতি হবে না। বর্তমানে যে সাধারণভাবে রীতি চালু হয়ে গেছে যে, নফল বসেই পড়া

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/১৬৩।

২. প্রাণ্ডক্ত।

৩. বাহারে শরীয়ত, ১/৫১০।

৪. মুসলিম, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৩৫।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

হয়, বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, হয়তো বসে নামায পড়াকে উত্তম মনে করা হচ্ছে, এমনটি হলে তবে তাদের ধারণা ভুল। বিতরের পর যেই দুই রাকাত নফল পড়া হয়, তারও একই হুকুম যে, দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। আর এতে ঐ হাদীস থেকে দলীল নেয়া যে, রাসূলে পাক ﷺ বিতরের পর বসে নফল পড়েছেন। বিশুদ্ধ নয়, কেননা এটি রাসূলে পাক ﷺ এর বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৭০) কিয়ামের আরো বিস্তারিত আহকাম এই পুস্তিকার “চেয়ারে নামায” অধ্যায়ে পড়ুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩) কিরাত: ☆ কিরাত হলো সমস্ত অক্ষরসমূহ মাখরাজ থেকে আদায় করার নাম, যেনো প্রত্যেক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে বিশুদ্ধভাবে বুঝা যায় ও উচ্চারণও বিশুদ্ধ হয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫১১)

পাঠ করার সংজ্ঞা

☆ নীরবে পড়ার ক্ষেত্রেও এটা আবশ্যিক যে, যেনো নিজে শুনে পায়। (প্রাণ্ডক্ত) ☆ যদি অক্ষর তো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু এতো নিম্নস্বরে পড়েছে যে, নিজেও শুনেনি আর কোন প্রতিবন্ধকতা যেমন; হৈচৈ বা কান ভারী (অর্থাৎ বধির)ও নয় তবে তার নামায হলো না। (প্রাণ্ডক্ত) ☆ যদিও নিজে শুনাটা জরুরী তবে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করবে যে, নীরবে কিরাত পড়ার নামাযে কিরাত বরং তাসবীহ ইত্যাদির আওয়াজও যেনো অন্যের নিকট না পৌঁছে। ☆ নামায ছাড়াও যেসব স্থানে কিছু বলা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

বা পড়াটা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানেও এটা উদ্দেশ্য যে, কমপক্ষে এমন আওয়াজ যেনো হয় যে, নিজে শুনতে পায়। যেমন; তালাক দেয়া, গোলাম আযাদ করা অথবা পশুজবাই করার জন্য আল্লাহ পাকের নাম নেয়ার ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজ আবশ্যিক যেন নিজের কানে শুনতে পায়।^(১) দরুদ শরীফ ইত্যাদি অযীফা পড়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ হওয়া উচিত যে, নিজে শুনতে পায়, তবেই পাঠ করা হিসেবে গণ্য হবে। ☆ সাধারণত এক আয়াত পাঠ করা ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে এবং বিতর, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম ও একাকী নামাযীর জন্য ফরয। (মারাক্কিউল ফালাহ, ২২৬ পৃষ্ঠা)

ইমামের কিরাত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট

☆ মুক্তাদির জন্য নামাযে কিরাত পড়া জায়িয় নেই, না সূরায়ে ফাতিহা, না অন্য কোন আয়াত। না নীরবে কিরাতের নামাযে, না উঁচু আওয়াজের কিরাতের নামাযে। ইমামের কিরাতই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট।^(২) ☆ ফরয নামাযের কোন রাকাতে কিরাত পড়লো না বা শুধু এক রাকাতে পড়লো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। (আলমগীরি, ১/৬৯)

নামাযে কিরাত কিভাবে করবে

☆ ফরয নামাযে ধীরে ধীরে কিরাত করবে এবং তারাবীতে মধ্যম গতিতে আর রাতের নফল নামাযে দ্রুত গতিতে কিরাত পড়ার অনুমতি

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫১২। আলমগীরি, ১/৬৯।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫১২।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

✽

রয়েছে, কিন্তু এমনভাবে পড়বে যেনো বুঝে আসে অর্থাৎ কমপক্ষে মাদ্দের যেই স্তর কারীগণ নির্ধারণ করেছেন তা আদায় করবে, অন্যথায় হারাম, এই কারণে যে, তারতীল সহকারে (অর্থাৎ থেমে থেমে) কুরআন পড়ার আদেশ রয়েছে।^(১) বর্তমানে অধিকাংশ হাফিয এভাবে পড়ে যে, মাদ্দ আদায় করাতো অনেক বড় বিষয়, يَعْكُونَ, تَعْلُونَ ছাড়া আর কোন শব্দই বুঝা যায় না। না অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয় বরং দ্রুত পড়ার কারণে অক্ষর চিবিয়ে নেয় আর এতে গর্ববোধ করে যে, অমুখ এতো দ্রুত পড়ে! অথচ এভাবে কুরআন মজীদ পড়া হারাম ও কঠোরভাবে হারাম।^(২)

হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ আবশ্যিক

অধিকাংশ লোক “ذظ, ددض, حح, اعع, سصث, طت” অক্ষরগুলোতে কোন পার্থক্য করে না। মনে রাখবেন! অক্ষর পরিবর্তন হওয়ার কারণে যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে নামায হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫৭) যেমন; যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এর عَظِيمِ কে عَزِيمِ (ظ এর স্থানে ز) পড়লো, তবে তার নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। অতএব যে ব্যক্তি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ শব্দটি বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে না সে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْكَرِيمِ পড়বে।

(কানুনে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২/২৪২)

১. দুবরে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৩২০।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৪৭।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّ اللَّهُ سَمْرُوهٌ عَلَيْهِ سَامِرَةٌ” (সো'যাদাতুদ দা'রাঈন)

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

যার বিশুদ্ধভাবে অক্ষর উচ্চারিত হয় না, তার জন্য কিছুদিন অনুশীলন (PRACTICE) করা যথেষ্ট নয় বরং আবশ্যিক যে, তা শিখার জন্য রাতদিন পূর্ণ প্রচেষ্টা করা আর যদি বিশুদ্ধভাবে পাঠকারীর পেছনে নামায পড়তে পারে তবে ফরয হলো যে, তার পেছনে পড়া অথবা ঐ আয়াতগুলো পড়বে, যেগুলোর অক্ষর বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে। আর এ দুটো উপায় সম্ভব না হলে তবে প্রচেষ্টাকালীন সময়ে তার নামায হয়ে যাবে। আজকাল বহুলোক এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, না তারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে, না শিখার জন্য চেষ্টা করে। মনে রাখবেন! এভাবে নামায নষ্ট হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৭০) যে ব্যক্তি রাতদিন চেষ্টা করছে কিন্তু শিখতে পারছে না, যেমন; অনেকের বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ হয়ই না; তাদের জন্য আবশ্যিক যে, রাতদিন শিখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা আর প্রচেষ্টাকালীন সময়ে সে মা'যূর (অপারগ) হিসাবে গণ্য হবে, তার নিজের নামায তো হয়ে যাবে কিন্তু বিশুদ্ধভাবে পাঠকারীদের ইমামতি কখনোই করতে পারবে না আর যদি চেষ্টাও করছে না তবে তার নিজের নামাযই তো হচ্ছে না, তো তার পেছনে অন্যদের নামায কিভাবে হবে? (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৫৪)

মাদরাসাতুল মদীনা

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা কিরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা পেয়েছেন। আসলেই ঐ সকল মুসলমান খুবই দূর্ভাগা,

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে শিখে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন “দা’ওয়াতে ইসলামী”র অসংখ্য মাদরাসা “মাদরাসাতুল মদীনা” নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এতে ছেলে ও মেয়েদের কুরআনে করীম হিফয ও নাজারা ফিতে শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া দা’ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীতে হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাতে সাধারণত ইশার নামাযের পর ইসলামী ভাইদেরকে হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কুরআনে করীমের শিক্ষা এবং পাশাপাশি সুন্নাতের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অনুরূপভাবে ইসলামী বোনদের জন্যও অসংখ্য প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আহ! ঐ সকল ইসলামী ভাই যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে জানে তারা অপর ইসলামী ভাইদেরকে শিক্ষা দেয়া শুরু করে দেয়, ইসলামী বোনেরাও যদি এরূপ করে, اِنْ شَاءَ اللهُ তবে তো চারিদিকে কুরআন শিক্ষার বসন্ত এসে যাবে এবং শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য اِنْ شَاءَ اللهُ সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে।

দোয়া হে ইয়া খোদা! তা’লীমে কুরআ আ’ম হো জায়ে
তিলাওয়াত শওক সে করনা হামারা কাম হো জায়ে

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৪) রুকু: এতটুকু ঝুঁকা যাতে হাত বাড়ালে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা রুকূর সর্বনিম্ন স্তর,^(১) আর পূর্ণাঙ্গ স্তর হলো যে, পিঠকে সমান করে

১. দুররে মুখতার, ২/১৬৫।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

বিছিয়ে দেয়া।^(১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাক বান্দার ঐ নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যাতে রুকু ও সিজদার মাঝে পিঠ সোজা করা হয় না।”^(২) অর্থাৎ যেই রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে একবার “سُبْحَانَ اللهِ” বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করে না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫) সিজদা: ☆ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, সাতটি হাঁড় দ্বারা সিজদা করো, মুখ ও উভয় হাত আর উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাঞ্জা আরো হুকুম হলো যে, কাপড় ও চুল সংকুচিত করো না।”^(৩) ☆ প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সিজদা করা ফরয। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪১৩)

সিজদায় পায়ের আঙ্গুলের মাসআলা

☆ কপাল মেঝেতে ভালভাবে স্থাপন করা সিজদার মূল বিষয় আর পায়ের এক আঙ্গুলের পেট লাগনো শর্ত, তবে যদি কেউ এভাবে সিজদা করলো যে, উভয় পা মেঝে থেকে উঠা অবস্থায় রয়েছে, নামায হবে না বরং যদি শুধু আঙ্গুলের অগ্রভাগ মেঝের সাথে লেগে থাকে, তবুও হবে না, এই মাসআলার ব্যাপারে অসংখ্য মানুষ উদাসীন। (প্রাঞ্জল) সিজদায় পায়ের একটি আঙ্গুলের পেট মেঝের সাথে লাগনো ফরয আর উভয় পায়ের

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫১৩।

২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/৬১৭, হাদীস ১০৮০৩।

৩. মুসলিম, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯০।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

অধিকাংশ (যেমন; তিনটি করে) আঙ্গুলের পেঠ মেঝের সাথে লাগানো ওয়াজীব। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩/২৫৩)

কার্পেটে সিজদা করার পদ্ধতি

★ কোন নরম বস্তু, যেমন; ঘাস (অর্থাৎ বাগানের সতেজ ঘাস), তুলার তোষক অথবা কার্পেট (CARPET) ইত্যাদির উপর সিজদা করলো, তবে যদি কপাল ভালভাবে স্থাপিত হয়ে যায় অর্থাৎ এতটুকু চাপলো যে, আর চাপলে চাপবে না, তবে সিজদা হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না।^(১) ★ বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে কার্পেট (CARPET) বিছানো থাকে এবং অনেক জায়গায় কার্পেটের নিচে ফোমও বিছিয়ে দেয়া হয়, এরূপ কার্পেটের উপর সিজদা করার সময় এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, কপাল যেনো ভালভাবে স্থাপিত হয় অন্যথায় নামায হবে না আর নাকের হাঁড় পর্যন্ত না চাপলে তবে নামায মাকরুহে তাহরীমী হবে, নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজীব হয়ে যাবে।^(২) ★ স্প্রিংয়ের গদিতে কপাল ভালভাবে চাপে না, অতএব(এর উপর) নামায হবে না। (বাহারে শরীয়ক, ১/৫১৪)

কার্পেটের অপকারীতা

কার্পেটে একেতো সিজদা করতে কষ্ট হয়, তছাড়া সাধারণত তা পরিস্কারও করা যায় না, অতএব ধূলাবালি ও ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি জমে

১. আলমগীরি, ১/৭০।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫১৪।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যায়, পানাহারের বস্তু পড়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সৃষ্টি হয়, সিজদায় নিঃশ্বাসের মাধ্যমে জীবাণু, ধুলোর কণা এবং কার্পেটের পশম ইত্যাদি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, কার্পেটের পশম ফুসফুসে গিয়ে লেগে যাওয়া অবস্থায় مَعَادُ اللهِ ক্যাপ্সার হতে পারে। অনেক সময় শিশুরা কার্পেটে বমি বা প্রস্রাব ইত্যাদি করে দেয়, বিড়াল ময়লা করে দেয়, ইঁদুর আর টিকটিকি মল ত্যাগ করে। কার্পেট অপবিত্র হয়ে গেলে সাধারণত শরয়ীভাবে পবিত্র করার কষ্টও করা হয়না। আহ! যদি মসজিদ ও ঘর ইত্যাদিতে প্রবল প্রয়োজন ব্যতীত কার্পেট বিছানোর প্রথাই বন্ধ হয়ে যেতো।

কার্পেট পবিত্র করার পদ্ধতি

কার্পেটের অপবিত্র অংশ একবার ধৌত করে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখুন যে, পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর পুনরায় ধৌত করে ঝুলিয়ে রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে না যায়। অতঃপর পুনরায় একইভাবে ধুয়ে ঝুলিয়ে রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে না যায়, তবে কার্পেট পবিত্র হয়ে যাবে। এমন পাতলা কাপড় যে, নিংড়ানো হলে ফেটে যাওয়ার অসম্ভাবনা রয়েছে, তাও এভাবে পবিত্র করে নিন। যদি অপবিত্র কার্পেট বা কাপড় ইত্যাদি প্রবাহিত পানিতে (যেমন; নদী, খালে অথবা পাইপ বা নল খুলে এর নিচে) এতটুকু সময় পর্যন্ত রেখে দিন যে, প্রবল ধারণা জন্মালো যে, পানি অপবিত্রতা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তবেও পবিত্র হয়ে যাবে। কার্পেটে শিশু প্রস্রাব করে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

দিলে, সেই জায়গায় শুধু পানির ছিটা দিলে তা পবিত্র হয়ে যায় না। মনে রাখবেন! একদিনের শিশুর প্রশ্রাবও (বড়দের প্রশ্রাবের ন্যায়) নাপাক হয়ে থাকে। (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “কাপড় পাক করার পদ্ধতি” তাছাড়া বাহায়ে শরীয়ত ১ম খন্ডের ৩৯৬ থেকে ৪০৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন।)

(৬) কা'দায়ে আখিরা: অর্থাৎ নামাযের রাকাত পূর্ণ করার পর সম্পূর্ণ তাশাহুদ অর্থাৎ (আততাহিয়াত) رَسُوْلُهُ পর্যন্ত পড়তে যত সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত বসা ফরয। (আলমগিরী, ১/৭০) চার রাকাত বিশিষ্ট ফরযের চতুর্থ রাকাতের পর কা'দা করলো না, তবে পঞ্চম রাকাতের সিজদা করার পূর্ব পর্যন্ত মনে পড়লে সাথে সাথে বসে যাবে আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নেয় অথবা ফজরের দ্বিতীয় রাকাতে বসলো না তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিলো কিংবা মাগরিবে তৃতীয় রাকাতে না বসে চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিলো, তবে এসব অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে যাবে। মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাযে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নিন।

(গুনিয়া, ২৯০ পৃষ্ঠা)

(৭) খুরুজে বিসুনইহী: অর্থাৎ “কা'দায়ে আখিরা এরপর ইচ্ছাকৃত সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা।” সালাম ব্যতীত অন্য কোন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে নামায শেষ করলে তবে নামায পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজীব হবে, অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন কাজ করা হলো যা নামাযে করা যায় না তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, পুনরায় পড়া ফরয।

(সুনী বেহেশতী যেওর, ২০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

নামাযের প্রায় ৩০টি ওয়াজীব

(১) তাকবীরে তাহরীমায় ‘اللَّهُ أَكْبَرُ’ বলা (২) ফরযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাত ব্যতীত অবশিষ্ট সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সম্পূর্ণ “আলহামদু শরীফ” (কেননা এর একটি হরফও বাদ পরলে ওয়াজীব বর্জন হবে) পাঠ করা, সূরা মিলানো বা কুরআনে পাকের একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান হয়, যেমন; وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ۝ আয়াত পাঠ করা। এই আয়াতে হরফের সংখ্যা হলো ২৫টি। (জমুল মুমতর, ৩/১৫৩) (৩) প্রতি রাকাতে সূরার পূর্বে একবারই আলহামদু শরীফ পাঠ করা (৪) আলহামদু শরীফ ও সূরার মাঝখানে ‘আমীন’ ও بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ব্যতীত আর কিছু না পড়া (৫) কিরাতের পরপরই বিলম্ব না করে রুকু করা (৬) এক সিজদার পর নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় সিজদা করা যে, উভয়ের মাঝে কোন রুকন যেনো দূরত্বের কারণ না হয় (৭) তা’দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কাওমা এবং জলসায় কমপক্ষে একবার ‘سُبْحَانَ اللَّهِ’ বলার সময় পরিমাণ অপেক্ষা করা, অনুরূপভাবে (৮) কওমা অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। (অনেকে তাড়াহুড়োয় সোজা হয়ে দাঁড়ায় না, এভাবে তাদের ওয়াজীব ছুটে যায়) (৯) জালসা অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা (অনেকে তাড়াহুড়োর কারণে একবার ‘سُبْحَانَ اللَّهِ’ বলার সমপরিমাণ সোজা হয়ে বসার পূর্বেই দ্বিতীয় সিজদায় চলে যায়, এভাবে তাদের ওয়াজীব বর্জন

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারালী)

✽

হয়ে যায়) (১০) কা'দায়ে উলা ওয়াজীব, যদিও নফল নামায হোক (১১) ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদায় তাশাহহুদ (অর্থাৎ আভাহিয়্যাত) এরপর কিছু না পড়া (১২) উভয় কা'দায় “তাশাহহুদ” সম্পূর্ণ (অর্থাৎ التَّحِيَّاتُ থেকে رَسُوْلُهُ পর্যন্ত সম্পূর্ণ) পাঠ করা। অনুরূপভাবে যতটি কা'দা করতে হয় সবগুলোতে সম্পূর্ণ তাশাহহুদ ওয়াজীব। একটি হরফও যদি বাদ পড়ে তবে ওয়াজীব বর্জন হবে (১৩) ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার কা'দায়ে উলা (অর্থাৎ প্রথম বৈঠকে) তাশাহহুদের পর যদি অন্যমনস্ক হয়ে “اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ” বলে ফেলে তবে তার জন্য সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজীব হয়ে যাবে আর যদি ইচ্ছাকৃত বলে তবে নামায পুনরায় আদায় করা (অর্থাৎ নতুনভাবে পড়া) ওয়াজীব হয়ে যাবে। (১৪) উভয়দিকে সালাম ফিরানোর সময় اَللّٰهُمَّ শব্দটি উভয়বার বলা ওয়াজীব, اَعِيْزُ শব্দটি বলা ওয়াজীব নয়। (১৫) বিতিরে কুনূতের তাকবীর বলা (১৬) বিতিরে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করা (১৭) দুই ঈদের নামাযে ছয়টি তাকবীর বলা (১৮) দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের রুকূর তাকবীর এবং এই তাকবীরের জন্য ‘اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ’ বলা। (১৯) জাহরী নামাযে, যেমন; মাগরীব ও ইশার প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাত আর ফজর, জুমা, ঈদদ্বয়, বিতর ও রমযান শরীফের বিতরের প্রতি রাকাতে ইমামের জাহর (অর্থাৎ এত উঁচু আওয়াজে কিরাত পড়বেন যেনো অন্যরা অর্থাৎ প্রথম কাতারের লোকেরা শুনতে পায়) সহকারে কিরাত পড়া (২০) নীরবে কিরাতের নামাযে (যেমন; যোহর, আসরে) নীরবে কিরাত পাঠ করা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(২১) প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজীবকে নিজ নিজ স্থানে আদায় করা
 (২২) প্রত্যেক রাকাতে শুধু একবার রুকু করা (২৩) প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সিজদা করা (২৪) দ্বিতীয় রাকাতের পূর্বে কা'দা না করা (২৫) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকাতে কা'দা না করা (২৬) সিজদার আয়াত পাঠ করলে তবে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা (২৭) সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হলে তবে সিজদায়ে সাহু করা (২৮) দু'টি ফরয অথবা দু'টি ওয়াজীব কিংবা ফরয ও ওয়াজীবের মাঝখানে তিন তাসবীহ সমপরিমাণ (অর্থাৎ তিনবার اللهُ سُبْحَانَكَ বলার সমপরিমাণ) অপেক্ষা না করা (২৯) ইমাম যখন কিরাত পড়বে তা উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে মুকতাদীর (অর্থাৎ যারা জামাআতে অংশ নিয়েছে তাদের) চুপ থাকা (৩০) কিরাত ব্যতীত সকল ওয়াজীব কাজে ইমামের অনুসরণ করা। (৩১) তাশাহুদ শব্দটির মূল অর্থের প্রতি মনযোগ রাখা জরুরী, যাতে আল্লাহ পাকের জন্য হামদ ও সানা করা হয় এবং নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও নিজের উপর এবং আল্লাহর সকল আউলিয়ার উপর সালাম প্রেরণ করা হয়ে থাকে, তবে মেরাজের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি যেনো না থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫১৭-৫২০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

নামাযের প্রায় ৯৫টি সূনাত তাকবীরে তাহরীমার সূনাত

(১) তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো (২) হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা, অর্থাৎ না একেবারে মিলিয়ে রাখবেন, না ছড়িয়ে রাখবেন (৩) উভয় হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেট কিবলামুখী রাখা (৪) তাকবীরের সময় মাথা না ঝুঁকানো (৫) তাকবীর (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর اللَّهُ أَكْبَرُ) শুরু করার পূর্বেই উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নেয়া, অনুরূপভাবে (৬) কুনূতের তাকবীর ও (৭) দুই ঈদের তাকবীরেও কান পর্যন্ত হাত নিয়ে যাওয়ার পর তাকবীর বলা এবং এছাড়া কোথাও নামাযে হাত উঠানো সূনাত নয় (৮) ইমামের উচ্চস্বরে اللَّهُ أَكْبَرُ বলা (৯) $\text{سَبَّحَ اللَّهُ لَيْلًا حَمِيدًا}$ এবং (১০) সালাম বলা (প্রয়োজনের অতিরিক্ত আওয়াজ করা মাকরুহ) (১১) তাকবীরের পরপরই হাত বেঁধে নেয়া সূনাত। (অনেকে তাকবীরে উলার পর হাত ঝুলিয়ে দেয় অথবা কনুই পেছনের দিকে ঝুঁকি দেয়ার পর হাত বাঁধে, তাদের এই কাজ সূনাতের পরিপন্থী) (১২) ইমামের জন্য তাকবীরে তাহরীমা ও সকল কর্ম সম্পাদনের তাকবীর সব জায়গায় উচ্চ আওয়াজ করা সূনাত।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৫২০-৫২২)

কিয়ামের সূনাত

(১৩) পুরুষের নাভীর নিচে ডান হাতের তালু বাম হাতের কজির জোড়ার (WRIST JOINT) উপর, কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি কজির উভয়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

✽

পার্শ্বে এবং অবশিষ্ট আঙ্গুলি হাতের কজির পিঠের উপর রাখা (১৪) প্রথমে সানা পড়া (১৫) অতঃপর তা'উয (অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) পড়া (১৬) এপর তাসমিয়া (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) পড়া (১৭) এই তিনটি সুন্নাত বিরতী বিহীন একের পর এক দ্রুত বলা (১৮) এসব কিছু নীরবে পড়া (১৯) আমীন বলা (২০) এটাকেও নীরবে বলা (২১) তাকবীরে উলার পরপরই সানা পড়া (নামাযে তা'উয ও তাসমিয়া (পড়া) কিরাতের আনুসঙ্গিক বিষয় এবং মুক্তাদীর জন্য কিরাত নেই তাই তা'উয ও তাসমিয়াও মুক্তাদীর জন্য সুন্নাত নয়। তবে হ্যাঁ, যেই মুক্তাদীর কোন রাকাত বাদ পড়েছে, সে নিজের অবশিষ্ট রাকাত আদায় করার সময় এই দু'টি পাঠ করবে।^(১) (২২) তা'উয(অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) পড়া) শুধুমাত্র প্রথম রাকাতে আর (২৩) তাসমিয়া (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) পড়া) প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া সুন্নাত।^(২) (যদিও ফরযের শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পরিবর্তে তিনবার اللهُ سُبْحٰنٌ বললো বা ততক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তবে এই অবস্থায় তাসমিয়া সুন্নাত নয়। “ফতোয়ায়ে রযবীয়া”য় রয়েছে: সূরা ফাতিহার শুরুতে তাসমিয়া পাঠ করা সুন্নাত।) (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/১৯১)

১. দুররে মুখতার, ২/২৩৪।

২. বাহারে শরীয়াত, ১/৫২২-৫২৩।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

রুকূর সুন্নাত

(২৪) রুকূর জন্য **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলা (২৫) রুকূতে তিনবার **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** বলা (২৬) পুরুষদের জন্য হাঁটুকে হাত দ্বারা ধরা এবং (২৭) আঙ্গুল ভালভাবে ছড়িয়ে রাখা (২৮) রুকূ অবস্থায় পা সোজা রাখা। প্রায় লোকেরা কামানের মতো বাঁকা করে নেয়, এটা মাকরুহ।^(১) (২৯) রুকূতে পিঠ ভালভাবে বিছিয়ে দেয়া যে, যদি পানির পাত্র পিঠে রেখে দেয়া হয় তবে তা স্থির থাকবে।^(২) (৩০) রুকূতে মাথা উঁচু নিচু না হওয়া, পিঠ বরাবর সমান থাকা।^(৩) প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “ঐ ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয় (অর্থাৎ পরিপূর্ণ নয়) যে রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না।”^(৪) রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করার উদ্দেশ্য হলো তা’দীলে আরকান অর্থাৎ রুকূ, সিজদা, কাওমা এবং জলসায় কমপক্ষে একবার “**سُبْحَانَ اللَّهِ**” বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করা। রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: “রুকূ ও সিজদা পরিপূর্ণ করো, কেননা আল্লাহ পাকের শপথ! আমি তোমাদেরকে তোমাদের পেছন থেকে দেখছি।”^(৫) (৩১) উত্তম হলো যে, **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে রুকূতে যাওয়া, অর্থাৎ যখন রুকূর জন্য ঝুঁকতে শুরু করবেন এবং রুকূর শেষে তাকবীর শেষ করবেন।^(৬) এই দূরত্ব (অর্থাৎ কিয়াম ও রুকূর মাঝখানের দূরত্ব) পূর্ণ

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫২৫।

২. ফতহুল কদীর, ১/২৫৯।

৩. হেদায়া, ১/৫০।

৪. আবু দাউদ, ১/৩২৫, হাদীস ৮৫৫।

৫. বুখারী, ১/২৬৩, হাদীস ৭৪২।

৬. আলমগিরী, ১/৭৪।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

করার জন্য “اللَّهُ” শব্দের لام কে দীর্ঘায়িত করণ, اُيُّ এর ب ইত্যাদি অন্য কোন হরফকে দীর্ঘায়িত করবেন না।^(১) যদি اللَّهُ বা اُيُّ বা اُيُّ বলে, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/২১৮)

কাওমার সুন্নাত

(৩২) রুকু থেকে যখন উঠবেন তখন হাত দুটি ঝুলিয়ে দিন^(২)

(৩৩) রুকু থেকে উঠার সময় ইমামের জন্য سَبَّحَ اللهُ لَيْلَىٰ حَيْدَةَ বলা

(৩৪) মুক্তাদীর জন্য اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَكَانَ الْاِحْتِدَادُ বলা (৩৫) একাকী নামাযীর জন্য

উভয়টি বলা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫২৭) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَكَانَ الْاِحْتِدَادُ বলা সুন্নাত আদায়

হয়ে যাবে কিন্তু اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا এরপর ‘;’ হওয়া উত্তম। সাথে اَللّٰهُمَّ মিলানো এর চেয়েও

উত্তম আর উভয়টি মিলানো সর্বাপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَكَانَ الْاِحْتِدَادُ বলা

বলা।^(৩) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন ইমাম

سَبَّحَ اللهُ لَيْلَىٰ حَيْدَةَ বলে, তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَكَانَ الْاِحْتِدَادُ বলো, কেননা যার কথা

ফিরিশতাদের কথা মতো হবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।”^(৪)

(৩৬) একাকী নামায আদায়কারী سَبَّحَ اللهُ لَيْلَىٰ حَيْدَةَ বলতে বলতে রুকু

থেকে উঠবে, যখন একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَكَانَ الْاِحْتِدَادُ

বলাবে।^(৫)

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫২৫।

২. আলমগিরী, ১/৭৩।

৩. দুররে মুখতার, ২/২৪৬।

৪. বুখারী, ১/২৭৯, হাদীস ৭৯৬।

৫. দুররে মুখতার, ২/২৪৭।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

✽

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সুন্নাত (গাইরে মুয়াক্কাদা) হলো যে, سِعْ এর “س” রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় শুরু করা আর حِدَّة এর “ح” সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর শেষ করা, এভাবেই প্রত্যেক তাকবীরে ইত্তিকালে (অর্থাৎ নামাযের এক অংশ থেকে অপর অংশে পরিবর্তন হওয়ার জন্য বলা তাকবীরকে “তাকবীরে ইত্তিকাল” বলা হয়) হুকুম হলো যে, একটি কাজ থেকে অপর কাজে যাওয়ার শুরুতে اللهُ اَعْرَبُ এর “اَلِف” শুরু হবে আর কাজ শেষে শেষ হবে। মুজাদী রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَرَبَّنَا وَرَبَّنَا وَرَبَّنَا وَرَبَّنَا এর “اَلِف” এবং যারা শুধু رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ পড়ে তারা رَبَّنَا এর “ر” শুরু করবে আর সোজা হয়ে حَمْد এর “دال” শেষ করবে, অতঃপর সিজদায় যাওয়ার সময় اللهُ اَعْرَبُ এর “اَلِف” শুরু করবে আর اللهُ এর “م” কে বৃদ্ধি করে যখন মাথা মেঝেতে রাখার নিকটবর্তী পৌঁছে যাবে তখন اللهُ এর “ح” এবং মাথা ঠিক মেঝেতে রাখার সময় اَعْرَبُ এর “ر” শেষ করবে। “م” কে এই কারণে বৃদ্ধি করবে যে, এই পথ অতিক্রম করাতে যদি “م” কে বৃদ্ধি না করা হয় তবে اَعْرَبُ সিজদায় পৌঁছার পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে এবং এটা সুন্নাত পরিপন্থি অথবা পথ পূর্ণ করার জন্য اَعْرَبُ এর “اَلِف” বা “ب” কে বৃদ্ধি করা হলে এতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। কিংবা যদি “ر” কে বৃদ্ধি করা হয় তবে তা ভুল ও সুন্নাত পরিপন্থি। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/১৮৮)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

সিজদার সুনাত

(৩৭) সিজদায় যাওয়ার সময় এবং (৩৮) সিজদা থেকে উঠার সময় “اللَّهُ أَكْبَرُ” বলা (৩৯) সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা (৪০) সিজদায় হাত মেঝেতে রাখা (৪১) সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর (৪২) হাত, অতঃপর (৪৩) নাক, এরপর (৪৪) কপাল রাখা, (৪৫) সিজদা থেকে উঠার সময় এর বিপরীত করা অর্থাৎ (৪৬) প্রথমে কপাল, তারপর (৪৭) নাক, অতঃপর (৪৮) হাত, এরপর (৪৯) হাঁটু উঠানো (৫০) পুরুষের জন্য সিজদায় সুনাত হলো যে, বাহু পাজর থেকে এবং (৫১) উরু পেট থেকে দূরে রাখা, কজি মেঝের উপর বিছিয়ে না দেয়া, তবে যখন কাতারে থাকবেন তখন বাহুকে পাজর থেকে দূরে রাখবেন না। (৫২) সিজদায় আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা (৫৩) হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে না রাখা (৫৪) সিজদায় উভয় পায়ের দশটি আঙ্গুলের পেট মেঝেতে লাগানো সুনাত। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫২৮-৫৩০)

জলসার সুনাত

দুই সিজদার মাঝখানে বসা। একে জালসা বলা হয় (৫৫) জালসায় ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং (৫৬) উভয় হাত উরুর উপর রাখা। (প্রাণ্ডক, ৫৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার সুন্নাত

(৫৭) যখন দু’টি সিজদা করে নিবে তখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য পাঞ্জা ব্যবহার করা (৫৮) উভয় হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো সুন্নাত। অবশ্য দুর্বলতা ইত্যাদি অপারগতার কারণে মেঝেতে হাত রেখে দাঁড়ালেও ক্ষতি নেই। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/২৬২)

কাঁদার সুন্নাত

(৫৯) পুরুষের জন্য ২য় রাকাতের সিজদা শেষ করে বাম পা বিছিয়ে (৬০) উভয় নিতম্ব এর উপর রেখে বসা এবং (৬১) ডান পা খাড়া করে রাখা (৬২) ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা (মহিলারা উভয় পা ডান দিকে বের করে রাখবে আর বাপ নিতম্বের উপর বসবে) (৬৩) ডান হাত ডান উরুর উপর এবং (৬৪) বাম হাত বাম উরুর উপর রাখা (৬৫) আঙ্গুলকে স্বাভাবিক অবস্থায় (NORMAL) রাখা অর্থাৎ না ছড়িয়ে রাখা আর না মিলিয়ে রাখা (৬৬) আঙ্গুলের অগ্রভাগ হাঁটুর পাশে রাখা, হাঁটু আকড়ে ধরা উচিত নয় (৬৭) আত্তাহিয়্যাতে শাহাদাতের সময় এভাবে ইশারা করা যে, কনিষ্ঠাঙ্গুল ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুল বন্ধ করে নিন, বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত তৈরী করুন এবং “سُ” বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠান, এ সময় তা এদিক সেদিক নড়াচড়া করবেন না এবং “يُ” বলার সময় নামিয়ে নিন এবং সমস্ত আঙ্গুল সোজা করে নিন^(১)

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩০।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

✽

(৬৮) দ্বিতীয় বৈঠকেও এভাবে বসুন, যেভাবে পূর্বে বসেছিলেন এবং ‘তাশাহহুদ’ও পড়ুন^(১) (৬৯) তাশাহহুদের পর দরুদ শরীফ পড়ুন, দরুদে ইব্রাহীম পড়া উত্তম^(২) (৭০) নফল (এতে সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাও অন্তর্ভুক্ত) এর কা’দায়ে উলাও(তাশাহহুদের পর) দরুদ শরীফ পড়া সুন্নাত^(৩) (৭১) দরুদ শরীফের পর (আরবীতে) দোয়া পড়া। অনারবীতে মাকরুহ। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৪)

সালাম ফিরানোর সুন্নাত

(৭২) এই শব্দাবলী দ্বারা দু’বার সালাম ফিরানো: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (৭৩) প্রথমে ডান দিকে, এরপর (৭৪) বাম দিকে। ডান দিকে সালাম ফিরানোতে মুখ এতটুকু ফিরান যে, ডান গাল যেনো দেখা যায় আর বাম দিকে বাম গাল। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৫)

“গাল যেনো দেখা যায়” এর ব্যাখ্যা

“গাল যেনো দেখা যায়” এর অর্থ হলো যে, সালামে এতটুকু মুখ ফিরানো যে, পেছনের নামাযীরা যেনো সালাম ফিরানোর ব্যক্তির গাল দেখে।^(৪) “মিরাতুল মানাজিহ”তে রয়েছে: “অর্থাৎ হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সালামে এতটুকু নূরানী চেহারা ফিরাতেন যে, পেছনের সাহাবীরা উভয়

১. দুররে মুখতার, ২/২৭২।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩১।

৩. রদ্দুল মুহতার, ২/২৮১।

৪. রদ্দুল মুহতার, ২/২৯১।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো ﷺ স্মরণে এসে যাবে।” (সো'যাদাতুদ দা'রাঈন)

✽

গালের উজ্জলতা দেখে নিতেন, ডান পাশের সাহাবীরা ডানের আর বাম পাশের সাহাবীরা বামের।”^(১) (৭৫) ইমামের জন্য উভয় সালাম উচ্চস্বরে বলা সুন্নাত, কিন্তু দ্বিতীয় সালাম প্রথমটির তুলনায় নিম্নস্বরে হবে।^(২)

সালাম ফিরানোতে কি নিয়্যত করবে?

(৭৬) প্রথম বারের সালামে “سَلَامٌ” শব্দটি বলতেই ইমাম নামায থেকে বের হয়ে গেলো যদিও “سَلَامٌ” এখনো বলেননি, তখন যদি কেউ জামাআতে অংশগ্রহণ করে তবে তার ইকতিদা শুদ্ধ হলো না। অবশ্য যদি সালামের পর সিজদায়ে সাহু করে তবে ইকতিদা শুদ্ধ হবে (অর্থাৎ এখন জামাআতে অংশগ্রহণ বিশুদ্ধ হবে)^(৩) (৭৭) ইমাম ডান দিকের সালামে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ঐ মুক্তাদীর নিয়্যত করবে যারা তার ডান দিকে রয়েছে আর বাম দিকে দিকের সালামে বাম দিকের মুক্তাদীর নিয়্যত করবে, তবে মহিলাদের নিয়্যত করবে না যদিও তারা জামাআতে শরীক থাকে। তাছাড়া উভয় সালামে কিরামান কাতেবীন ও ঐ সকল ফিরিশতাদের নিয়্যত করবে, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং নিয়্যতে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করবেন না^(৪) (৭৮) মুক্তাদীরাও (অর্থাৎ যারা জামাআতে অংশীদার, তারাও যখন ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে তখন) প্রত্যেক দিকের সালামে সেই দিকের মুক্তাদী ও ঐ সকল

১. মিরাতুল মানাজিহ, ২/১১১।

২. রদ্দুল মুহতার, ২/২৯৪।

৩. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৬।

৪. রদ্দুল মুহতার, ২/২৯৪।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

✽

ফিরিশতাদের নিয়ত করবে তাছাড়া যедিকে ইমাম রয়েছে সেই দিকের সালামে ইমামেরও নিয়ত করবে আর যদি ইমাম তার সোজাসুজি সামনে হয় তবে উভয় সালামে ইমামেরও নিয়ত করবে এবং একাকী নামায আদায়কারী শুধু ঐ সকল ফিরিশতাদের নিয়ত করবে^(১) (৭৯) মুক্তাদীর সমস্ত পরিবর্তন (অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কাওমা ইত্যাদি) ইমামের সাথে হওয়া।^(২)

সালাম ফিরানোর পরের সুন্নাত

(৮০) সালামের পর সুন্নাত হলো যে, ইমাম ডানে বা বামে ঘুরে যাওয়া, ডান দিকে উত্তম এবং মুক্তাদীর দিকে মুখ করেও বসতে পারবে যদি শেষ কাতার পর্যন্ত তার সোজাসুজি সামনে কেউ নামায না পড়ে থাকে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৭) (৮১) একাকী নামায আদায়কারী মুখ না ফিরিয়ে যদি সেখানে কিবলামুখী বসেই দোয়া করে তবে তাও জায়িজ।

(আলমগিরী, ১/৭৭)

ফরযের পরের দোয়া

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন নামায আদায় করে নিতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন। অতঃপর আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করতেন: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكَتْ يَا دَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ। বর্ণনাকারী বলেন: আমি ইমাম আওয়ামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম:

১. রদুল মুহতার, ২/২৯৯।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৫।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)



ইস্তিগফার কিভাবে করে? বললেন: **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** ।

(মুসলিম, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯১)

ফরযের পরের সুন্নাতের ব্যাপারে সুন্নাত

(৮২) যে সকল ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায রয়েছে সেগুলোতে ফরযের পর কথাবার্তা বলা উচিৎ নয়, যদিও সুন্নাত হয়ে যাবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে এবং সুন্নাতে বিলম্ব করাও মাকরুহ। তদ্রূপ বড় বড় অযীফা পড়ারও অনুমতি নেই।^(১) (৮৩) (ফরযের পর) সুন্নাতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দোয়ায় সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ, অন্যথায় সুন্নাতের সাওয়াব কমে যাবে।^(২) (৮৪) সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে কথা বলাতে বিশুদ্ধতম মত হলো যে, সুন্নাত বাতিল হয় না তবে সাওয়াব কমে যায়। এই হুকুম ঐসব কাজের বেলায়ও প্রযোজ্য, যা তাহরীমার পরিপন্থী (যেমন; পানাহার, বেচাকেনা)^(৩) । (তানবীরুল আবসার, ২/৫৫৮)

জামাআত শেষ হওয়ার পর সুন্নাত কোথায় পড়বে?

(৮৫) সুন্নাত সেখানেই না পড়া বরং ডানে, বামে, সামনে, পেছনে সরে পড়ুন কিংবা ঘরে গিয়ে আদায় করা।^(৪) (সুন্নাত পড়ার জন্য ঘরে যাওয়ার কারণে যে সময়টুকু বিলম্ব হবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। স্থান পরিবর্তন করা বা ঘরে যাওয়ার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

১. গুনিয়া, ৩৪৩ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২/৩০০।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৯।

৩. হাশিয়াতুত তাহতাজী আলা দুররে মুখতার, ১/২৮৬।

৪. আলমগিরী, ১/৭৭। দুররে মুখতার, ২/৩০২।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

কিংবা তাদের দিকে মুখ করা গুনাহ, বের হতে যেনো কারো কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন, যদি বের হওয়ার পথ পাওয়া না যায় তবে সেখানেই সূনাত পড়ে নিন)

পূর্বে বর্ণিত ৮৫টি সূনাতের সাথে ইসলামী বোনদের জন্য ১০টি সূনাত

(১) ইসলামী বোনদের জন্য সূনাত হলো যে, তাকবীরে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো^(১) (২) কিয়ামে মহিলা ও হিজড়া^(২) তাদের বাম হাতের তালু বুকের উপর রেখে এর পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখুন^(৩) (৩) ইসলামী বোনদের জন্য রুকূতে হাঁটুর উপর হাত রাখা এবং আঙ্গুলগুলো খোলা না রাখা সূনাত^(৪) (৪) রুকূতে স্বল্প পরিমাণ বুকো অর্থাৎ শুধু এতটুকু বুকো যে, হাত যেনো হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, পিঠ সোজা করবেন না এবং হাঁটুর উপর জোরও দিবেন না, শুধু হাত রাখবেন আর হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখুন এবং উভয় পা সামনের দিকে একটু বাকা করে রাখুন, পুরুষের মতো একেবারে সোজা করে রাখবেন না^(৫) (৫) সংকুচিত হয়ে সিজদা করুন অর্থাৎ উভয় বাহু পাজরের সাথে (৬) পেট রানের সাথে (৭) রান পায়ের গোড়ালীর সাথে এবং

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/২২২।

২. হিজড়াদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর” এর ২৩৬ থেকে ২৪৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

৩. আল বাহরুর রায়েক, ১/৫২৯।

৪. বাহারে শরীয়ত, ১/৫২৫।

৫. আলমগিরী, ১/৭৪।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

✽

(৮) গোড়ালী মেঝের সাথে মিলিয়ে দিন^(১) (৯) ২য় রাকাতের সিজদা করে উভয় পা ডানদিকে বের করে দিন এবং (১০) বাম নিতম্বের উপর বসুন। (বাহারে শরীযত, ১/৫৩০)

নামাযের প্রায় ১৭টি মুস্তাহাব

মুস্তাহাবের সংজ্ঞা: যা শরীযতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়, কিন্তু বর্জন করাতে কোন অপছন্দ নেই, হোক স্বয়ং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তা করেছেন বা এর উৎসাহ দিয়েছেন কিংবা ওলামায়ে কিরামগণ পছন্দ করেছেন, যদিও হাদীসে পাকে এর আলোচনা আসেনি। তা করা সাওয়াব এবং না করাতে সাধারণত কোন কিছুই নেই। (বাহারে শরীযত, ১/২৮৩)

(১) নিয়তের শব্দ সমূহ মুখে উচ্চারণ করা।^(২) অন্তরে নিয়ত উপস্থিত থাকা আবশ্যিক, অন্যথায় নামাযই হবে না। (২) কিয়ামে উভয় পায়ের পাতার মধ্যে চার আঙ্গুলের দূরত্ব থাকা।^(৩) (৩) কিয়াম অবস্থায় সিজদার স্থানে, (৪) রুকু অবস্থায় পায়ের পিঠের দিকে, (৫) সিজদায় নাকের দিকে, (৬) বৈঠকে কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা (৭) প্রথম সালামে ডান কাঁধের দিকে এবং (৮) দ্বিতীয় সালামে বাম কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা।^(৪) (৯) একাকী নামাযী রুকু ও সিজদায় তিনবারের বেশি (কিন্তু বিজোড় সংখ্যায়, যেমন; ৫, ৭, ৯) তাসবীহ পাঠ করা উত্তম।^(৫)

১. বাহারে শরীযত, ১/৫২৯।

২. দুররে মুখতার, ২/১১৩।

৩. আলমগিরী, ১/৭৩।

৪. বাহারে শরীযত, ১/৫৩৮। তানবীরুল আবসার, ২/২১৪।

৫. ফতহুল কদীর, ১/২৫৯।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

✽

(১০) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমামের জন্য তাসবীহ পাঁচবার বলা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪২৭) (১১) যতটুকু সম্ভব কাঁশি দূর করা (অর্থাৎ আটকে রাখা) (প্রাণ্ডক, ৫৩৮ পৃষ্ঠা) (১২) হাই আসলে (অর্থাৎ শরীরের ক্লাস্তি এসে মুখ খুলতে লাগলে) তবে মুখ বন্ধ করে রাখা আর না থামলে তবে ঠোঁটকে দাঁতের নিচে চেপে ধরা। যদি এভাবেও না থামে, তবে কিয়াম অবস্থায় ডান হাতের পিঠ দ্বারা এবং কিয়াম ব্যতীত বাম হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে নিন অথবা উভয় অবস্থায় আঙ্গিন দ্বারা। হাই থামানোর পরীক্ষিত পস্থা হলো; অন্তরে এরূপ ধারণা করুন যে, আশ্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام হাই আসতো না।^(১) (১৩) যখন মুকাব্বির عَلَيَّ الْفَلَاحُ বলে তখন ইমাম ও মুক্তাদী সকলেরই দাঁড়িয়ে যাওয়া।^(২) ইকামতের সময় দাঁড়ানোর চারটি অবস্থা (১) যদি ইমাম ও মুক্তাদী মসজিদে উপস্থিত থাকে তবে عَلَيَّ الْفَلَاحُ বলার সময় দাঁড়ানো মুস্তাহাব। (আমাদের এখানে সাধারণত এই অবস্থাটিই পাওয়া যায়) (২) যদি ইমাম ইকামতের সময় পেছন থেকে আসে তবে যেই কাতারের পাশে ইমাম পৌঁছাবে, তারা দাঁড়িয়ে যাবে। (৩) যদি ইকামতের সময় ইমাম সামনে থেকে আসে তবে তাঁকে দেখতেই সকল মুক্তাদী দাঁড়িয়ে যাবে। (৪) উপরে উল্লেখিত সকল অবস্থা তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন ইমাম ইকামত না বলে থাকে, যদি ইমামই ইকামত বলে আর তিনি মসজিদেই অবস্থান করে তবে যখন তিনি ইকামত শেষ

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৮। দূররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ২/২১৫।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৮।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

করবে তখন মুক্তাদীরা দাঁড়াবে।^(১) (১৪) পুরুষের জন্য তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাপড় থেকে বাইরে বের করা। (১৫) মহিলাদের জন্য কাপড়ের ভেতরেই উত্তম। (১৬) মুক্তাদীর ইমামের সাথে নামায শুরু করা। (১৭) সিজদা জমিনে সরাসরি কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই করা।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৫৩৮)

কিছু না বিছিয়ে সিজদা করা উত্তম

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সাযিয়দুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বদা জমির উপরই সিজদা করতেন, অর্থাৎ সিজদার স্থানে জায়নামাজ ইত্যাদি বিছাতেন না। (ইহুইয়াউল উলূম, ১/২০৪)

ধুলিময় কপালের ফযিলত

হযরত সাযিয়দুনা ওয়াসিলাহ বিন আসকা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নামায থেকে অবসর হয়ে যাবে না নিজের কপালের (মাটি) পরিস্কার করো না, কেননা যতক্ষণ তার কপালে নামাযের সিজদার চিহ্ন তার কপালে বিদ্যমান থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (মু'জামুল ক্ববীর, ২২/৫৬, হাদীস: ১৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের মধ্যে কপাল থেকে মাটি পরিস্কার করা ভাল নয় আর مَعَادَ اللهِ অহংকার বশতঃ পরিস্কার করা গুনাহ

১. ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ১/৫৭।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (ভাবরানী)

✽

এবং যদি পরিস্কার না করাতে কষ্ট হয় বা অন্য মনস্ক হয়ে যায় তবে পরিস্কার করাতে সমস্যা নাই। যদি কারো রিয়ার ভয় হয় তবে তার উচিত যে, নামাযের পর কপালের মাটি পরিস্কার করে নেয়া। “ফতোয়ায়ে রযবীয়া” এর টিকায় রয়েছে: যদি রিয়ার ধারণা হয় যে, মানুষ মাটি দেখে নামাযী মনে করবে, তবে তো তা রেখে দেয়া হারাম হবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/১০০৬)

নামায ভঙ্গের ৩৩টি বিষয়

(১) কথাবার্তা বলা, ঐ কথাই নামায ভঙ্গকারী, যাতে এতটুকু আওয়াজ হওয়া যে, কমপক্ষে সে নিজে শুনতে পায়, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, আর যদি এতটুকু আওয়াজও না হয় বরং শুধু অক্ষর আদায় হলো, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।^(১) (২) কোন ব্যক্তিকে সালাম করা।^(২) (৩) সালামের উত্তর দেয়া।^(৩) (৪) কারো হাঁচির উত্তর দেয়া। (নামাযে নিজের হাঁচি আসলে চুপ থাকবেন।) যদি “أَلْحَمْدُ لِلَّهِ” বলে নেয় তবুও কোন অসুবিধা নেই আর যদি তখন হামদ না করে তবে নামায শেষ করে বলবে।^(৪) (৫) সুসংবাদ শুনে উত্তরে أَلْحَمْدُ لِلَّهِ বলা।^(৫) (৬) খারাপ সংবাদ (বা কারো মৃত্যুর সংবাদ) শুনে إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বলা।^(৬)

১. আলমগীরি, ১/৯৮।

২. প্রাপ্তক।

৩. দুররে মুখতার, ২/৪৫০।

৪. আলমগীরি, ১/৯৮-১০০।

৫. প্রাপ্তক।

৬. প্রাপ্তক।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৭) আযানের উত্তর দেয়া।^(১) (৮) আল্লাহ পাকের নাম শুনে উত্তরে “كَأَنَّ جَلَّ ٱلَّ” বলা।^(২) (৯) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নাম মুবারক শুনে উত্তরে দরুদ শরীফ পড়া।^(৩) (যেমন; উত্তরে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলা। অবশ্য যদি كَأَنَّ جَلَّ ٱلَّ বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উত্তরের নিয়তে না বলে তবে নামায ভঙ্গ হবে না।)

নামাযে কান্না করা

(১০) ব্যাথা বা বিপদের কারণে এরূপ শব্দাবলী “আহ”, “উহ”, “উফ”, “তুফ” ইত্যাদি ইচ্ছাকৃত মুখ থেকে বের করা অথচ তা আটকানো সম্ভব ছিলো অথবা কান্নায় শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেলো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো আর যদি কান্নায় শুধু চোখের পানি বের হয়, শব্দ ও বর্ণ উচ্চারিত হয় না তবে ক্ষতি নেই।^(৪) আর যদি নামাযে ইমামের পড়া শুনে কান্না করে আর “আরে”, “হ্যাঁ”, “আহ” জাতীয় শব্দ মুখ থেকে বের হয়ে যায় তবে কোন ক্ষতি নেই, কেননা এটা বিনয়ের কারণে হয়েছে আর যদি ইমামের সুন্দর কণ্ঠের কারণে মুগ্ধ হয়ে এসব শব্দাবলী বলে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। (দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ২/৪৫৬)

১. প্রাপ্তক।

২. দুররে মুখতার, ২/৪৬০।

৩. প্রাপ্তক।

৪. হালবাতুল মুজলা, ২/৩৯৩-৩৯৬। বাহারে শরীয়ত, ১/৬০৮। আলমগীরি, ১/১০১। রদুল মুহতার, ২/৪৫৫।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)



নামাযে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া

(১১) মৃত্যু ও পাগলামী এবং বেহুঁশ হওয়ার কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, যদি নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে ভাল হয়ে যায় (অর্থাৎ পাগলামী বন্ধ হয়ে যায়, হুঁশ ফিরে আসে) তবে আদায় করবে, অন্যথায় কাযা। তবে শর্ত হলো সম্পূর্ণ এক দিন রাতের চেয়ে বেশি না হওয়া।^(১) এক দিন-রাত বা এর চেয়ে বেশি পাগল বা বেহুঁশ থাকা অবস্থায় এই সময়ে আসা সকল নামায ক্ষমাযোগ্য।

নামাযে কাঁশি দেয়া

(১২) রোগীর মুখ থেকে অনিচ্ছায় আহ! উহ শব্দ বের হলে তবে নামায ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে হাঁচি, হাই, কাঁশি, ঢেকুর ইত্যাদিতে যতগুলো অক্ষর অপারগতায় বের হয় তা ক্ষমাযোগ্য।^(২) (১৩) ফুঁক দেয়াতে যদি শব্দ বের না হয় তবে তা নিঃশ্বাসের হুকুমের মতোই আর এতে নামায ভঙ্গ হয় না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ফুঁক দেয়া মাকরুহ (তাহরীমি) আর যদি দু’টি অক্ষর বের হয় যেমন; উফ, তুফ তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো।^(৩) (১৪) খাকাড়ী দেয়াতে যদি দু’টি অক্ষর বের হয় যেমন; “আখ” তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি অপারগতা বা কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, যেমন; শরীরের চাহিদা বা আওয়াজ পরিস্কার করার জন্য অথবা ইমামকে লুকমা দেয়া উদ্দেশ্য হয় অথবা কেউ

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৭২। বাহারে শরীয়ত, ১/৬১৩।

২. দুররে মুখতার, ১/৪৫৬।

৩. গুনিয়া, ৪৫১ পৃষ্ঠা



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

✽

সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হয়, তবে এসব কারণে কাঁশি দিলে কোন ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬০৮)

নামাযে দেখে দেখে পাঠ করা

(১৫) কুরআন শরীফ থেকে কোন আয়াত কিংবা কোন কাগজ থেকে বা মেহরাব ইত্যাদিতে লিখিত স্থান থেকে দেখে দেখে কুরআনে করীম পড়া^(১) (অবশ্য যদি মুখস্থ পাঠ করছে এবং কুরআন শরীফ বা মেহরাব ইত্যাদির উপর শুধু দৃষ্টি রয়েছে তবে সমস্যা নেই, যদি কোন কাগজ ইত্যাদিতে আয়াত লিখা রয়েছে, তা দেখলো এবং বুঝলো কিন্তু পড়লো না, তবে এতেও কোন ক্ষতি নেই।) (১৬) কোন কাগজে কুরআনে মজীদ লিখা দেখলো এবং তা বুঝে নিলো (এতে) নামাযে কোন ক্ষতি হলো না, অনুরূপভাবে যদি ফিকাহের কিতাব দেখলো এবং বুঝলো, নামায ভঙ্গ হলো না, বুঝার জন্য তা দেখুক বা না দেখুক, তবে হ্যাঁ যদি ইচ্ছাকৃত দেখলো এবং ইচ্ছাকৃত বুঝে নিলো তবে মাকরুহ (তানযিহী) আর অনিচ্ছাকৃত হয় তবে মাকরুহও নয়। একই হুকুম সকল প্রকার লিখার এবং যদি দ্বীনি না হয় তবে আরো বেশি মাকরুহ।^(২) কিতাব বা লিখা বিশিষ্ট পেকেট ও শপিং ব্যাগ, মোবাইল ফোন বা ঘড়ি ইত্যাদি এমনভাবে রাখুন যেনো নামাযের সময় এর লিখার উপর দৃষ্টি না পড়ে বা এর উপর রুমাল ইত্যাদি ঢেকে দিন, তাছাড়া নামাযে পিলার বা দেয়ালে

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৬৩।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৬০৯।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

লাগানো স্টিকার, বিজ্ঞাপন ও ফ্রেম ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকেও বিরত থাকুন। মসজিদের মেহরাব ইত্যাদির এমন জায়গায় আয়াত ও ইবারত লিখা থেকেও বিরত থাকুন, যেখানে নামাযের সময় নামাযীর দৃষ্টি পড়তে পারে।

আমলে কসীরের অর্থ

(১৭) আমলে কসীর নামায ভঙ্গ করে দেয় আর যদি তা নামাযের আমলের অন্তর্ভুক্ত না হয়, না সংশোধন করার জন্য করা হয়। যে কাজ সম্পাদনকারীকে দূর থেকে হঠাৎ দেখে তাকে নামাযে না হওয়ার সন্দেহ থাকেনা, বরং যদি ধারণা প্রবল হয় যে, নামাযে নেই তবুও আমলে কসীর হবে। আর যদি দূর থেকে দেখা ব্যক্তির সন্দেহ হয় যে, নামাযের মধ্যে আছে কি নেই তবে তা আমলে কালীল হবে, নামায ভঙ্গ হবে না।^(১)

নামাযের মধ্যে পোষাক পরিধান করা

(১৮) জামা বা পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরিধান করাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।^(২) (১৯) সতর (অর্থাৎ অঙ্গের এক চুতর্থাংশ পরিমাণ) খোলা থাকা বা নিষেধ পরিমাণ অপবিত্রতা নিয়ে পূর্ণ রুকন আদায় করা, বা (এই অবস্থায়) তিন তাসবীহ পরিমাণ (তিনবার سُبْحَانَ اللهِ বলার পরিমাণ) সময় অতিবাহিত হওয়া, নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ভীড়ের কারণে

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৬০৯। দুররে মুখতার, ২/৪৬৪।

২. গুনিয়া, ৪৫২ পৃষ্ঠা।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

✽

এতটুকু সময় মহিলাদের কাতারে পড়ে যাওয়া বা ইমামের সামনে চলে যাওয়া, নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো আর ইচ্ছাকৃতভাবে সতর খোলা সর্বাবস্থায় নামায ভঙ্গ করে দেয় যদিও সাথে সাথেই তা ঢেকে নিলো, এতে অপেক্ষারও প্রয়োজন নেই। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬০৯-৬১০)

নামাযে কিছু গিলে নেয়া

(২০) স্বল্প পরিমাণ খাদ্য বা পানীয়, যেমন; তিল না চিবিয়ে গিলে নেয়া। কিংবা মুখে ফোটা পড়লো আর গিলে নিলো।^(১) (২১) নামায শুরু করার পূর্বেই কোন কিছু দাঁতে আটকানো ছিলো, তা গিলে নিলো তবে তা যদি ছোলার সমান কিংবা এর চেয়ে বড় হয়ে থাকে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো আর যদি তা ছোলার চেয়ে ছোট হয়ে থাকে তবে মাকরুহ।^(২) (২২) নামাযের পূর্বে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়েছিলো এখন এর কোন অংশ মুখে অবশিষ্ট নেই, শুধু লালায় কিছু মিষ্টতার প্রভাব রয়ে গেছে, তা গিলে নিলে নামায ভঙ্গ হবে না।^(৩) (২৩) মুখে চিনি ইত্যাদি রয়েছে, তা গলে কঠনালীতে পৌঁছে গেলো, নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো, আটা মুখে রয়েছে, যদি চিবালো এবং কিছু কণা কঠনালীতে নেমে গেলো, নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো।^(৪) (২৪) দাঁত থেকে রক্ত বের হলো যদি থুথুর পরিমাণ প্রাধান্য হয়, তবে তা গিলে নেয়াতে নামায ভঙ্গ হবে না, অন্যথায়

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৬২।

২. আলমগীরি, ১/১০২।

৩. প্রাণ্ডক্ত।

৪. প্রাণ্ডক্ত।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।^(১) (প্রাধান্যের নিদর্শন হলো যে, যদি কণ্ঠনালীতে রক্তের স্বাদ অনুভব হওয়া, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো, নামায ভঙ্গের জন্য স্বাদের বিষয়টি বিবেচ্য আর অযু ভঙ্গের জন্য রংয়ের বিষয়টি বিবেচ্য; সুতরাং অযু তখনই ভঙ্গ হবে যখন থুথু লাল বর্ণ ধারণ করবে আর যদি থুথু হলুদ বর্ণের হয় তবে অযু ভঙ্গ হবে না।)

নামাযে কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া

(২৫) বিনা কারণে বক্ষকে কা'বার দিক থেকে ৪৫° ডিগ্রী বা এর চেয়ে বেশি ফিরিয়ে নিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদি অপারগতর কারণে হয় তবে নামায ভঙ্গ হবে না, যেমন; হাদসের(অর্থাৎ অযু ভঙ্গকারী কোনকিছুর) ধারণা হলো আর মুখ ফিরাতেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো তবে যদি মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকে তবে নামায ভঙ্গ হবে না।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৬১১। দুররে মুখতার, ২/৪৬৮)

নামাযে হাঁটা

(২৬) কিবলার দিকে এক কাতারের সমান হাঁটলো, অতঃপর এক রুকন পর্যন্ত থেমে গেলো, অতঃপর আবারো হাঁটলো এরপর আবারো থেমে গেলো, যদিও অসংখ্যবারও হয়, যতক্ষণ স্থান পরিবর্তন হবে না, নামায ভঙ্গ হবে না, যেমন; মসজিদ থেকে বাইরে চলে গেলো বা ময়দানে নামায পড়ছিলো আর সেই ব্যক্তি সমস্ত কাতার থেকে বাইরে চলে গেলো, এই উভয় অবস্থা স্থান পরিবর্তনের আর এতে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১. প্রাপ্তক।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

অনুরূপভাবে যদি একবারেই দুই কাতারের সমান হাঁটলো, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। (২৭) কাউকে চতুস্পদ প্রাণী (অর্থাৎ ছাগল ইত্যাদি) একেবারে তিন কদম সমান টেনে নিলো বা ধাক্কা দিলো, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬১১)

নামাযে সাপ বা বিচ্ছু কিংবা ইঁদুর মারা অথবা চুল উপড়ানো

(২৮) সাপ, বিচ্ছু মারলে নামায ভঙ্গ হয় না, যতক্ষণ না তিন কদম যেতে হয় অথবা তিনবার আঘাতের প্রয়োজন হয়, অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু মারার অনুমতি রয়েছে, যদিও নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।^(১) সাপ, বিচ্ছু মারা তখনই মুবাহ (জায়িয) হবে, যখন তা সামনে দিয়ে অতিক্রম করে এবং কষ্ট দেয়ার ভয় থাকে, যদি কষ্ট দেয়ার ভয় না থাকে, তবে মারা মাকরুহ।^(২) (২৯) পরপর তিনটি চুল উপড়ে ফেললো অথবা তিনটি উকুন মারলো কিংবা একটি উকুনকে তিনবার মারলো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো আর যদি পরপর না হয় তবে নামায ভঙ্গ হবে না, তবে মাকরুহ (তানযীহি) হবে। (আলমগীরি, ১/১০৩। গুনিয়া, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

নামাযে চুলকানো

(৩০) এক রুকনে (যেমন; কিয়াম বা রুকু কিংবা সিজদায়) তিনবার চুলকালে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় অর্থাৎ এভাবে যে, চুলকানোর পর হাত সরিয়ে নিলো, অতঃপর আবার চুলকাল পুনরায় হাত সরিয়ে নিলো,

১. আলমগীরি, ১/১০৩।

২. প্রাপ্ত।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এভাবে দু'বার হলো, এখন যদি এভাবেই তৃতীয় বার করে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যদি একবার হাত রেখে কয়েকবার নাড়া দিলো (চুলকাল) তবে একবার চুলকাল বলে ধরে নেয়া হবে।^(১) (৩১) কোন রুকনে যেমন; কিয়ামে দু'বার চুলকালো অতঃপর দ্বিতীয় রুকনে যেমন; রুকূতে আবারো তিনবারের কম চলকানোর অনুমতি রয়েছে, যেমনটি আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (নামাযে যদি চুলকায় তবে) সহ্য করুন, সম্ভব না হলে বা এর কারণে নামাযে মন অস্থির হলে তবে চুলকিয়ে নিন কিন্তু এক রুকনে যেমন; কিয়াম বা কা'দা বা রুকূ কিংবা সিজদায় (বা কাওমা অথবা জলসায়) তিনবার চুলকাবে না, দু'বার পর্যন্ত অনুমতি রয়েছে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৩৮৪)

بَلَاغُ الْبَلَاءِ বলার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি

(৩২) তাকবীরাতে ইত্তিকালাতে^(২) اللَّهُ الْبَلَاءُ এর الف কে দীর্ঘায়িত করলো অর্থাৎ اللَّهُ বা اللَّهُ الْبَلَاءُ বললো অথবা “ب” এরপর الْبَلَاءُ বৃদ্ধি করলো অর্থাৎ “بَلَاءُ” বললো, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো আর যদি তাকবীরে তাহরীমায় এরূপ করে তবে নামায শুরুই হলো না।^(৩) অধিকাংশ মুকাব্বির (অর্থাৎ জামাআত চলাকালীন ইমামের তাকবীর সমূহকে উঁচু

১. আলমগীরি, ১/১০৪। গুনিয়া, ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

২. তাবীরে ইত্তিকাল এর বহুবচন। অর্থাৎ নামাযের এক অংশ থেকে পরবর্তি অংশে পরিবর্তন (অর্থাৎ একটি রুকন থেকে আরেকটি রুকন পরিবর্তন) করার জন্য বলা তাকবীরকে “তাকবীরে ইত্তিকাল বলে।

৩. দুৱরে মুখতার, ২/৪৭৩।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

✽

আওয়াজে পেছন পর্যন্ত যারা পৌঁছায়) এই ভুলগুলো প্রায় করে থাকে আর এভাবে তাদের নিজের ও তাদের আওয়াজে রুকন পরিবর্তনকারী অর্থাৎ রুকু, সিজদা ইত্যাদি সম্পাদনকারীর নামায হয়না। সুতরাং যারা বিশুদ্ধভাবে তাকবীর বলতে পারেনা, তাদের মুকাব্বির হওয়া উচিত নয়। (৩৩) কিরাত অথবা নামাযের যিকিরে এমন ভুল করা যার ফলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, তা নামায ভঙ্গ করে দেয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬১৪)

নামায ভঙ্গের একটি স্পর্শকাতর মাসআলা

নামাযে যা কিছু পড়া হয়, তা বিশুদ্ধভাবে পড়ার প্রতি পূর্ণ মনযোগ না দেয়া এবং তাড়াহুড়ো করে পড়ার কারণে কিছু না কিছু হরফ চিবিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদি একটি ও হরফ চিবিয়ে ফেলা হয় এবং অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন শব্দ অর্থ বিহীন হয়ে যাওয়া ও নামাযকে ভঙ্গ করে দেয়। ফরযের প্রথম দুই রাকাত এবং অন্যান্য নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং আত্তাহিয়্যাতের এক একটি হরফ এমনভাবে পড়া ওয়াজীব যে, শুনার ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না হয়, তবে নিজের কানে শুনে নিবে। তবে এর মধ্যে যদি কোন একটি হরফ ও চিবিয়ে গেলো যদিও অর্থ বাতিল হলো না তবুও নামায মাকরুহে তাহরীমি হয়ে যাবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো ۱۰۰ বার।” স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দারুনন)

নামাযের ৩০টি মাকরুহে তাহরীমি

মাকরুহে তাহরীমির সংজ্ঞা: এটি ওয়াজীবের বিপরীত, এটি সম্পাদন করাতে ইবাদত অসম্পূর্ণ (ত্রুটিপূর্ণ) হয়ে যায় এবং সম্পাদনকারী গুনাহগার হয়ে থাকে, যদিও এর গুনাহ হারামের চেয়ে কম এবং কয়েকবার করার ফলে তা কবীরা (গুনাহ) হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়ত, ১/২৮৩)

কাপড় গুটানো

- (১) কাপড় বা দাঁড়ি কিংবা শরীরের সাথে খেলা করা।^(১)
- (২) কাপড় গুটিয়ে নেয়া, যেমন; সিজদায় যাওয়ার সময় সামনে বা পেছনের দিকে উঠিয়ে নেয়া, যদিও ধুলাবালি থেকে বাঁচানোর জন্য করা হয় আর যদি বিনা কারণে করা হয় তবে আরো বেশি মাকরুহ।^(২) (যদি কাপড় শরীরের সাথে লেগে যায় তবে ছাড়িয়ে নিলে সমস্যা নেই, তবে যদি আমলে কসীর করতে না হয়)

কাপড় গুটানোর বিভিন্ন ধরন

অধিকাংশ লোক সিজদায় যাওয়ার সময় সেলোয়ার বা পায়জামাকে হাত দ্বারা উপরের দিকে উঠিয়ে থাকে, রুকু থেকে উঠে জামার পেছনের দিকের অংশ উঠিয়ে ঠিক করে থাকে, জলসা ও কা'দায় বসেই অযথা জামার আঁচলের কোণা উঠিয়ে আবার রেখে দেয়। এরূপ যারা করেন, তারা সতর্কতা অবলম্বন করুন।

১. আলমগিরী, ১/১০৫।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৪।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)



কাঁধে চাদর ঝুলানো

(৩) সাদল অর্থাৎ কাপড় ঝুলানো। যেমন; মাথা বা কাঁধে এমনভাবে চাদর বা রুমাল ইত্যাদি জড়ানো যে, উভয় পার্শ্ব ঝুলতে থাকে, অবশ্য যদি এক পার্শ্ব অপর কাঁধের উপর তুলে দেয়া হয় এবং অপরটি ঝুলতে থাকে, তবে সমস্যা নেই। (৪) আজকাল অনেকে এক কাঁধের উপর এভাবে রুমাল রাখে যে, এর এক প্রান্ত পেটের উপর ঝুলতে থাকে আর অপর প্রান্ত পিঠের উপর। এভাবে নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমী।^(১) (৫) উভয়ের মধ্যে যদি একটি আস্তীনও যদি অর্ধেক কজির বেশি উপরে উঠে থাকে তবে নামায মাকরুহে তাহরীমী হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৪। দুররে মুখতার, ২/৪৯০)

প্রাকৃতিক চাপের তীব্রতা

(৬) প্রস্রাব, পায়খানা বা বায়ু ত্যাগের তীব্রতা হওয়া। যদি নামায শুরু করার পূর্বে থেকেই তীব্রতা হয়, তবে সময় থাকে অবস্থায় নামায শুরু করাই গুনাহ, জামাআত চলে গেলেও এর থেকে অবসর হয়ে নিন আর যদি এমন হয় যে, প্রয়োজন সেরে অযু করার পর নামাযের সময়ই শেষ হয়ে যাবে, তবে নামায পড়ে নিন (কিন্তু পরবর্তিতে পুনরায় আদায় করা ওয়াজীব হবে) এবং যদি নামাযে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে যদি সময়ের অবকাশ থাকে তবে নামায ভঙ্গ করে দেয়া ওয়াজীব, যদি এভাবে পড়ে নেয় তবে গুনাহগার হবে।^(২) এই অবস্থায়ও ওয়াজীবুল ইয়াদা

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৪।

২. দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, ২/৪৯২-৪৯৩।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ ভারগীব ওয়াত্ ভারহীব)

✽

(অর্থাৎ পুনরায় পড়ে দেয়া জরুরী) হবে। তীব্রতার সংজ্ঞা হলো যে, নামাযে ধ্যান সেইদিকে পড়ে থাকা।

নামাযে কঙ্কর সরানো

(৭) নামাযের সময় কঙ্কর সরানো মাকরুহে তাহরীমি।^(১) হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি নামাযের মধ্যে কঙ্কর স্পর্শ করার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে প্রশ্ন করলাম, ইরশাদ হলো: “একবার, আর যদি তুমি এটা থেকে বেঁচে থাকো তবে কালো চোখ বিশিষ্ট একশত উটনী থেকে উত্তম।”^(২) হ্যাঁ! যদি পরিপূর্ণ সূনাত অনুযায়ী সিজদা আদায় করা না যায় তবে একবার সরানোর অনুমতি রয়েছে এবং সরানো উত্তম আর যদি সরানো ছাড়া ওয়াজীব আদায় না হয়, তবে সরানো ওয়াজীব, যদিও একাধিকবার সরানোর প্রয়োজন হয়।^(৩)

আঙ্গুল মটকানো

(৮) নামাযে আঙ্গুল মটকানো।^(৪) আঙ্গুল মটকানোর তিনটি আহকাম: (ক) নামাযে আঙ্গুল মটকানো মাকরুহে তাহরীমি এবং নামাযের আনুসঙ্গিক বিষয়ে যেমন; নামাযের জন্য গমনকালে, নামাযের জন্য অপেক্ষাকালীন সময়েও আঙ্গুল মটকানো মাকরুহ (তাহরীমি)।^(৫)

১. প্রাণ্ডক্ত।

২. ইবনে খুযাইমা, ২/৫২, হাদীস ৮৯৭।

৩. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯৩।

৪. প্রাণ্ডক্ত।

৫. বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৫।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

(খ) নামাযের বাইরে (অর্থাৎ না নামাযে আর না নামাযের আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোতে, এরূপ অবস্থায়) বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল মটকানো মাকরুহে তানযীহী। (গ) নামাযের বাইরে (অর্থাৎ না নামাযে আর না নামাযের আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোতে, এরূপ অবস্থায়) কোন প্রয়োজনের কারণে যেমন; আঙ্গুলকে আরাম দেয়ার জন্য আঙ্গুল মটকানো মুবাহ (অর্থাৎ মাকরুহবিহীন জায়গ)।^(১) (৯) তাশবীক করা অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে ঢুকিয়ে দেয়া।^(২) এরও ঐ বিধান যা আঙ্গুল মটকানোর। এছাড়াও বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল মটকানো বা এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে দেয়া মাকরুহে তানযীহী। এতে ঐ সকল লোকের শিক্ষা অর্জন করুন, যারা অযথা আঙ্গুল মটকানো বা বসে বসে আঙ্গুলকে কাঁচি বানাতে থাকে।

কোমরে হাত রাখা

(১০) কোমরের উপর হাত রাখা। নামায ছাড়াও (বিনা কারণে) কোমরে হাত রাখা উচিত নয়।^(৩) আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “নামাযে কোমরে হাত রাখা জাহান্নামীদের প্রশান্তি।”^(৪) অর্থাৎ এটা ইহুদীদের কাজ, কেননা তারা জাহান্নামী, অন্যথায় জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামে আর কী প্রশান্তি থাকবে!^(৫)

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯৩-৪৯৪।

২. প্রাণ্ডক্ত

৩. প্রাণ্ডক্ত।

৪. আস্‌সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ২/৪০৮, হাদীস ৩৫৬৬।

৫. বাহারে শরীয়তের পাদটিকা, ১/৬১৮।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আসমানের দিকে বা এদিক সেদিক তাকানো

(১১) দৃষ্টি আসমানের দিকে উঠানো।^(১) আল্লাহ পাকের মাহবুব

ﷺ ইরশাদ করেন: “কী অবস্থা ঐসব লোকদের, যারা নামাযে আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠায়, এ থেকে বিরত থাকো, অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হবে।”^(২) (১২) এদিক সেদিক মুখ ফিরিয়ে দেখা মাকরুহে

তাহরীমি, সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে হোক বা সামান্য। মুখ ফিরানো ব্যতীত শুধু চোখ ফিরিয়ে এদিক সেদিক বিনা প্রয়োজনে দেখা মাকরুহে তানযীহি আর যদি হঠাৎ কোন সঠিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হয় তবে সমস্যা নেই।^(৩)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি নামাযে রয়েছে, আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত তার প্রতি ধাবিত থাকে, যতক্ষণ সে এদিক সেদিক তাকাবে না, যখন সে নিজের মুখ ফিরালো তখন তার রহমতও ফিরে যায়।”^(৪) (১৩) পুরুষের সিজদায় হাতের কজি বিছিয়ে দেয়া। (দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ২/৪৯৬)

কারো মুখের সামনে নামায পড়া

(১৪) কোন ব্যক্তির মুখের সামনে নামায পড়া। অন্যদের জন্যও নামাযীর দিকে মুখ করা নাজায়িয ও গুনাহ। প্রথম থেকেই এক ব্যক্তির মুখ তার দিকে ছিলো আর এখন অন্য কেউ তার চেহারার দিকে মুখ করে

১. বাহারে শরীযত, ১/৬২৬।

২. বুখারী, ১/২৬৫, হাদীস ৭৫০।

৩. বাহারে শরীযত, ১/৬২৬।

৪. আবু দাউদ, ১/৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯০৯।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

নামায শুরু করলো, তবে নামায শুরুকারী গুনাহগার হবে।^(১) যারা জামাআতের সালাম ফিরানোর পর নিজের ঠিক পেছনের নামায আদায়কারীদের দিকে মুখ করে বসে বা দাঁড়িয়ে যায় যে, তারা সালাম ফেরানোর পর বের হয়ে যাবো, তারা সকলে এই গুনাহ থেকে তাওবা করুন।

খতিব সাহেবরা মনযোগ দিন

খতিব সাহেবরা সতর্কতা অবলম্বন করুন, যদি কোন ব্যক্তি মিম্বরের সোজা সামনে নামায পড়ছে, তবে মিম্বরে বসবেন না, নামাযীর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করুন। যদি কোন কিছু মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, যেমন; লম্বা কোন লোক নামাযী দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে গেলো যে, কিয়ামেরও সামনা সামনি হচ্ছে না, তবে এখন মিম্বরে আসাতে সমস্যা নেই। কিন্তু নামাযীর সালাম ফিরানো পর্যন্ত সেই লোককে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনে বিছানো সারি থেকে আলাদা রঙের একটি মাদুড় বা লম্বা চাদর লম্বালম্বিভাবে মিম্বর থেকে শেষ কাতার পর্যন্ত বিছিয়ে দিন এবং নামাযীদের মাসয়ালা জানিয়ে দিয়ে এর উপর সুনাত না পড়ার আবেদন করুন, উপায় হয়ে যেতে পারে।

১. দুররে মুখতার, ২/৪৯৬-৪৯৭।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

নামাযে হাই তোলা

(১৫) নামাযে নাক ও মুখ ঢেকে নেয়া।^(১) (১৬) বিনা প্রয়োজনে খাকারী (অর্থাৎ কফ ইত্যাদি বের) করা।^(২) (১৭) ইচ্ছাকৃতভাবে হাই তোলা।^(৩) (যদি হাই এমনিতেই এসে যায় তবে অসুবিধা নেই, কিন্তু আটকানো মুস্তাহাব)। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন নামাযে কারো হাই আসে তবে যতটুকু সম্ভব আটকে রাখবে, কেননা তখন শয়তান মুখে প্রবেশ করে নেয়।”^(৪) আর যদি আটকানোও না থাকে তবে ঠোঁটকে দাঁত দ্বারা চেয়ে ধরুন এবং এতেও না থামলে তবে হাত মুখের উপর রেখে দিন বা আঙ্গিন দ্বারা মুখ ঢেকে নিন, কিয়াম অবস্থায় ডান হাত দ্বারা ঢাকুন আর অন্য সময়ে বাম হাতে।

(মারাকিউল ফালাহ, ১৮১ পৃষ্ঠা)

হাইয়ের অবস্থা ও তা আটকানোর অনন্য পদ্ধতি

হাইয়ের অবস্থা: শরীরে মানসিক চাপ এসে মুখ খুলে যাওয়া। ওলামারা বলেন: “যে হাই এলে মুখ খুলে দেয়, শয়তান তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করে এবং যেই কাহ কাহ আওয়াজ আসে তা হলো শয়তানের অট্টহাসি, কেননা তার মুখ বিকৃত হওয়া দেখে সে অট্টহাসি দেয় আর যেই লালা বের হয়ে, তা হলো শয়তানের থুথু।” তা আটকানোর অনন্য উপায়

১. দররে মুখহার ও রদুল মুহতার, ২/৫১১।

২. প্রাণ্ডজ।

৩. মারাকিউল ফালাহ, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৪. মুসলিম, ১৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৯৯৫।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তবারালী)

✽

হলো যে, যখন হাই আসার উপক্রম হয় তখন মনে মনে খেয়াল করুন যে, আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তা থেকে নিরাপদ ছিলেন, সাথে সাথেই থেমে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯৮। বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৭)

কুরআনে করীম উল্টো পড়া

(১৮) কুরআনে করীম উল্টো পড়া: কুরআনে করীম উল্টো পড়া হলো যে, দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম রাকাতের উপরের সূরা পড়া, এটা মাকরুহে তাহরীমি, যেমন; প্রথম রাকাতে “সূরা কাফেরন” পড়লো আর দ্বিতীয় রাকাতে “সূরা ফীল”।^(১) এ ব্যাপারে (উল্টো পড়ার ব্যাপারে) কঠিন শাস্তিবানী এসেছে, হযরত সাযিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “যে কুরআন উল্টো পড়ে, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ পাক তার অন্তরকে উল্টে দিবেন।” আর ভুলে হলে তবে না গুনাহ হবে, আর না সিজদায়ে সাহু।^(২) * শিশুদের সহজতার জন্য “আম্মাপারা” ধারাবাহিকতা পরিপস্থি কুরআনে পাক পড়ানো জায়য।^(৩) * ভুলে দ্বিতীয় রাকাতে উপরের সূরা শুরু করে দিলো বা একটি ছোট সূরার গ্যাপ হয়ে গেলো, অতঃপর স্মরণে আসলে তবে যা শুরু করেছিলো তাই পুরো করবে, যদিও তা এখনো এক হরফেই পড়েছে, যেমন; প্রথম রাকাতে সূরা কাফেরন পড়েছে আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফীল শুরু করে দিলো, এখন স্মরণ আসলে তাই শেষ করবে, ছেড়ে দিয়ে সূরা নাসর

১. দুররে মুখতার, ২/৩৩০।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৪৯।

৩. রদ্দুল মুহতার, ২/৩৩০।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

পড়ার অনুমতি নেই।^(১) * আলা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা (অর্থাৎ উল্টো সূরা পড়া) নিষেধ ও নাজায়িয, হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবার্তা এসেছে, যদি তা ভুলে হয়, যেমন; প্রথম রাকাতে সূরা নাসর পড়লো, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফালাক পড়ার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু اَعُوذُ এর স্থলে اَلْكَفْرُونَ এসে গেলো, এমতাবস্থায় সূরা কাফেরন সম্পন্ন করে নিবে, তা ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে যাবে না।^(২) অপর এক জায়গায় লিখেন: তিলাওয়াত নামাযে হোক বা নামাযের বাইরে সাধারণ পদ্ধতিতে হোক, উভয়েই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজীব, যদি উল্টো করে গুনাহগার হবে। তবে হ্যা, যদি নামাযের বাইরে হয় (অর্থাৎ নামায ব্যতীত তিলাওয়াত করছে) যে, একটি সূরা পড়ে নিলো অতঃপর স্মরণে এলো যে, অপর সূরাটি পড়বো, তা পড়ে নিলো (তা) এর উপরের ছিলো, তবে এতে সমস্যা নাই। বা উদাহরনস্বরূপ হাদীসে রাতের বেলা চারটি সূরা পড়ার ইরশাদ হয়েছে। ইয়াসিন শরীফ, যে রাতে পড়বে, সকালে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে উঠবে। সূরা দুখান শরীফ, যে রাতে পড়বে, সকালে এই অবস্থায় উঠবে যে, ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য ইস্তিগফার করছে। সূরা ওয়াকিয়া, যে এটি রাতে পড়বে, অভাব তার নিকট আসবে না। সূরা মুলক শরীফ, যে এটি প্রতি রাতে পড়বে, কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। এই সূরাগুলোর ধারাবাহিকতাও এটাই, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পাঠকারী চারটি সূরা ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়তে চাইলো যে, প্রতিটি

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫০।

২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৭০।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

✽

সম্পূর্ণভাবে একটি আলাদা আমল, তবে তার অধিকার রয়েছে যে, যেই সূরা ইচ্ছা প্রথমে পড়বে, যেই সূরা ইচ্ছা পরে পড়বে। ইমাম সূরা ভুলে ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে পড়লো তবে কোন সমস্যা নাই, ইচ্ছাকৃত পড়লে তবে গুনাহগার হবে, নামাযের কোন সমস্যা হবে না।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৩৯)

কওমা ও জলসায় সোজা না হওয়া

(১৯) কোন ওয়াজীব বাদ দেয়া (অর্থাৎ ছেড়ে দেয়া) যেমন; “কওমা” ও “জালসা”য় সোজা হওয়ার পূর্বেই সিজদায় চলে যাওয়া,^(১) কওমা ও জলসায় সোজা হওয়াও ওয়াজীব এতে কমপক্ষে একবার **اللَّهُ سُبْحَانَ** বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করাও ওয়াজীব। আফসোস! এ গুনাহে অসংখ্য মুসলমান লিপ্ত রয়েছে। মনে রাখবেন! ঐ সকল নামায, যাতে একবারও এরূপ করা হয়েছে, সেসব নামায পুনরায় পড়া ওয়াজীব!

(২০) “কিয়াম” ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় কুরআনে মাজীদ পড়া।^(২)

(২১) কিরাত রুকূতে গিয়ে শেষ করা।^(৩) (২২) সিজদায় মাটিতে হাত না রাখা।^(৪)

১. বাহায়ে শরীয়ত, ১/৬২৯।

২. প্রাপ্তক।

৩. প্রাপ্তক।

৪. জদ্দুল মুমত্বার, ৩/১৮০।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

ইমামের আগে আগে করা

(২৩) ইমামের আগে মুজাদ্দীর রুকু ও সিজদা ইত্যাদিতে চলে যাওয়া বা তাঁর পূর্বে মাথা উঠানো।^(১) হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় ও ঝুঁকায় তার কপাল শয়তানের হাতে।”^(২) আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায়, সে কি এই বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ পাক তার মাথাকে গাধার মাথা করে দিবেন।”

(মুসলিম, ২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৭)

গাধার মতো মুখ (ঘটনা)

এক মুহাদ্দীস হাদীস সংগ্রহের জন্য দামেশকের একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট গেলো। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে পড়াতে, দীর্ঘদিন যাবত তার নিকট অনেক কিছু পড়লেন কিন্তু তার মুখ দেখলেন না, যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো এবং ঐ মুহাদ্দীস সাহেব (অর্থাৎ সম্মানিত উস্তাদ) দেখলেন যে, এর (অর্থাৎ শাগরেদের) ইলমে হাদীসের প্রতি খুব আগ্রহ, তো একদিন উস্তাদ সাহেব পর্দা সরিয়ে দিলেন! শাগরেদ দেখলো কি যে, তার (অর্থাৎ উস্তাদ সাহেবের) গাধার মতো মুখ!! তিনি (অর্থাৎ উস্তাদ সাহেব) বললেন: সাহেবজাদা! জামাআতের সময় ইমামের অগ্রগামী হওয়া (অর্থাৎ ইমামের আগে চলে যাওয়া) থেকে ভয় করো,

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৯।

২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১০২, হাদীস ২১২।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

✽

কেননা এই হাদীস যখন আমার নিকট পৌঁছলো, আমি এটাকে অসম্ভব মনে করলাম (অর্থাৎ এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে) আর আমি ইমামের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রগামী হয়েছি, তখন আমার মুখ এমন হয়ে গেলো, যেমনটি তুমি এখন দেখছো।^(১)

শুধু পায়জামা পরিধান করে নামায পড়া

(২৪) অন্য কাপড় থাকার পরও শুধু পায়জামা বা লুঙ্গি পরে নামায পড়া,^(২) (২৫) কোন পরিচিত ব্যক্তির আগমনের কারণে ইমামের নামাযে দীর্ঘায়িত করা। যদি তার নামাযে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এক দু'বার তাসবীহ বৃদ্ধি করে তবে তাতে অসুবিধা নেই।^(৩) (২৬) জবর দখলকৃত জমিন কিংবা (২৭) অপরের ক্ষেত যাতে ফসল রয়েছে^(৪) বা চাষ করে বীজ বুনার উপযুক্ত ক্ষেতে নামায পড়া।^(৫)

কবরের সামনে নামায পড়া

(২৮) কবরের সামনে, যখন নামাযী ও কবরের মাঝে কোন অন্তরায় না থাকে, নামায পড়া^(৬) যদি নামাযী বা কবর নামাযের জায়গা থেকে এতো দূরে হয়ে যে, নামাযী নিচের দিকে তাকিয়ে নিজের সিজদার

১. মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২১।

২. আলমগীরি, ১/১০৬।

৩. আলমগীরী, ১/১০৭।

৪. দুররে মুহতার, ২/৫৪।

৫. প্রাপ্তজ্ঞ।

৬. আলমগীরী, ৫/৩১৯।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

✽

জায়গায় দৃষ্টি রাখে তবে কবর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না তবে এখন সুতরারও প্রয়োজন নেই, নামায বিনা মাকরুহে জায়িয।^(১) (২৯) কাফেরের উপসানালয়ে (যেমন; চার্চ, মন্দির ইত্যাদি) নামায পড়া বরং তাতে যাওয়া নিষেধ। (রদুল মুহতার, ২/৫৩)

ছবিযুক্ত পোষাক পরিধান করে নামায পড়া

(৩০) প্রাণীর ছবিযুক্ত পোষাক পরিধান করে নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমি। নামাযের বাইরেও এমন কাপড় পরিধান করা জায়িয নেই।^(২)
 ✽ ছবিযুক্ত পোষাক পরিধান করা রয়েছে আর এর উপর অন্য কোন কাপড় পরিধান করে নিলো যে, ছবি ঢেকে গেলো, তবে এবার নামায মাকরুহ হবে না। (রদুল মুহতার, ২/৫০৪)

নামাযের ৪২টি মাকরুহে তানযীহি

(১) অন্য কাপড় থাকার পরও কাজের পোষাকে নামায পড়া।^(৩)
 (২) জামার ইত্যাদির বোতাম খোলা থাকা, যাতে বুখ খোলা থাকে, মাকরুহে তানযীহি।^(৪) (৩) মুখে কোন জিনিস রাখা। যদি এর কারণে কিরাতই পড়া সম্ভব হয় না বা এমন শব্দাবলী বের হয়ে যায় যা কুরআনে পাকের নয়, তবে নামাযই ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ২/৪৯১)

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৩০৪।

২. বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৭।

৩. শরহে বেকায়া, ১/১৯৮।

৪. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৩৮৬-৩৮৭।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

খালি মাথায় নামায পড়া

(৪) অলসতাবশত খালি মাথায় নামায পড়া, অর্থাৎ টুপি পড়া বোঝা মনে হওয়া বা গরম লাগা, মাকরুহে তানযীহি আর যদি নামাযের অবজ্ঞা (অর্থাৎ مَعَادَاتُ اللَّهِ নামাযকে ঘৃণ্য মনে করা) উদ্দেশ্য হয়, যেমন; নামায এমন কোন শান ও শওকতময় বিষয় নয়, যার জন্য টুপি, পাগড়ী পরিধান করতে হবে, তবে এটা কুফর আর যদি একাগ্রতা ও বিনয়ের জন্য খালি মাথায় পড়ে, তবে মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ২/৪৯১)

নামাযে টুপি পড়ে গেলে তবে....?

নামাযে টুপি বা পাগড়ী শরীফ পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নেয়া উত্তম, যদি “আমলে কসীর” (যার ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে) এর প্রয়োজন না হয়, অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর বারবার উঠাতে হলে তবে ছেড়ে দিন আর না উঠানোতে একাগ্রতা ও বিনয় উদ্দেশ্য হয় তবে না উঠানোই উত্তম।^(১) যদি কেউ খালি মাথায় নামায পড়ছে বা তার টুপি পড়ে আছে তবে তাকে অপর ব্যক্তি টুপি পরিয়ে দিবে না।

তিনবারের কম তাসবীহ পড়া

(৫) রুকু বা সিজদায় বিনা প্রয়োজনে তিনবারের কম তাসবীহ বলা, হাদীসে পাকে একে “মুরগের ন্যায় ঠোঁট মারা” ইরশাদ করা হয়েছে। তবে যদি সময় সংকীর্ণ হয় বা ট্রেন ছেড়ে দেয়ার আশঙ্কা থাকে তবে

১. দুররে মুখতার ওরদুল মুহতার, ২/৪৯১।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)



সমস্যা নেই আর যদি মুক্তাদী তিনবার তাসবীহ বলতে পারেনি, ইত্যবসরে ইমাম সাহেব মাথা উঠিয়ে নিয়েছে, তবে ইমামের সাথে মাথা উঠিয়ে নিবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩০)

কপালে ঘাস লেগে গেলে তবে....?

(৬) কপাল থেকে মাটি বা ঘাস পরিস্কার করা মাকরুহ, যদি এর কারণে নামাযে ব্যাঘাত না হয় এবং অহঙ্কার উদ্দেশ্য হয় তবে মাকরুহে তাহরীমি আর যদি কষ্টকর হয় বা ধ্যান সরে যায় তবে সমস্যা নাই এবং নামাযের পর পরিস্কার করাতে তো একেবারেই সমস্যা নেই বরং উচিৎ, যাতে রিয়া না আসতে পারে।^(১) (৭) সিজদা ইত্যাদিতে হাতের আঙ্গুল কিবলা থেকে ফিরিয়ে নেয়া।^(২) (৮) পুরুষেরা সিজদায় উরুকে পেটের সাথে লাগিয়ে দেয়া।^(৩) (৯) নামাযে হাত বা মাথার ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।^(৪) মুখে উত্তর দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।^(৫) (১০) অপারগতা ব্যতীত নামাযে চারযানু হয়ে বসা (পা আড়াআড়ি করে বসা)।^(৬) (১১) আড়মোড়া ভাঙ্গা এবং

১. আলমগিরী, ১/১০৫, ১০৮, ১০৯ ইত্যাদি।

২. প্রাপ্তক।

৩. প্রাপ্তক।

৪. দুররে মুখতার, ২/৪৯৭।

৫. আলমগিরী, ১/৯৮।

৬. দুররে মুখতার, ২/৪৯৮।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

নামাযে কাঁশি দেয়া

- (১২-১৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁশি দেয়া বা খাকাড়ী দেয়া মাহরুহ (তানযিহী) আর যদি স্বাভাবিক ভাবে হয়ে থাকে তবে অসুবিধা নেই।^(১)
- (১৪) নামাযে নাক থেকে পানি প্রবাহিত হলো, তা মুছে নেয়া মেজেতে পড়ার চেয়ে উত্তম আর যদি মসজিদে হয় তবে তো আবশ্যিক।^(২)
- (১৫) সিজদায় যাওয়ার সময় অপারগতা ব্যতীত হাঁটুর পূর্বে হাত মাটিতে রাখা।^(৩)
- (১৬) উঠার সময় বিনা অপারগতায় হাতের পূর্বে হাঁটু মাটি থেকে উঠানো।^(৪)
- (১৭) পুরুষের রুকূতে মাথাকে পিঠ থেকে উঁচু-নীচু করা।^(৫)
- (১৮) নামাযে সানা, তা'উয, তাসমিয়্যাহ এবং আমীন উচ্চস্বরে বলা।^(৬)
- (১৯) বিনা অপারগতায় দেয়াল বা লাঠিতে হেলান দেয়া।^(৭)
- (২০) রুকূতে হাঁটুর উপর হাত না রাখা। (আলমগীরি, ১/১০৯)

নামাযে দোলা

- (২১) ডানে বা বামে দোলা মাকরুহ (তানযিহী) আর কখনো ডান পায়ের উপর আর কখনো বাম পায়ের উপর ভর দেয়া, এটা সুন্নাত।^(৮)
- (২২) উঠার সময় সামনে পেছনে পা তোলা মাকরুহ (তানযিহী) এবং

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৩। আলমগীরি, ১/১০৭।

২. আলমগীরি, ১/১০৫।

৩. মুনিয়াতুল মুসাল্লা, ৩৪০-৩৪৯ পৃষ্ঠা।

৪. প্রাণ্ডক্ত।

৫. প্রাণ্ডক্ত।

৬. গুনিয়া, ৩৫২ পৃষ্ঠা। আলমগীরি, ১/১০৭।

৭. গুনিয়া, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

৮. বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৪।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

✽

সিজদার জন্য যাওয়ার সময় ডান পাশে জোড় দেয়া আর উঠার সময় বাম পাশে জোড় দেয়া মুস্তাহাব। (আলমগীরি, ১/১০৮)

নামাযে চোখ বন্ধ রাখা

(২৩) নামাযে চোখ বন্ধ রাখা মাকরুহ (তানযিহী), যদি খোলা রাখতে একাগ্রতা না আসে তবে বন্ধ করাতে সমস্যা নেই, বরং বন্ধ করাই উত্তম।^(১) (২৪) জলন্ত আগুন নামাযী সামনে থাকে। মোমবাতি বা প্রদীপ হলে সমস্যা নেই।^(২) (২৫) এমন কিছু সামনে নামায পড়া যাতে মনযোগ আকৃষ্ট হয়, যেমন; সাজসজ্জা ও খেলাধুলা ইত্যাদি।^(৩) (২৬) নামাযের জন্য দৌড়ানো^(৪) (২৭) সাধারণের পথ (২৮) আবর্জনা ফেলার স্থান (২৯) পশু জবাই করার স্থান (৩০) আস্তাবল অর্থাৎ ঘোড়া বাঁধার স্থান (৩১) গোসলখানা (৩২) গোয়ালঘর (CATTLE FARM) বিশেষ করে যেখানে উট বাঁধা হয় এবং (৩৩) মরুভূমিতে সুতরা ব্যতীত, যেখানে সামনে দিয়ে লোকজনের অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব স্থানে নামায পড়া মাকরুহ।^(৫) (৩৪) হাত দিয়ে বিনা কারণে মশা, মাছি তাড়ানো^(৬) (নামাযে উকুন বা মশা কষ্ট দিলে তবে ধরে মেরে ফেলাতে অসুবিধা নেই, যদি আমলে কসীর না হয়ে থাকে)^(৭) (৩৫) ঐ সমস্ত

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯৯।
২. আলমগীরি, ১/১০৮।
৩. বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৬।
৪. রদ্দুল মুহতার, ২/৫১৩।
৫. দুররে মুখতার, ২/৫২, ৫৫।
৬. আলমগীরি, ১/১০৯।
৭. গুনিয়া, ৩৫৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৫।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْكُمْ” স্মরণে এসে যাবে।” (সো'যাদাতুদ দা'রাঈন)

﴿۱﴾

“আমলে কালীল” যা নামাযীর জন্য উপকারী, তা জায়িয় আর যা উপকারী নয়, তা মাকরুহ।^(১) (৩৬) উল্টা কাপড় পরিধান করা।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৩৫৮-৩৬০)

ইমামের একা মেহরাবে দাঁড়ানো

(৩৭) (মেহরাব মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তবে) ইমামের একাকী মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরুহ (তানযীহি) আর যদি বাইরে দাঁড়িয়ে সিজদা মেহরাবে করে বা তিনি একা নন বরং তাঁর সাথে কিছু মুক্তাদীও মেহরাবের ভেতর থাকে তবে সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে যদি মুক্তাদীর জন্য মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যায়, তবুও মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরুহ নয়।^(২)

(৩৮) ইমাম একাকী উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো মাকরুহ, উচ্চতার সীমা হলো যে, দেখাতে তার উচ্চতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। অতঃপর এই উচ্চতা যদি সামান্য হয় তবে মাকরুহে তানযীহি অন্যথায় মাকরুহে তাহরীমি। ইমাম নীচে এবং মুক্তাদী উঁচু জায়গায়, এটাও মাকরুহ ও সুন্নাত পরীপস্থি।^(৩)

মসজিদের ছাদে নামায পড়া

(৩৯) কাবায়ে মুয়াযযমা এবং মসজিদের ছাদে নামায পড়া মাকরুহ (তানযীহি), কেননা এটা সম্মানের পরিপস্থি,^(৪) তবে যদি

১. আলমগীরি, ১/১০৫।

২. আলমগীরি, ১/১০৮। বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৫।

৩. দুবরে মুখতার, ২/৫০০-৫০১। বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৫।

৪. আলমগীরি, ১/১০৮। বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৫।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

মসজিদই দুই তলা বিশিষ্ট হয় যে, উপরের অংশও রীতিমতো নামাযের জন্য বানানো হয়েছে, তবে এতে নামায পড়াতে কোন সমস্যা নাই। যেমনটি মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদের ছাদে উঠা ফুকাহারা মাকরুহ বলেছেন, এ থেকে জানা গেলো যে, যদি প্রয়োজন না হয় তবে নামায পড়াও মাকরুহ, কিন্তু যেই মসজিদ দুই তলা বানানো হয়েছে, তা এই হুকুম থেকে পৃথক থাকবে, কেননা তা বানানো হয়েছেই এই উদ্দেশ্যে।^(১) (অর্থাৎ এই দ্বিতীয় তলা বানানো হয়েছেই নামাযের জন্য) (৪০) মসজিদে কোন জায়গা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া যে, সেখানেই নামায পড়বে, এটা মাকরুহ (তানযীহি)।^(২)

হাফ হাতায় নামায পড়া কিরূপ?

(৪১) হাফ হাতা শাট পরিধান করে নামায পড়া মাকরুহে তানযীহি ও অপছন্দনীয়, যদি তার নিকট অন্য জামা থাকে। হযরত সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যার নিকট কাপড় রয়েছে এবং শুধু হাফ হাতা কিংবা গেঞ্জী পরে নামায পড়ে, তবে তা মাকরুহে তানযীহি আর কাপড় না থাকলে তো মাকরুহও নয়।”^(৩) মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত কিবলা মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যারা হাফ হাতা জামা (টি-শাট) পরিধান করে অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না, তাদের নামায মাকরুহে তানযীহি

১. ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া, ১/২৪৯।

২. আলমগীরি, ১/১০৮। বাহারে শরীয়াত, ১/৬৩৫।

৩. ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া, ১/১৯৩।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

✽

হবে আর যারা এমন পোষাক পরে সবার সামনে যেতে খারাপ মনে করে না, তাদের নামায মাকরুহ হবে না। (ওয়াকারুল ফতোওয়া, ২/২৪৬)

পায়ের দিকে পেন্ট বা পায়জামা ফোল্ড করে নামায পড়া

(৪২) পুরুষের জন্য পেন্ট বা পায়জামা পায়ের গোড়ালীর নিচে হওয়া মাকরুহে তানযীহি। নামায ব্যতীতও লুঙ্গি, পায়জামা, জুবা, আরবী জামা ইত্যাদি পুরুষের সকল প্রকার পোষাক টাখনুর উপর হওয়া সুন্নাত। অনেক ইসলামী টাখনুর উপর করার জন্য গোড়ালীর দিকে ফোল্ড করে থাকে বা উপরের দিকে ফোল্ড করে থাকে, এই অবস্থায় নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমি। প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: **أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَلَا أَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا**। অর্থাৎ “আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সাতটি হাঁড়ের উপর সিজদা করো এবং কাপড় ও চুল ঘুটিয়ে নিও না।” (মুসলিম, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯০)

যোহরের শেষ দুই রাকাত নফলের ব্যাপারে কি বলবো!

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার ও পরে চার রাকাতের প্রতি যত্নবান হলো (অর্থাৎ সর্বদা পড়তে থাকে) আল্লাহ পাক আর উপর আগুন হারাম করে দিবেন।”^(১) আল্লামা সৈয়দ তাহতাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “শুরু থেকে জাহান্নামে প্রবেশই করবে না এবং তার গুনাহ মুছে দেয়া হবে ও তার উপর (বান্দার হক ক্ষুন্ন করার)

১. তিরমিযী, ১/৪৩৬, হাদীস ৪২৮।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

যা দাবী রয়েছে আল্লাহ পাক তার প্রতিপক্ষকে (অর্থাৎ যে দাবী করছে তাকে) সন্তুষ্ট করে দিবেন অথবা এর মর্মার্থ হলো যে, এমন কাজের সামর্থ্য দান করবেন যাতে শাস্তি না হয়।”^(১) আর আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “তার জন্য সুসংবাদ হলো যে, সৌভাগ্যের সহিত তার শেষ পরিণতি হবে এবং সে দোষখে যাবে না।” (রদুল মুহতার, ২/৫৪৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যেখানে যোহরের নামায দশ রাকাত পড়ে নেন, সেখানে শেষে আরো দুই রাকাত নফল পড়ে বারভী শরীফের সাথে সম্পর্ক রেখে ১২ রাকাত আদায় করতে আর কত সময় লাগবে! অটলতার সহিত দুই রাকাত নফল পড়ার নিয়ত করে নিন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

জামাআতের ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ৮টি বাণী

(১) আল্লাহ পাক জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীকে ভালবাসেন।^(২) (২) জামাআত সহকারে নামায একাকী পড়ার চেয়ে সাতাইশ (২৭) গুণ উত্তম।^(৩) (৩) যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকে, তার জন্য মকবুল হজ্জ ও মকবুল ওমরার সাওয়াব রয়েছে।^(৪) (৪) যে জামাআত সহকারে ইশার নামায পড়লো, যেনো

১. হাশিয়াতুত তাহতাজী আলাদ দুররে মুখতার, ১/২৮৪।

২. মুসনাদে আহমদ, ২/৩০৯, হাদীস ৫১১২।

৩. বুখারী, ১/২৩২, হাদীস ৬৪৫।

৪. গুয়াবুল ঈমান, ৭/১৩৮, হাদীস ৯৭৬২।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

✽

অর্ধেক রাত কিয়াম করলো, আর যে ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়লো যেনো সারারাত কিয়াম করলো।^(১) (৫) যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়লো এবং জামাআতের কোন রাকাত ছুটে যায়নি, তবে তার জন্য জাহান্নাম ও নিফাক থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়।^(২) (৬) যে ব্যক্তি পূর্ণ অযু করলো, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য চললো এবং ইমামের সাথে (নামায) পড়লো, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।^(৩) (৭) যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ পাক তার জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাতে মেহমানি প্রস্তুত করবেন।^(৪) (৮) যখন ইমাম “غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ” বলে, তখন আমিন বলো! কেননা যার কথা (অর্থাৎ আমিন বলা) ফিরিশতাদের কথার মতো হবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।^(৫)

প্রত্যেক সজ্জান প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম পুরুষ মুসলামানের উপর জামাআত ওয়াজীব, শরয়ী অপারগতা ব্যতীত একবারও বর্জনকারী গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের অধিকারী। কয়েকবার বর্জনকারী ফাসিক এবং সে সাক্ষ্যদানে উপযুক্ত থাকে না।

১. মুসলিম, ২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯১।

২. গুয়াবুল ঈমান, ২/৬২, হাদীস ২৮৭৫।

৩. ইবনে খোযাইমা, ২/৩৭৩, হাদীস ১৪৮৯।

৪. বুখারী, ১/২৩৭, হাদীস ৬৬২।

৫. বুখারী, ১/২৭৫, হাদীস ৭৮২।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)



জামাআত ক্ষমা হওয়ার ২০টি অপারগতা

এই সকল কারণের মধ্যে যেকোন একটি কারণে জামাআত ছেড়ে দেয়া ব্যক্তি গুনাহগার হবে না: (১) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, যার মসজিদ পর্যন্ত যেতে কষ্ট হয়। (২) বিকলাঙ্গ (যেমন; চলাফেরা করতে অপারগ) (৩) যার পা কেটে গেছে (৪) প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হলে (৫) এমন বৃদ্ধ যে, মসজিদ পর্যন্ত যেতে অপারগ (৬) অন্ধ, যদিও অন্ধের জন্য এমন কেউ রয়েছে, যে হাত ধরে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। (৭) প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হওয়া এবং (৮) রাস্তায় প্রচুর কাদা প্রতিবন্ধক হওয়া (৯) তীব্র শীত (১০) ঘোর অন্ধকার (১১) প্রবল ঝড় (১২) সম্পদ বা খাদ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে (১৩) ঋণদাতার ভয় এবং সে অভাবগ্রস্থ (১৪) অত্যাচারীর ভয় (১৫) পায়খানা (বা) (১৬) প্রস্রাব (বা) (১৭) বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল বেগ হলে (১৮) খাবার উপস্থিত আর এর প্রতি নফসের আকর্ষণও রয়েছে (১৯) কাফেলা (ট্রেন বা উড়োজাহাজ কিংবা বাস) চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে (২০) রোগীর সেবা গুণ্ণায় দায়িত্বরত ব্যক্তি, যে জামাআতে গেলে রোগীর কষ্ট হবে ও আতঙ্কগ্রস্থ হবে। এসবই জামাআত বর্জনের জন্য অপারগতা।

(দুররে মুখতার, ২/৩৪৮-৩৪৯। বাহারে শরীয়ত, ১/৫৮৩-৫৮৪)

কুফরীর উপর শেষ পরিণতির ভয়

ইফতার পার্টি, দাওয়াত, ওরস ও না'ত মাহফিল ইত্যাদির কারণে মহল্লার মসজিদে ফরয নামাযের প্রথম জামাআত বর্জন করার কোনভাবেই



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারনী)

অনুমতি নেই, এমনকি যেসব লোক ঘর বা হল রুমে কিংবা বাংলোর কম্পাউন্ড ইত্যাদিতে তারা বীর জামাআতের ব্যবস্থা করে আর পাশেই মহল্লার মসজিদ রয়েছে তবে তাদের উপর ওয়াজীব হলো যে, প্রথমে ফরয নামায প্রথম জামাআতের সাথে মসজিদে আদায় করা। যারা শরয়ী অপারগতা ব্যতীত শারীরিকভাবে সামর্থ্য থাকার পরও ফরয নামায মহল্লার মসজিদের প্রথম জামাআতের সাথে আদায় করে না তাদের ভয় করা উচিত, কেননা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “যার এটা পছন্দ যে, কাল আল্লাহ পাকের সাথে মুসলমান হয়ে সাক্ষাত করবে, তবে সে এই পাঁচ ওয়াজ নামায (জামাআতের সাথে) সেখানে নিয়মিত আদায় করে, যেখানে আযান দেয়া হয়, কেননা আল্লাহ পাক তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য সুনানে হুদা বৈধ করেছেন আর এই(জামাআত সহকারে) নামায ও সুনানে হুদা আর যদি তোমরা তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুনাত ছেড়ে দাও, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।” (মুসলিম, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৪)

সুনানে হুদা কাকে বলে

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ “মিরাত” ২য় খন্ডের ১৭৫ পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাকের আলোকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সারমর্ম হলো: যেই কাজ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ “অভ্যাস” হিসেবে করেছেন, তা হলো সুনানে যাওয়ানিদ, যেমন; মাখা আঁচড়ানো, কদু ঝোল সহকারে খাওয়া আর যেই কাজ “ইবাদত” হিসেবে করেছেন, তা হলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারালী)

✽

সুনানে হুদা। “সুনানে হুদা” দুই প্রকার: মুয়াক্কাদা ও গাইরে মুয়াক্কাদা। যেই কাজ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সর্বদা করেছেন, তা হলো মুয়াক্কাদা, আর যদি এর নির্দেশও দিয়েছেন তবে তা ওয়াজীব এবং যেই কাজ মাঝে মাঝে করেছেন, তা হলো গাইরে মুয়াক্কাদা, অতএব জামাআত সহকারে নামায এবং (এর জন্য) মসজিদে উপস্থিতির হক হলো যে, উভয়ই ওয়াজীব।^(১) এখানে ইলমী প্রেক্ষিতে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। মুফতী সাহেব এই হাদীসে মুবারাকার এই অংশ “যেখানে আযান দেয়া হয়” এর আলোকে আরো বলেন: অর্থাৎ যেখানে জামাআত হয়, কেননা আযান জামাআতের জন্যই হয়ে থাকে। এ (হাদীস) থেকে জানা গেলো যে, মসজিদ ও জামাআতের অনুসারীর اِنْ شَاءَ اللهُ ঈমান ও তাকওয়ার উপর শেষ পরিণতি নসীব হবে। এই হাদীস তাদের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ।

ইকামতের পর ইমাম সাহেব এভাবে ঘোষণা করুন

নিজেদের পায়ের গোড়ালী, গর্দান এবং কাঁধকে সোজা এক বরাবর করে কাতার সোজা করে নিন, দুই জনের মাঝখানে জায়গা খালি রাখা গুনাহ, কাঁধের সাথে কাঁধ যেনো লেগে থাকে, এভাবে ভালভাবে মিলিয়ে রাখা ওয়াজীব, কাতার সোজা রাখা ওয়াজীব এবং যতক্ষণ সামনের কাতার (উভয় কোণা পর্যন্ত) পূর্ণ হয়ে যাবে না, জেনেগুনে পেছনে নামায শুরু করে দেয়া হলো ওয়াজীব বর্জন করা, যা নাজায়িয় ও গুনাহ।

১. মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৭৫, কিছুটা পরিবর্তন সহকারে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (ভিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

১৫ বছরের ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরকে কাতারের মাঝে দাঁড় করাবেন না, তাদেরকে কোণায়ও পাঠাবেন না, ছোট শিশুদের কাতার সবার শেষে তৈরী করুন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২১৯ থেকে ২২৫ পৃষ্ঠা)

ফরযের পর ঘোষণা

ফরযের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট নামায পূর্ণকারী বা জামাআতের বাদ পড়া নামায আদায়কারী কিংবা সুনাত ইত্যাদি শুরু করে দেয়া ব্যক্তি যতক্ষণ শেষ করে নিবে না, ততক্ষণ মাইকে বা উচ্চ আওয়াজে কিংবা এমনভাবে ঘোষণা করা যে, যার ফলে নামাযীদের সমস্যা হয়, তা নাজায়িয ও গুনাহ। এমন অবস্থায় প্রথম দোয়া বা দ্বিতীয় দোয়া ও যদি মাইকে হয় তবে নিম্নস্বরে এবং তাও সংক্ষিপ্তাকারে করা উচিত। অনুরূপভাবে নাত ও বয়ান ইত্যাদিতেও সতর্কতা আবশ্যিক।

মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাসআলা

আযান ও খুতবা ইত্যাদি ব্যতীত যতক্ষণ অধিক সংখ্যক মানুষ হবে না এবং অনুরূপভাবে প্রবল প্রয়োজন ছাড়া মসজিদের মাইক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি বিনা বাধায় ইমামে আওয়াজ পৌঁছে যায় তবে জামাআতের জন্য মাইক ব্যবহার করবেন না। মসজিদের মাইক ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যাপারে সর্ববস্থায় সেখানকার প্রচলিত রীতি দেখে নেয়া জরুরী। যেমন; ইজতিমা ও জলসা ইত্যাদিতে যতটুকু প্রচলন

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়লা)

রয়েছে, ততটুকুই মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে। প্রচলিত রীতি বহির্ভূত লাইট জ্বালিয়ে সেখানকার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে না, মসজিদ কমিটিরও প্রচলিত রীতি বহির্ভূতভাবে এর অনুমতি দেয়ার অধিকার নেই। যদি কোথাও কেউ প্রচলিত রীতি বহির্ভূত বিদ্যুৎ ব্যবহারে মসজিদের চাঁদার ব্যবহার করলো, তবে গুনাহগার হলো, তার উপর তাওবা এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যিক অর্থাৎ তাওবা করার পাশাপাশি ততটাকা নিজের পকেট থেকে আদায় করবে।

ইয়া রব্বের মুস্তফা! আমাদেরকে সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম জামাআতে প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত আদায় করার সৌভাগ্য দান করো। **أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

মে পাঁচো নামাযে পড়ুঁ বা-জামাআত

হো তাওফিক এয়সি আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বিতর নামাযের ১৪টি মাদানী ফুল

(১) বিতরের নামায ওয়াজীব। (২) যদি এটা ছুটে যায় তবে এর কাযা করা আবশ্যিক।^(১) (৩) বিতরের নামাযে ইশার নামাযের পর এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে পড়ে নেয়া আবশ্যিক। ইশা ও বিতরের সময়সীমা একই, কিন্তু পরস্পরের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয যে, ইশার

১. আলমগীরি, ১/১১১।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

✽

পূর্বে বিতর নামায পড়ে নিলে তবে হবেই না, অবশ্য ভুলে বিতর প্রথমে পড়ে নিলো বা পরবর্তিতে জানতে পারলো যে, ইশার নামায বিনা অযুতে পড়েছিলো এবং বিতর অযু সহকারে, তবে বিতর হয়ে গেলো।^(১) (৪) যার শেষ রাতে জাগার প্রতি পূর্ণ আস্তা রয়েছে তবে তার জন্য উত্তম হলো যে, রাতের শেষ ভাগে বিতর পড়া, অন্যথায় ইশার পরই পড়ে নিবে।^(২) (৫) বিতর নামায তিন রাকাত।^(৩) (৬) এতে কা'দায়ে উলা ওয়াজীব, শুধু তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে। (৭) তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর কুনূতের তাকবীর (اللَّهُ أَكْبَرُ) বলা ওয়াজীব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫২১) (৮) যেভাবে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়, সেভাবেই প্রথমে হাত কান পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর اللَّهُ أَكْبَرُ বলবে। (৯) অতঃপর হাত বেঁধে দোয়ায় কুনূত পড়ুন।

দোয়ায় কুনূত

اللَّهُمَّ نَا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُحْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنِيْفَجْرُكَ،
اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نَصَلُّوْ نَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعُوْ نَحْفِدُ وَنَرْجُوْ
رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ۔

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫১। আলমগীরি, ১/৫১।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৬৫৮।

৩. দুররে মুহতার, ২/৫৩২।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

✽

অনুবাদ: হেআল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার উপর ঈমান রাখি। আর তোমার উপর ভরসা রাখি এবং তোমার খুবই উত্তম প্রশংসা করি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা এবং আলাদা রাখি ও প্রত্যাখ্যান করি ঐ ব্যক্তিকে, যে তোমার নির্দেশ অমান্য করে। হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই জন্য নামায পড়ি, সিজদা করি এবং একমাত্র তোমার আনুগত্যের প্রতিই দৌঁড়ে আসি আর দ্রুত হাজির হই এবং তোমার রহমতের আশাবাদী এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি শুধু কাফিরদের জন্য রয়েছে।

(১০) দোয়ায়ে কুনূতের পর দরুদ শরীফ পড়া উত্তম।^(১)

(১১) যারা দোয়ায়ে কুনূত পড়তে পারে না, তারা এটা পড়ুন:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّفَى الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ○

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতের কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অথবা তিনবার এটা পড়ুন: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও।^(২) (১২) যদি দোয়ায়ে কুনূত পড়তে ভুলে গেলো এবং রুকূতে চলে গেলো তবে পুনরায় ফিরে আসবে না বরং “সিজদায়ে সাহ্”

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৬৫৫।

২. গুনিয়া, ৪১৮ পৃষ্ঠা।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদ্দী)

করে নিবে।^(১) (১৩) বিতর জামাআত সহকারে পড়া হচ্ছে (যেমন; রমযানুল মুবারকে পড়া হয়) আর মুজাদ্দীর কুনূত পড়া শেষ হয়নি এমতাবস্থায় ইমাম রুকূতে চলে গেলো, তবে মুজাদ্দীও রুকূতে চলে যাবে।^(২) (১৪) মাসবুক (অর্থাৎ যে সম্পূর্ণ জামাআত পায়নি সে) ইমামের সাথে কুনূত পড়লো (তবে) পরে আর পড়বে না আর যদি (কোন ব্যক্তি) ইমামের সাথে তৃতীয় রাকাতের রুকূতে মিলিত হলো তবে পরবর্তীতে অবশিষ্ট নামাযে কুনূত পড়বে না।^(৩)

বিতরের সালাম ফিরানোর পর একটি সুন্নাত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন বিতরের সালাম ফিরাতেন, তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন এবং তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

(নাসায়ী, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭২৯)

নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া মারাত্মক গুনাহ

(১) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যদি কেউ জানতো যে, আপন নামাযী ভাইয়ের সামনে দিয়ে গমন করাতে কী রয়েছে, তবে শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে এই এক কদম চলা থেকে উত্তম মনে করতো।”^(৪) (২) হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; হযরত সাযিয়দুনা কাবুল আহবার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “নামাযীর সামনে দিয়ে

১. আলমগিরী, ১/১১১।

২. প্রাণ্ডক্ত।

৩. প্রাণ্ডক্ত।

৪. ইবনে মাজাহ, ১/৫০৬, হাদীস ৯৪৬।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)



গমনকারী যদি জানতো যে, এর গুনাহ কিরূপ, তবে মাটিতে ধ্বসে যাওয়াকে গমন করা থেকে উত্তম মনে করতো।^(১) নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী নিঃসন্দেহে গুনাহগার কিন্তু যেই নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করলো সেই নামাযীর নামাযে কোন পার্থক্য আসবে না।^(২)

নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করার ১৭টি বিধান

(১) ময়দান ও বড় মসজিদে (যা ময়দানের মতো বড়) নামাযীর পা থেকে সিজদার অবস্থান পর্যন্ত জায়গা দিয়ে গমন করা নাজাযিয়। সিজদার অবস্থান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে,কিয়াম অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা হলে তবে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হয় সেটাই সিজদার অবস্থান, এই সম্পূর্ণ জায়গা দিয়ে গমন করা জাযিয় নেই।^(৩) সিজদার অবস্থানের দূরত্ব আনুমানিক পা হতে তিনগজ পর্যন্ত হয়ে থাকে, অতএব ময়দানে নামাযীর পা হতে তিনগজ দূর দিয়ে গমন করাতে অসুবিধা নেই।^(৪)(২) মসজিদে নববী শরীফ ও মসজিদুল হারাম শরীফ হলো ময়দানের মতো বড় মসজিদ, এতে সিজদার অবস্থানের পর নামাযীর সামনে দিয়ে সুথরা ব্যতীতও গমন করা জাযিয়।(৩) ঘর ও ছোট মসজিদে নামাযীর সামনে যদি সুতরা (অর্থাৎ আড়াল) না থাকে তবে পা থেকে কিবলার দিকের দেয়াল পর্যন্ত জায়গা দিয়ে গমন করা জাযিয় নেই।^(৫)

১. মুআত্তা ইমাম মালেক, ১/১৫৪, হাদীস ৩৭১।

২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৭/২৫৪।

৩. আলমগীরি, ১/১০৪। দুররে মুখতার, ২/৪৮৯।

৪. কানুনে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৫. আলমগিরী, ১/১০৪। দররে মুখতার, ২/৪৭৯।





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

﴿﴾

(৪) নামাযীর সামনে যদি সুতরা অর্থাৎ কোন আড়াল থাকে তবে সেই সুতরার বাইরে দিয়ে গমন করাতে কোন অসুবিধা নেই।^(১)

সুতরা কিরূপ হবে?

(৫) সুতরা কমপক্ষে এক হাত (অর্থাৎ প্রায় আধা গজ) উঁচু এবং আঙ্গুলের সমান মোটা হওয়া, আর সূনাত হলো যে, নামাযী এবং সুতরার মাঝে দূরত্ব সর্বোচ্চ তিনহাত হওয়া।^(২) (৬) নামাযীর সামনে (যদি) কাপরের পর্দা বা কাঠের এক আঙ্গুলের চেয়ে কম মোটা তক্তা কিংবা টিনের পাতলা আবরনের সুতরাও থাকে তবে এর সামনে দিয়ে গমন করতে পারবে, উল্লেখিত বস্তুগুলো সুতরার কাজ দিবে।^(৩) (৭) ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্যও সুতরা।^(৪) অর্থাৎ ইমামের সামনে সুতরা থাকলে যদি কোন মুক্তাদীর (অর্থাৎ ইমামের পেছনে জামাতাত সহকারে নামায আদায়কারী) সামনে দিয়ে গমন করে তবে গুনাহগার হবে না। (৮) গাছ, মানুষ এবং পশু ইত্যাদিরও সুতরা হতে পারে।^(৫) (৯) মানুষকে এমন অবস্থায় সুতরা বানানো যাবে যখন তার পিঠ নামাযীর দিকে হয়।^(৬) (যদি নামাযীর দিকে মুখ হয়, তবুও সুতরা হবে কিন্তু নামাযীর দিকে দিকে মুখ করা জায়য নেই। মনে রাখবেন! যদি নামায আদায়কারীর সরাসরি মুখের

১. প্রাণ্ডক্ত।

২. দুররে মুখতার, ২/৪৮৪।

৩. ফতোয়ায়ে আহলে সূনাত অপ্রকাশিত।

৪. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৭।

৫. গুনিয়া, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

৬. বাহারে শরীয়ত, ১/৬১৬।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

দিকে কেউ মুখ করলো তবে এখন মাকরুহ নামাযীর উপর নয়, যে মুখ করেছে তার জন্যই মাকরুহ হবে, সুতরাং ইমামের সালাম ফিরানোর পর পেছনে ফিরে দেখার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক, কেননা আপনার সরাসরি পেছনে যদি কেউ নিজের অবশিষ্ট নামায পড়ে থাকে আর তার দিকে আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের মুখ ফিরান তবে সে গুনাহগার হবেন।) (১০) এক ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করতে চায়, যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে আড়াল করে তার চলার সমান গতিতে তার সাথে সাথেই অতিক্রম করে চলে যায় তবে প্রথম ব্যক্তি গুনাহগার হলো এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য এই প্রথম ব্যক্তিই সুতরা হয়ে গেলো।^(১) (১১) জামাআত সহকারে নামাযে প্রথম কাতারে স্থান থাকার পরও কেউ পেছনে নামায শুরু করে দিলো তবে এরপর আগমনকারী তার গর্দানের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারবে, কেননা সে নিজেই নিজের সম্মান নষ্ট করেছে।^(২) (১২) যদি কেউ এমন উঁচু স্থানে নামায পড়ছে যে, গমনকারীর অঙ্গ নামাযীর সামনে হলো না, তবে গমনকারী গুনাহগার হবে না।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৬১৫)

দু'জন লোকের নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করার পদ্ধতি

(১৩) দু'জন ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করতে চায় তবে এর পদ্ধতি হলো যে, তাদের মধ্যে একজন নামাযীর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে, এবার তাকে আড়াল বানিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি গমন করবে।

১. আলমগীরি, ১/১০৪।

২. দুররে মুখতার, ২/৪৮৩।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

✽

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তির পেছনে নামাযীর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে। এবার প্রথমজন চলে যাবে, অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে সরে যাবে। (আলমগীরি, ১/১০৪)

সামনে দিয়ে গমনকারীকে নামাযী কিভাবে আটকাবে!

(১৪) কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করতে চাইলে, তবে নামাযীর অনুমতি রয়েছে যে, সে তাকে বাঁধা দিতে পারবে। ‘سُبْحَنُ اللَّهِ’ বলে হোক বা উচ্চ আওয়াজে কিরাত পাঠ করে কিংবা হাত বা মাথা অথবা চোখের ইশারায় নিষেধ করবে। এর বেশি করার অনুমতি নেই। যেমন; কাপড় ধরে টান দেয়া বা আঘাত করা বরং যদি আমলে কসীর হয়ে যায় তবে নামাযই ভঙ্গ হয়ে যাবে।^(১) (১৫) গমনকারীকে আটকানোর আটকানোর জন্য তাসবীহ ও ইশারা করা উভয়টি বিনা প্রয়োজনে একত্রিত করা মাকরুহ।^(২) (১৬) মহিলাদের সামনে দিয়ে গমন করলে তবে মহিলা তাসফীক এর মাধ্যমে বাঁধা দিবে, অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর মারবে। যদি পুরুষ তাসফীক করে এবং মহিলা তাসবীহ বললো তবে নামায ভঙ্গ হবে না কিন্তু এটা সুন্নাতের পরিপন্থী।^(৩) (১৭) তাওয়াফকারী তাওয়াফের সময় নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা জায়য। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮২)

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৫-৪৮৬।

২. দুররে মুখতার, ২/৪৮৬।

৩. প্রাপ্তজ।





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ اللَّهَ سَمِيرٌ بِكُمْ” (সোয়াদাতুদ দারুইন)



পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মোট ৪৮ রাকাত। যার মধ্যে ১৭ রাকাত হলো ফরয, ৩ রাকাত ওয়াজীব, ১২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ৮ রাকাত সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা এবং ৮ রাকাত নফল।

নামাযের নাম	পূর্বের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা	ফরয	পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	নফল	ওয়াজীব	নফল	মোট রাকাত
ফজর	২	-	২	-	-	-	-	৪
যোহর	৪	-	৪	২	২	-	-	১২
আসর	-	৪	৪	-	-	-	-	৮
মাগরীব	-	-	৩	২	২	-	-	৭
ইশা	-	৪	৪	২	২	৩	২	১৭

সিজদায়ে সাহুর ব্যাপারে ৫০টি মাসআলা

(অধিকাংশ মাদানী ফুল বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ডের ৭০৮ থেকে ৭১৯ পৃষ্ঠা আর কিছু ৫১৯ ও ৫২০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে)

সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি

(১) নামাযের ওয়াজীবের মধ্য থেকে কোন একটি ওয়াজীব ভুলে বাদ পড়ে গেলো, তবে এই ক্ষতিপূরণের জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব।





প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)



(২) এর পদ্ধতি হলো যে, আত্তাহিয়্যাতে পর ডান পাশে সালাম ফিরিয়ে দু’টি সিজদা করবে, অতঃপর আত্তাহিয়্যাৎ ইত্যাদি পড়ে স্বাভাবিকভাবে সালাম ফিরাবে। (৩) যদি সালাম ফিরানো ব্যতীত (দু’টি সাহু) সিজদা করে নেয়, তবে তা যথেষ্ট কিন্তু এরূপ করা মাকরুহে তানযীহি।^(১) (৪) সিজদায়ে সাহু করার পরও আত্তাহিয়্যাৎ পড়া ওয়াজীব, আত্তাহিয়্যাৎ পড়েই সালাম ফিরাবে আর উত্তম হলো যে, উভয় কাঁদায় দরুদ শরীফও পড়া।^(২) আর এটাও করতে পারবে যে, প্রথম কাঁদায় আত্তাহিয়্যাৎ ও দরুদ পড়া এবং দ্বিতীয় কাঁদায় শুধু আত্তাহিয়্যাৎ পড়া। (৫) একই নামাযে কয়েকটি ওয়াজীব বর্জন হলো তবে (সিজদায়ে সাহুর) এই দু’টি সিজদা সবগুলোর জন্য যথেষ্ট।^(৩) (৬) ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজীব বর্জন করলো, তবে সিজদায়ে সাহু দ্বারা সেই ক্ষতি দূর হবে না বরং ইয়াদা(অর্থাৎ পুনরায় নামায পড়া) ওয়াজীব। অনুরূপভাবে যদি ভুলে ওয়াজীব বর্জন হয় এবং সিজদায়ে সাহু না করে, তবুও ইয়াদা (অর্থাৎ পুনরায় নামায পড়া) ওয়াজীব। (দুররে মুখতার, ২/৬৫৫)

ওয়াজীব বর্জন হওয়ার পরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব না হওয়ার অবস্থা

(৭) এমন কোন ওয়াজীব বাদ পড়লো, যা নামাযের ওয়াজীবের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে না, যেমন; তরতীব

১. আলমগীরি, ১/১২৫। দুররে মুখতার, ২/৬৫৩।

২. আলমগীরি, ১/১২৫।

৩. রদ্দুল মুহতার, ২/৬৫৫।





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

পরিপস্থি (ধারাবাহিকতাবিহীন) কুরআনে পাক পড়া হলো ওয়াজীব বর্জন করা, কিন্তু ধারাবাহিকতার অনুসরণ করা তিলাওয়াতের ওয়াজীবের অন্তর্ভুক্ত, নামাযের ওয়াজীবের নয়, অতএব সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না।

(রদুল মুহতার, ২/৬৫৫)

সুন্নাত বর্জন হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হয় না

(৮) ফরয বাদ পড়লে নামায বাতিল হয়ে যায়, সিজদায়ে সাহু দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হয় না, সুতরাং পুনরায় পড়ুন এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব যেমন; সানা, তা'উয, তাসমিয়া, আমীন, তাকবীরাতে ইত্তিকালাত(অর্থাৎ এক রুকন থেকে অপর রুকনে যাওয়ার পূর্বে বলা তাকবীর “اللَّهُ أَكْبَرُ”) তাসবীহ সমূহ (অর্থাৎ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) বর্জন করলেও সাহু সিজদা ওয়াজীব হবে না বরং নামায হয়ে যাবে।^(১) তবে ইয়াদা (অর্থাৎ নামায পুনরায় পড়া) মুস্তাহাব, ভুলে বর্জন হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক।

(৯) এক রাকাতে তিনটি সিজদা করলো বা দু'টি রুকু কিংবা কা'দায়ে উলা ভুলে গেলো তবে সিজদায়ে সাহু করবে।^(২) (১০) সিজদায়ে সাহু তখনই ওয়াজীব হবে, যখন সময় থাকে আর যদি না থাকে, যেমন; ফজরের নামাযে ভুল হয়ে গেলো আর প্রথম সালাম ফেরালো এবং (সাহু) সিজদা এখনো করলো যে, সূর্য উদিত হয়ে গেলো, তবে সাহু সিজদা ক্ষমা হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে যদি কাযা পড়ছিলো এবং সাহু সিজদার পূর্বেই সূর্যাস্তের পূর্বের মাকরুহ সময় এসে গেলো, তবে সাহু সিজদা ক্ষমা হয়ে

১. রদুল মুহতার, ২/৬৫৫। গুনিয়া, ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

২. দুররে মুখতার, ২/২০১।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

গেলো। জুমা বা ঈদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখনও একই হুকুম।^(১)
 (১১) যে সকল বিষয় নিষেধ, যেমন; কথা বলা ইত্যাদি নামাযে নিষেধ বিষয় যদি সালামের পর সংগঠিত হয় তবে এখন সিজদায়ে সাহু হবে না।^(২)

যদি সূরা ফাতিহা শরীফের একটি হরফও ছুটে যায় তবে..?

(১২) ফরযের প্রথম দুই রাকাতে এবং নফল ও বিতরের যেকোন রাকাতে সূরা ফাতিহার একটি আয়াতও যদি বাদ পড়লো (বরং একটি হরফও ছুটে গেলো) বা সূরার পূর্বে দুইবার সূরা ফাতিহা পাঠ করলো কিংবা সূরা মিলানো ভুলে গেলো অথবা সূরা ফাতিহার পূর্বে পড়লো বা সূরা ফাতিহার পর এক বা দু'টি ছোট আয়াত পড়ে রুকুতে চলে গেলো, অতঃপর স্মরণ এলো এবং ফিরে এলো আর তিন আয়াত পাঠ করে রুকু করলো তবে এই সকল অবস্থায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে।^(৩)
 (১৩) সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়লো এরপর আবারো সূরা ফাতিহা পড়লো তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব নয়। অনুরূপভাবে ফরযের পরবর্তি রাকাতগুলোতে সূরা ফাতিহা একের অধিকবার পড়াতে সাধারণত সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব নয় আর যদি পূর্বের (উভয়) রাকাতের (যেকোন এক রাকাতে) সূরা ফাতিহার অধিকাংশ অংশ পড়ে নিয়েছিলো অতঃপর ভুলে ইয়াদা করলো (অর্থাৎ তা আবারো পড়লো) তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব।

১. আলমগীরি, ১/১২৫। রদুল মুহতার, ২/৬৫৪।

২. প্রাণ্ডু।

৩. আলমগীরি, ১/১২৬।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)



সূরা ফাতিহা শরীফ ও সূরা মিলানোতে ভুলভ্রান্তি

(১৪) সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলো এবং অন্য সূরা শুরু করে দিলো আর রীতিমতো এক আয়াত পড়ে নিলো, এখন স্মরণ এলো, তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য সূরা পড়বে এবং সিজদায়ে (সাহ্) ওয়াজীব হবে। অনুরূপভাবে অন্য সূরা পাঠ করার পর বা রুকুতে কিংবা রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর স্মরণ এলো, তবে এখন আবার সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য সূরা পড়বে এবং আবারো রুকু করবে আর সিজদায়ে সাহ্ করবে।^(১)

(১৫) অন্য সূরা প্রথমে প্রথমে পড়লো এরপর সূরা ফাতিহা বা সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝখানে অনেক্ষণ অর্থাৎ তিনবার اللهُ سُبْحَانَ বলার সমপরিমাণ চুপ রইলো, তবে সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজীব হবে।^(২) (১৬) (চার (চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে এবং মাগরীবের তৃতীয় রাকাত ব্যতীত সকল প্রকার নামাযের যেকোন রাকাতে) সূরা ফাতিহার একটি শব্দও (বরং একটি অক্ষরও) ছুটে গেলে তবে সিজদায়ে সাহ্ করবে।^(৩)

রুকু ও সিজদা এবং কা'দায় আয়াত পড়ে নিলে তবে...?

(১৭) ফরযের পরবর্তি রাকাতে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে (সূরা ফাতিহার পর) অন্য সূরা মিলালো, তবে সিজদায়ে সাহ্ দিতে হবে

১. আলমগীরি, ১/১২৬।

২. দুররে মুখতার, ২/১৮৪, ১৮৭।

৩. প্রাপ্তজ।





প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)



না এবং ইচ্ছাকৃত মিলালো, তবুও অসুবিধে নেই (বরং একাকী নামায আদায়কারীর জন্য উত্তম), কিন্তু ইমামের জন্য উচিত নয়। অনুরূপভাবে যদি (ফরযের) পরবর্তি রাকাতে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়লো না (শুধু তিনবার اللهُ سُبْحَانَ বা এতটুকু সময় চুপ রইলো) তবুও সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না আর রুকু, সিজদা ও কা'দায় ভুলে কুরআনের আয়াত পড়ে নিলো তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে।^(১) হবে।^(২) (১৮) যেই কাজ নামাযে পুনরাবৃত্তি রয়েছে (অর্থাৎ একের অধিকবার রয়েছে) তাতে ধারাবাহিকতা ওয়াজীব, অতএব ধারাবাহিকতার পরিপন্থি কাজ সম্পাদন হয়ে গেলে তবে সিজদায়ে সাহু করুন, যেমন; কিরাতের পূর্বে রুকু করে নিলো এবং রুকুর পর কিরাত করলো না, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। কেননা এতে ফরয বর্জন হয়ে গেলো আর যদি রুকুর পর কিরাত তো করলো কিন্তু আবার রুকু করলো না তবুও ভঙ্গ হয়ে গেলো, কেননা কিরাতের কারণে পূর্বের রুকু বাতিল হয়ে গেলো। আর যদি রীতিমতো ফরয কিরাত করে রুকু করলো কিন্তু ওয়াজীব কিরাত আদায় হলো না, যেমন; সূরা ফাতিহা পড়লো না বা সূরা মিলালো না তবে হুকুম হলো এটাই যে, ফিরে আসবে এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ে রুকু করবে এবং সিজদায়ে সাহু করবে আর যদি দ্বিতীয়বার রুকু না করে, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, কেননা পূর্বের রুকু বাতিল হয়ে গিয়েছিলো।

(রহুল মুহতার, ২/৬৫৫)

১. আলমগীরি, ১/১২৬।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

যদি কোন রাকাতের সিজদা রয়ে যায় তবে কি করবে?

(১৯) কোন রাকাতের কোন সিজদা রয়ে গেলো এবং অন্য কোন রাকাতে মনে পড়লো, তবে তা আদায় করার দু’টি পদ্ধতি রয়েছে: (১) যেই সিজদায় মনে পড়লো সেই সিজদা থেকে মাথা তুলে ছুটে যাওয়া সিজদায় চলে যাবে, এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করে নিবে, অবশ্য এমতাবস্থায় সেই সিজদার ইয়াদা (অর্থাৎ পুনরায়) করে নেয়া, যাতে ছুটে যাওয়া মনে পড়লো, মুস্তাহাব। (২) সেই ছুটে যাওয়া সিজদা নামাযের শেষ (অর্থাৎ শেষ বৈঠকের পূর্বে) পর্যন্ত দেরী করবে, অবশ্য যদি কাঁদায়ে আখিরার (অর্থাৎ শেষ বৈঠকের) পর সেই সিজদা করে, তবে আবারো কাঁদাও করতে হবে, কেননা সিজদা করার কারণে কাঁদায়ে আখিরা বাতিল হয়ে গেছে। সিজদায়ে সাহু এই অবস্থায়ও আবশ্যিক, কিন্তু যেই রুকু বা সিজদায় সিজদার কথা মনে পড়েছিলো তার ইয়াদা (অর্থাৎ পুনরায় আদায়) করতে হবে না। (দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ২/৪৪৪)

তাঁদীলে আরকান ভুলে গেলে তবে...?

(২০) তাঁদীলে আরকান ভুলে গেলো তবে সিজদায়ে সাহুও ওয়াজীব হবে।^(১) তাঁদীলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কওমা ও জলসায় কমপক্ষে একবার اللهُ سُبْحَانَكَ বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করা।

১. আলমগিরী, ১/১২৭।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)



কাঁদা উলা ভুলে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মাসআলা

(২১) ফরযে (বা বিতরে) প্রথম বৈঠক ভুলে গেলো, তবে যদি এখনো বসার নিকটবর্তী যে, নিচের অর্ধেক শরীর এখনো সোজা হয়নি, তবে ফিরে আসবে আর এতে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না আর যদি কিয়ামের নিকটবর্তী হয়ে যায় অর্থাৎ নিচের অর্ধেক শরীর সোজা এবং পিঠে ঝুঁকা অবশিষ্ট রয়েছে, তবুও ফিরে আসার এটাই হুকুম, কিন্তু এখন এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব, আর যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো তবে ফিরে যাওয়ার একেবারেই হুকুম নেই, বরং নামায শেষে সিজদায়ে সাহু করে নিবে, তবুও যদি ফিরে আসে তবে খুবই মন্দ কাজ করলো, গুনাহগার হলো, এমনকি হুকুম রয়েছে যে, সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাবে।^(১)

(২২) যদি মুক্তাদী ভুলে দাঁড়িয়ে গেলো, তবে আবশ্যিক যে, ফিরে আসা, যাতে ইমামের বিরোধীতা না হয়।^(২) (২৩) চার রাকাত বিশিষ্ট নফল পড়ছে আর কাঁদায়ে উলা ছুটে গেলো বরং ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করলো তবে নামায বাতিল হলো না এবং ভুলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো, তবে ফিরবে না এবং সিজদায়ে সাহু করে নিবে, নামায পুরোপুরি আদায় হবে, যদি তিন রাকাত পড়লো এবং দ্বিতীয় রাকাতে বসলো না তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে আর যদি দুই রাকাতের নিয়ত বাঁধলো এবং কাঁদা না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো তবে ফিরে আসবে অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।^(৩)

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১৮১।

২. দুৱরে মুখতার, ২/৬৬৩।

৩. আলমগীরি, ১/১১৩।





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কাঁদায়ে আখিরায বসলো না দাঁড়িয়ে গেলো তবে...?

(২৪) চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের চতুর্থ রাকাতের পর কাঁদা করলো না, তবে যতক্ষণ পঞ্চম রাকাতের সিজদা করলো না, বসে যাবে আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নিলো বা ফজরে দ্বিতীয় রাকাতে বসলো না তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিলো কিংবা মাগরীবের তৃতীয় রাকাতে বসলো না এবং চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিলো, এসকল অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে গেলো (পুনরায় পড়তে হবে)। মাগরীব ব্যতীত অন্য নামাযে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নিবে। (শুন্না, ২৯০ পৃষ্ঠা। বাহায়ে শরীয়াত, ১/৫১৬) (২৫) চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের চতুর্থ রাকাতের পর তাশাহহুদের সমপরিমাণ কাঁদায়ে আখিরা করার পর পঞ্চম রাকাতের জন্য ভুলে দাঁড়িয়ে গেলো, তবে যতক্ষণ পঞ্চম রাকাতের সিজদা করলো না, বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে নামায পরিপূর্ণ করে নিবে, আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নিলো অতঃপর মনে পড়লো, তবে আরো এক রাকাত মিলিয়ে ছয় রাকাত পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফিরিয়ে নিবে, এমতাবস্থায় চার রাকাত ফরয এবং দুই রাকাত নফল হয়ে যাবে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ১/১২৯) (২৬) যদি তাশাহহুদের সমপরিমাণ কাঁদায়ে আখিরা করে নিলো এবং দাঁড়িয়ে গেলো, তবে যতক্ষণ এই রাকাতের সিজদা করলো না, ফিরে আসবে এবং সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফিরিয়ে নিবে আর যদি কিয়াম অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে দেয় তবুও নামায হয়ে যাবে কিন্তু সুনাত বর্জিত হলো এবং এমতাবস্থায় যদি ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যায় তবে মুজাদী তাঁর সাথে দাঁড়াবে না বরং বসে অপেক্ষা করবে





প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

✽

যদি ফিরে আসে তবে তাঁর অনুসরণ করবে আর যদি না ফিরে এবং সিজদা করে নেয় তবে মুক্তাদী সালাম ফিরিয়ে নিবে আর ইমাম আরো এক রাকাত মিলিয়ে নিবে, এই দুই রাকাত নফল হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফিরাবে আর এই দুই রাকাত যোহর বা ইশার সূনাতের স্থলাবিশিষ্ট হবে না আর যদি এই দুই রাকাতে কেউ ইমামের অনুসরণ করলো অর্থাৎ এখন অন্তর্ভুক্ত হলো তবে এই মুক্তাদীও ছয় রাকাত পড়বে আর যদি সে ভঙ্গ করে তবে দুই রাকাতের কাযা পড়বে, যদি ইমাম চতুর্থ রাকাতে বসেনি তবে এই মুক্তাদী ছয় রাকাতের কাযা পড়বে। যদি ইমাম এই রাকাতগুলো ভঙ্গ করে দিলো তবে সাধারণত কাযা করতে হবে না। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুখতার, ২/৬৬৭-৬৬৯। বাহারে শরীয়ত, ১/৭১২)

কাঁদায়ে উলায় দরুদ শরীফ শুরু করে দিলো তবে...?

(২৭) কাঁদায়ে উলায় তাশাহুদের পর এতটুকু পড়লো:

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا) (বা اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে। তবে এই কারণে নয় যে, দরুদ শরীফ পাঠ করেছে বরং এই কারণে যে, তৃতীয় রাকাতে কিয়ামে দেবী হয়েছে, তবে যদি এতটুকু সময় চূপ থাকে তবুও সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে, যেমনিভাবে কাঁদা, রুকু ও সিজদায় কুরআন পড়াতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হয়, অথচ তা আল্লাহর কালাম।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুখতার, ২/৬৫৭)



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

ইমামে আযমের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার (ঘটনা)

কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম হযরত সায্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “দরুদ শরীফ পাঠ করাতে তুমি কেনো সিজদা ওয়াজীব বলেছো?” আরয করলেন: এই কারণে যে, সে ভুল করে পড়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই কথাটি পছন্দ করলেন।^(১)

তাশাহুদের ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি

(২৮) কোন কাঁদায় যদি তাশাহুদ এর কিছু অংশ (অর্থাৎ একটি হরফও)রয়ে গেলো, সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে, নফল নামায হোক বা ফরয।^(২) (২৯) প্রথম দুই রাকাতের কিয়ামে সূরা ফাতিহার পর তাশাহুদ পাঠ করলো, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে এবং সূরা ফাতিহার পূর্বে পড়লে হবে না।^(৩) (৩০) ফরযের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাতের কিয়ামে তাশাহুদ পড়লো, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে না আর যদি কাঁদায়ে উলায় কয়েকবার তাশাহুদ পড়লো তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে।^(৪) (৩১) তাশাহুদ পড়তে ভুলে গেলো এবং সালাম ফিরিয়ে নিলো অতঃপর মনে পরলো তবে ফিরে আসবে, তাশাহুদ পড়বে এবং

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬৫৭।

২. আলমগিরী, ১/১২৭।

৩. রদ্দুল মুহতার

৪. আলমগিরী, ১/১২৭।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

সিজদায়ে সাহু করবে। অনুরূপভাবে যদি তাশাহহুদের জায়গায় সূরা ফাতিহা পড়লো, সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হয়ে গেলো।^(১) (৩২) মুক্তাদী কা'দায়ে উলায় ইমামের পূর্বে তাশাহহুদ পড়ে নিলো তবে চুপ থাকবে, দরুদ ও দোয়া কিছুই পড়বে না এবং মাসবুকের (অর্থাৎ যারা ইমামের সাথে কয়েক রাকাতের পর যোগ দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত অংশীদার রয়েছে) উচিত যে, কা'দায়ে আখিরায় থেমে থেমে পাঠ করা যেনো ইমামের সালামের সময় শেষ হয় তবে যদি সালামের পূর্বেই শেষ হয়ে যায় তবে কলেমায়ে শাহাদত পুনরাবৃত্তি করবে।^(২) (৩৩) রুকূর জায়গায় সিজদা করলো বা সিজদার জায়গায় রুকূ করলো কিংবা এমন কোন রুকুনকে দুইবার করলো যা নামাযে শরয়ীভাবে দুইবার ছিলো না অথবা কোন রুকুনকে অগ্রগামী করলো (অর্থাৎ পরে করার ছিলো কিন্তু প্রথমে করলো) বা দেরী করলো (অর্থাৎ প্রথমে করার ছিলো কিন্তু পরে করলো) তবে এই সকল অবস্থায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে।^(৩) (৩৪) (দোয়ায়ে) কুনূত বা কুনূতের তাকবীর অর্থাৎ (বিতরের তৃতীয় রাকাতে) কিরাতে পর কুনূতের জন্য যেই তাকবীর বলা হয়, তা বলতে ভুলে গেলো তবে সিজদায়ে সাহু করবে।^(৪)

১. প্রাপ্তক।

২. প্রাপ্তক।

৩. দুররে মুখতার, ২/২৭০।

৪. আলমগীরি, ১/১২৭।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)



উচ্চস্বরে কিরাত করা না করার মাদানী ফুল

(৩৫) ইমাম জাহরী (অর্থাৎ উচ্চস্বরে কিরাতের) নামাযে যতটুকু কিরাতের ফরয আদায় হয় ততটুকু অর্থাৎ এক আয়াত নিম্নস্বরে পড়লো বা সিররী (অর্থাৎ নিম্নস্বরে কিরাতের) নামাযে জাহর সহকারে (অর্থাৎ উচ্চস্বরে) পাঠ করলো, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে এবং একটি শব্দ নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে পড়লে তবে তা ক্ষমাযোগ্য।^(১) (৩৬) একাকী নামায আদায়কারীর উচিত যে, নিম্নস্বরে কিরাত পড়ার নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই জাহর করবে না আর যদি ভুলে কখনো যতটুকু পড়া নামাযের ফরয তার বেশি জাহর হয়ে গেলে তবে সতর্কতাবশত সিজদায়ে সাহু করে নিবে, অবশ্য জাহরীতে (অর্থাৎ উচ্চস্বরে কিরাতের নামাযে) নিম্নস্বরে পড়লো তবে সিজদায়ে সাহু নেই।^(২) (৩৭) সানা, দোয়া ও তাশাহুদ উচ্চস্বরে পড়লো তবে তা সুনাত পরিপন্থি কিন্তু সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব নয়।^(৩) (৩৮) কিরাত ইত্যাদি কোন স্থানে চিন্তা করতে লাগলো যে, এক রুকন অর্থাৎ তিনবার ‘سُبْحَانَ اللهِ’ বলার সমপরিমাণ বিরতি হয়ে গেলো, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৬৫৫)

১. আলমগীরি, ১/১২৭। দুররে মুখতার, ২/৬৫৭।

২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৫২।

৩. রদ্দুল মুহতার, ২/৬৫৭-৬৫৮।





প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)



ইমামের উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হলো তবে মুক্তাদীর উপরও ওয়াজীব

(৩৯) ইমামের ভুল হলো এবং সিজদায়ে সাহুও করলো, তবে মুক্তাদীর উপরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে, যদিও মুক্তাদী ভুল হওয়ার পর জামাআতে যোগ দিলো আর যদি ইমামের সিজদায়ে সাহু ক্ষমা হয়ে যায় তবে মুক্তাদীর উপরও ক্ষমা হয়ে যাবে আর যদি ইমামের ক্ষমা হওয়া (নিজের) কোন কর্মের কারণে হয়ে (যার ফলে সিজদায়ে সাহুর পরিবর্তে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজীব হয়ে গেলো) তবে মুক্তাদীর উপরও নামায ইয়াদা করা (অর্থাৎ পুনরায় আদায় করা) ওয়াজীব অন্যথায় ক্ষমায়োগ্য।^(১)

(৪০) যদি মুক্তাদীর ইজ্জিদা অবস্থায় ভুল সম্পন্ন হলো (অর্থাৎ কোন ওয়াজীব ভুলে ছুটে গেলো) তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে না। (রদ্দুল মুহতার, ২/৬৫৮) (৪১) মুকীম মুসাফিরের ইজ্জিদা করলো আর ইমামের সাহু (ভুল) হলো তখন ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহু করবে অতঃপর নিজের দুই রাকাত পড়বে এবং এতেও সাহু (ভুল) হলে তবে শেষে আবারো সিজদায়ে সাহু করবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৬৬২) (৪২) ইমাম নামায পড়ছে, দ্বিতীয় রাকাতে সন্দেহ হলো যে, (জানিনা) প্রথম রাকাত নাকি দ্বিতীয় রাকাত বা চতুর্থ রাকাত আর তৃতীয় রাকাতে সন্দেহ হলো এবং মুক্তাদীর দিকে (মুখ না ফিরিয়ে) খেয়াল করলো যে, তারা দাঁড়ালে তবে দাঁড়িয়ে যাবো, বসলে তবে বসে যাবে তো এতে অসুবিধা নেই এবং সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে না।^(২)

১. প্রাণ্ডক্ত।

২. আলমগীর, ২/১৩১।





প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)



মাসবুক ও সিজদায়ে সাহ্

(৪৩) মাসবুক হলো, যারা ইমামের কয়েক রাকাত পড়ার পর জামাআতে অন্তর্ভুক্ত হলো এবং শেষ পর্যন্ত রইলো। ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহ্ করবে, যদিও তার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে (ইমামের) সাহ্ (ভুল) হলো আর যদি ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহ্ করলো না এবং নিজের অবশিষ্ট নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো তবে শেষে সিজদায়ে সাহ্ করবে আর যদি সেই মাসবুকের নিজের নামাযেও ভুল হয়ে যায় তবে শেষে ঐ (সিজদায়ে সাহ্‌র দুই) সিজদা ইমামের ভুলের জন্যও যথেষ্ট হবে।^(১) (৪৪) মাসবুক ইমামের সাহ্‌তে ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহ্ করলো অতঃপর যখন নিজের নামায পড়তে দাঁড়ালো এবং এতেও ভুল হলো তখন এতেও সিজদায়ে সাহ্ করবে।^(২) (৪৫) মাসবুকের ইমামের সাথে সালাম ফিরানো জায়িয় নেই, হোক তা সিজদায়ে সাহ্‌র সালাম হোক বা শেষ সালাম, বরং ইচ্ছাকৃত ফিরালে তবে নামাযই বাতিল হয়ে যাবে, অবশ্য যদি সিজদায়ে সাহ্‌র সালাম ইমামের সাথে ফিরিয়ে নিলো, তবে তা ইমামের সালামের পূর্বে হোক বা সাথে অথবা পরে ফিরালো, সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজীব হবে না, কেননা মাসবুক হলো মুক্তাদী আর মুক্তাদীর ভুলে ওয়াজীব ছুটে গেলে তবে সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজীব হয় না, অনুরূপভাবে যদি শেষ সালাম ভুলে ইমামের পূর্বে বা সাথে ফিরিয়ে নেয় তবে মুক্তাদী হওয়ার কারণে এই অবস্থায়ও সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজীব হবে

১. আলমগিরী, ১/১২৮। রদুল মুহতার, ২/৬৫৯।

২. দুররে মুখতার, ২/৬৫৯।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

না আর যদি ইমামের সালামের পর ফিরায়ে সাহু ওয়াজীব হবে, কেননা মাসবুক এখন আর মুক্তাদী নয়, একাকী নামায আদায়কারী হয়ে গেলো এবং একাকী নামায আদায়কারীর ভুলে ওয়াজীব ছুটে গেলে বা দেরী হয়ে হেলে, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হয়ে থাকে। (দেখুন “ফতোয়ায়ে রযবীয়া” ৮ম খন্ড, ১৮৭-১৯১ পৃষ্ঠা)

সিজদায়ে সাহু ও সালাম ফিরানোর পরের কিছু মাসআলা

(৪৬) যার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হলো যদি ভুল হওয়া স্মরণ ছিলো না এবং নামায শেষ করার জন্য সালাম ফিরিয়ে নিলো তবে এখনও নামায থেকে বের হয়ে যায়নি, এই শর্তে সিজদায়ে সাহু করে নিবে, সুতরা যতক্ষণ কথাবার্তা বা ইচ্ছাকৃতভাবে অযু ভঙ্গকারী আমল কিংবা মসজিদে থেকে বাহির অথবা অন্য কোন নামাযের জন্য নিষেধ কাজ করলো না, তার জন্য হুকুম হলো যে, সিজদায়ে সাহু করে নিবে এবং যদি সালামের পর সিজদায়ে সাহু করলো না তবে সালাম ফিরানোর সময় থেকে নামায থেকে বের হয়ে গেলো, অতএব সালাম ফিরানোর পর যদি কেউ ইজ্জিদা করলো এবং ইমাম সিজদায়ে সাহু করে নিলো তবে ইজ্জিদা বিশুদ্ধ আর সিজদায়ে সাহু না করলে তবে বিশুদ্ধ হবে না, আর যদি মনে ছিলো যে, ভুল হয়েছে এবং নামায শেষ করার নিয়্যতে সালাম ফিরাতেই নামায থেকে বের হয়ে গেলো আর (এখন) সিজদায়ে সাহু করতে পারবে না, ইয়াদা করবে (অর্থাৎ পুনরায় নামায পড়বে) আর যদি সে ভুলে সিজদায়ে সাহু করলো এবং এতে কেউ অংশগ্রহণ করে তবে (এই



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)



নতুন অংশগ্রহনকারীর) ইজ্জিদা বিশুদ্ধ নয়।^(১)

রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহের মাসআলা

(৪৭) যার রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়, যেমন; তিন রাকাত হলো নাকি চার রাকাত আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এটাই প্রথম ঘটনা হয় তবে সালাম ফিরিয়ে দিবে বা নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ করে নামায ভঙ্গ করে দিবে কিংবা প্রবল ধারণা অনুযায়ী পড়ে নিবে, কিন্তু সর্বাবস্থায় নামায নতুনভাবে পড়বে। (মনে রাখবেন!) শুধু ভঙ্গ করার নিয়্যত যথেষ্ট নয় (নামায ভঙ্গ করার কাজ করা জরুরী হয়ে থাকে) আর যদি এই সন্দেহ প্রথমবার নয় বরং আগেও এসেছিলো তবে যদি প্রবল ধারণা যেদিকে হয় তবে সেদিকেই আমল করবে, অন্যথায় কম সংখ্যাকেই অবলম্বন করবে অর্থাৎ তিন বা চারের মধ্যে সন্দেহ হলে তবে তিনকেই গ্রহন করবে, দুই ও তিনের মধ্যে সন্দেহ হলে তবে দুই (আর যদি এক ও দুইয়ের মধ্যে সন্দেহ হয় তবে এক) وَعَلَىٰ هَذَا الْفَيْسِ (অর্থাৎ এভাবেই অনুমান করণ) আর তৃতীয় ও চতুর্থ উভয়েই কাঁদা করলো যে, তৃতীয় রাকাতের চতুর্থ রাকাত হওয়াতে সন্দেহ হলো এবং চতুর্থ রাকাতে কাঁদার পর সিজদায়ে সাহু করে সালাম ফিরিয়ে নিলো এবং প্রবল ধারণা করা অবস্থায় সিজদায়ে সাহু নেই কিন্তু যেহেতু চিন্তা করাতে এক রুকনের সমপরিমাণ বিরতী হলো তাই সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হয়ে গেলো।^(২) (উল্লেখিত) সন্দেহের সকল

১. দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২/৬৭৩।

২. হেদায়া, ১/৭৬।





প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَرَّهُ اللهُ سَمْرُوهٌ عَلَيْهِ سَمْرُوهٌ” (সো'যাদাতুদ দা'রাইন)

✽

অবস্থায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে এবং প্রবল ধারণার জন্য নয় কিন্তু যেহেতু চিন্তা করাতে এক রুকনের বিরতী হয়ে গেলো তাই ওয়াজীব হয়ে গেলো।^(১) (৪৮) নামায পূর্ণ করার পর সন্দেহ হলো তবে এর কোন ভিত্তি নেই, আর যদি নামাযের পর নিশ্চিত হলো যে, কোন ফরয বাদ পড়েছে কিম্ব এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তা কি, পুনরায় পড়া ফরয।^(২) (৪৯) এই সন্দেহ এলো যে, এই ওয়াজের নামায পড়েছে নাকি পড়েনি, যদি সময় অবশিষ্ট থাকে, ইয়াদা করে নিবে (অর্থাৎ পুনরায় পড়বে) অন্যথায় নয়।^(৩) (৫০) বিতরে সন্দেহ হলো যে, দ্বিতীয় রাকাত নাকি তৃতীয়, তবে এতেই কুনুত পাঠ করে কা'দা করার পর আরো এক রাকাত পড়বে এবং এতেও কুনুত পড়বে এবং সিজদায়ে সাহু করবে। (আলমগীরি, ১/১৩১)

রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে কুমন্ত্রণার প্রতিকার

এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কুমন্ত্রণার অভিযোগ করলো যে, নামাযে মনে থাকে না যে, দুই রাকাত পড়েছি নাকি তিন রাকাত। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “যখন তোমার এরূপ হবে তখন নিজের শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে নিজের বাম উরুতে মারো এবং اللهُ بِسْمِ اللهِ, কেননা তা শয়তানের জন্য ছুরি স্বরূপ।” (মু'জামু কবীর, ১/১৯৬, হাদীস: ৫১২)

১. দুররে মুখতার, ২/৬৭৮।

২. ফতহুল কদীর, ১/৪৫২। রদ্দুল মুহতার, ২/৬৭৫।

৩. আলমগীরি, ১/১৩০।





প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)



শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায়

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন মানুষ সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায়, আর বলে: আফসোস! মানুষকে সিজদার আদেশ দেয়া হলো, তারা সিজদা করে নিলো আর তারা জান্নাত পেলো, আমাকে সিজদার আদেশ দেয়া হলো, আমি অস্বীকার করলাম এবং আমি জাহান্নাম পেলাম।” (মুসলিম, ৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১)

এখানে কোন সিজদা উদ্দেশ্য?

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ মানুষকে তিলাওয়াতে সিজদা করতে দেখে শয়তান আফসোস করে, সেখান থেকে পালিয়ে যায়, যেহেতু এই সিজদা নামাযের সিজদা থেকে আলাদা এবং শয়তান যেই সিজদা অস্বীকার করেছিলো তাও নামাযের সিজদা থেকে আলাদা ছিলো, তাই তার এই (অর্থাৎ তিলাওয়াতের) সিজদা দেখে আফসোস হয়, নামাযের সিজদা দেখে নয়, কেননা নামাযের সিজদা তো সে নিজেও করতো। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ২/৮৩)

তিলাওয়াতে সিজদার ১৪টি আদব

(১) সিজদার আয়াত পড়া বা শুনাতে সিজদা ওয়াজীব হয়ে যায়।^(১) (২) ফার্সি বা যে কোন ভাষাতেই (যদি) আয়াতের অনুবাদ পাঠ

১. হেদায়া, ১/৭৮।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

করা হয় তবে পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজীব হয়ে গেলো, শ্রবণকারী তা বুঝুক বা না বুঝুক যে, এটা আয়াতে সিজদার অনুবাদ, অবশ্য এটা জরুরী যে, তার জানা না থাকলে জানিয়ে দেয়া হলো যে, এটা সিজদার আয়াতের অনুবাদ ছিলো আর (সিজদার) আয়াত পড়া হলে তবে এটা জরুরী নয় যে, শ্রবণকারীকে আয়াতে সিজদা সম্পর্কে অবগত করা হলো।^(১) (৩) পড়াতে এটা শর্ত যে, এতটুকু আওয়াজে হওয়া যে, কোন অপারগতা না থাকলে নিজে শুনে নেয়। (৪) শ্রবণকারীর জন্য এটা জরুরী নয় যে, স্বইচ্ছায় শুনলো, বিনা ইচ্ছায় শুনাতেও সিজদা ওয়াজী হয়ে যায়।^(২) (৫) যদি এতটুকু আওয়াজে আয়াত পড়লো যে, শুনতো কিন্তু শোরগোল বা বধির হওয়ার কারণে শুনলো না, তবে সিজদা ওয়াজীব হয়ে গেলো এবং যদি শুধুমাত্র ঠোঁট নড়লো আওয়াজ হলো না তবে ওয়াজীব হলো না।^(৩) (৬) সিজদা ওয়াজীব হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আয়াত পড়া জরুরী নয় বরং সেই শব্দ যাতে সিজদা শব্দটি পাওয়া যায় এবং এর সাথে পূর্বের বা পরের শব্দ মিলিয়ে পাঠ করা যথেষ্ট।^(৪) (৭) তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি: সিজদার সুনাত পদ্ধতি হলো যে, দাঁড়িয়ে **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ** বলতে বলতে সিজদাতে চলে যাওয়া এবং কমপক্ষে তিনবার **رَبِّ الْعَالَمِينَ** বলা, অতঃপর **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ** বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যাওয়া, প্রথমে ও শেষে উভয়বার **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ** বলা সুনাত এবং দাঁড়ানো থেকে

১. আলমগীরী, ১/১৩৩।
২. বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮।
৩. আলমগীরী, ১/১৩২।
৪. রদ্দুল মুহতার, ২/৬৯৪।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

সিজদায় যাওয়া ও সিজদার পর দাঁড়ানো উভয় কিয়াম মুস্তাহাব।^(১)
 (৮) তিলাওয়াতে সিজদার জন্য اللهُ الْبَلَاءُ বলার সময় হাত উঠাবে না, এতে তাশাহুদও নাই সালামও নাই।^(২) (৯) এর নিয়তে এটা শর্ত নয় যে, অমুক আয়াতের সিজদা করছি বরং তিলাওয়াতে সিজদার নিয়তই যথেষ্ট।^(৩) (১০) সিজদার আয়াত নামাযের বাইরে পড়া হলে তৎক্ষণাৎ সিজদা করে নেয়া ওয়াজীব নয়, তবে উত্তম হলো যে, তৎক্ষণাৎ করে নেয়া আর অযু থাকলে তবে দেবী করা মাকরুহে তানযীহী।^(৪) (১১) তখন যদি কোন কারণে সিজদা করতে না পারে তবে তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীকে এটা বলে দেয়া মুস্তাহাব: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (৩৩)
 (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি। তোমার ক্ষমা হোক! হে আমাদের রব এবং তোমারই দিকে প্রত্যাভর্তন করতে হবে।^(৫) (১২) একই বৈঠকে^(৬) সিজদার এক আয়াত বারবার পড়েছে বা শুনেছে, তবে একটি সিজদাই ওয়াজীব হবে, যদিও কয়েকজন থেকে শুনেছে, অনুরূপভাবে যদি আয়াত পড়লো আর সেই আয়াতই

১. আলমগিরী, ১/১৩৫। দুররে মুখতারম ২/৬৯৯।

২. তানজীরুল আবসার, ২/৭০০।

৩. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬৯৯।

৪. দুররে মুখতার, ২/৭০৩।

৫. পারা ৩, বাকারা: ২৮৫। রদ্দুল মুহতার, ২/৭০৩।

৬. বৈঠক পরিবর্তন করা না করার অবস্থা: দুই এক গ্রাস খাওয়া, দুই এক চুমুক পান করা, দাঁড়িয়ে যাওয়া, দুই এক কদম হাঁটা, সালামের উত্তর দেয়া, দুই একটি কথা বলা, বাড়ির এক কোণা থেকে অপর কোণায় চলে যাওয়াতে বৈঠক পরিবর্তন হবে না। তিন গ্রাস খাওয়া, তিন চুমুক পান করা, তিনটি বাক্য বলা, তিন কদম মাঠে হাঁটা, বিবাহ বা কেনাবেচা করা, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াতে বৈঠক পরিবর্তন হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৬)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

অন্যজন থেকে শুনলো তবুও একটিই সিজদা ওয়াজীব হবে।^(১) (১৩) সম্পূর্ণ সূরা পড়া ও সিজদার আয়াত বাদ দেয়া মাকরুহে তাহরীমি এবং শুধু আয়াতে সিজদা পড়াতে সমস্যা নেই, কিন্তু উত্তম হলো যে, একটি আয়াত পূর্বের বা পরের মিলিয়ে নেয়া।^(২)

চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য

(১৪) (হানাফীদের মতে কুরআনে পাকে সিজদার ১৪টি আয়াত রয়েছে) যেই উদ্দেশ্যে একই বৈঠকে সিজদার সকল (অর্থাৎ ১৪টি) আয়াত পড়ে সিজদা করবে আল্লাহ পাক তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন। একটি করে আয়াত পড়ে সিজদা করুক বা সব একসাথে পড়ে শেষে ১৪টি সিজদা করে নিক।^(৩)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের ১৪টি আয়াত

- (১) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْجُدُونَ لَهُ
يَسْجُدُونَ^(৪)
- (২) وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلْمًا بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ^(৫)

১. দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৭১২।

২. দুররে মুখতার, ২/৭১৭।

৩. বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮-৭৩৮।

৪. পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ২০৬।

৫. পারা ১৩, সূরা রা'দ, আয়াত ১৫।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

- (৩) وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ (১)
- (৪) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِاَذْقَانِ سَجْدًا ﴿١٢٢﴾ وَيَقُولُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٢١﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ حُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ السّٰجِدَةُ ﴿٢﴾
- (৫) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥١﴾ السّٰجِدَةُ ﴿٥﴾
- (৬) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١١﴾ السّٰجِدَةُ ﴿٨﴾
- (৭) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنْسَجِدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نِفُوْرًا ﴿٤﴾ السّٰجِدَةُ ﴿٤﴾
- (৮) اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾ السّٰجِدَةُ ﴿٥﴾

১. পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৪৯।

২. পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১০৭-১০৯।

৩. পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৮।

৪. পারা ১৭, সূরা হাজ্জ, আয়াত ১৮।

৫. পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ৬০।

৬. পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ২৫-২৬।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

- (৯) اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ ^{السجدة}
- (১০) فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٣﴾ ^{السجدة} فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا
لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿٢٤﴾ (২)
- (১১) وَمِنَ آيَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٢﴾ فَإِن
اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا
يَسْمُونَ ﴿٣٦﴾ ^{السجدة} (৩)
- (১২) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿١٢﴾ (৪)
- (১৩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٨﴾ ^{السجدة} (৫)
- (১৪) وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٦﴾ ^{السجدة} (৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

১. পারা ২১, সূরা আস সিজদা, আয়াত ১৫।
২. পারা ২৩, সূরা স্ব-দ, আয়াত ২৪-২৫।
৩. পারা ২৪, সূরা হা-মীম সাজদা, আয়াত ৩৭-৩৮।
৪. পারা ২৭, সূরা আন নাজম, আয়াত ৬২।
৫. পারা ৩০, সূরা আল ইনশিকা, আয়াত ২০-২১।
৬. পারা ৩০, সূরা আলাক, আয়াত ১৯।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)



সিজদায়ে শোকরের বর্ণনা

যখন কোন খুশির সংবাদ পাবে, দুই রাকাত শুকরিয়ার নামায আদায় করা বা সিজদায়ে শোকর করে নেয়া উচিত। “দ্বীনি বা দুনিয়াবী খুশির সংবাদ শুনে সিজদায় পতিত হওয়াকে সিজদায়ে শোকর বলা হয়।”^(১) “বাহারে শরীয়ত” এ রয়েছে: “সিজদায়ে শোকর যেমন; সন্তান ভূমিষ্ট হলো বা ধন-সম্পদ অর্জিত হলো কিংবা হারানো বস্ত্র ফিরে পেলো অথবা রোগী সুস্থতা লাভ করলো বা মুসাফির বাড়ী ফিরে আসলো, মোটকথা যেকোন নেয়ামত প্রাপ্তিতে সিজদা করা মুস্তাহাব।”^(২) সিজদায়ে শোকর (সিজদায়ে তিলাওয়াত) উভয়ের পদ্ধতি একই। (সিজদায়ে তিলাওয়াতের পদ্ধতি এই পুস্তিকায় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)

সিজদায়ে শোকরের জন্য অযু থাকা আবশ্যিক

সিজদায়ে শোকরে অযু আবশ্যিক আর সিজদায়ে শোকর ব্যতীত অভ্যাস বশত যে সিজদা করা হয়, তার জন্য অযু আবশ্যিক নয়, কেননা তা শরয়ী সিজদা নয়, শুধুমাত্র একটি মুবাহ কাজ, না সাওয়াব রয়েছে না গুনাহ। নামায ব্যতীত সিজদায় যদি দোয়া প্রার্থনা করতে হয় তবে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায়ও দোয়া প্রার্থনা করতে পারবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও খুশির সংবাদ শুনে সিজদায়ে শোকর আদায় করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ পাকের দয়ায় যদি আপনি এই

১. মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৮৮।

২. বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৮-৭৩৯।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সুসংবাদ পান যে, আপনি হজ্জ বা ওমরা ও মদীনা মুনাওয়ারার হাজিরীর ভিসা পেয়ে গেছেন তবে এতে আপনার সিজদায়ে শোকর করা উচিত।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

চেয়ারে নামায

(মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “চেয়ারে নামায পড়ার বিধান” এর সাহায্যে এই বিষয়বস্তুটি প্রস্তুত করা হয়েছে)

নামায দাঁড়ানোর অবস্থাবলী

ফরয ও ওয়াজীব (যেমন; দুই ঈদ, বিতর এবং মান্নতের নামায, তাছাড়া ঐ সকল নামায যা কোন কারণে পুনরায় আদায় করা ওয়াজীব হলো) এবং ফজরের সুন্নাতের প্রত্যেক রাকাতে কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) ফরয। এ সকল নামায যদি শরীয়তের বিনা অনুমতিতে বসে পড়লে তবে আদায় হবে না আর যদি নিজের দাঁড়িয়ে পড়তে পারে না কিন্তু লাঠি বা দেয়াল কিংবা মানুষের সহায়তায় দাঁড়ানো সম্ভব হলে তবে যেই যেই নামাযে যতক্ষণ এভাবে সাপোর্ট নিয়ে দাঁড়াতে পারবে সেই রাকাতে ততক্ষণ দাঁড়ানো ফরয, এমনকি যদি শুধু তাকবীরে তাহরীমা (অর্থাৎ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ) দাঁড়িয়ে বলতে পারে তবে ততক্ষণ কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) ফরয আর যদি এতেও সক্ষম না হয়, তবে বর্ণনাকৃত নামায এখন বসে পড়তে পারবে।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)



কিয়াম ক্ষমা হওয়ার অবস্থাবলী

দাঁড়ালে মাথা চক্কর দেয় বা প্রশ্রাবের ফোঁটা আসে কিংবা এক চতুর্থাংশ (বা এর বেশি) সতর খুলে যায় অথবা অসুস্থতার কারণে এমন দুর্বল হয়ে গেছে যে, দাঁড়িয়ে যাবে কিম্বা কিরাত করতে পারবে না তবে কিয়াম বাতিল (অর্থাৎ ক্ষমা) হয়ে যাবে। কিম্বা এই বিষয়টি মনে রাখবেন যে, অলসতা ও দুর্বলতা ও সামান্য ব্যাথা ও কষ্টকে অপারগতা বানিয়ে নেয়াতে উপরে বর্ণিত নামাযের কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) ক্ষমা হয় না বরং এই বিষয়ের প্রবল ধারণা হলো যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে রোগ বেড়ে যাবে বা দেৱীতে ভালো হবে অথবা অসহ্য কষ্ট হবে তবে বসে পড়ার অনুমতি পাওয়া যাবে।

কিয়ামের কারণে জামাআত বর্জনের অবস্থাবলী

নামাযে কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) ফরয হওয়ার গুরুত্বের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, এতো দুর্বলতা যে, জামাআত সহকারে নামায পড়তে গেলে তবে কিয়াম করতে পারবে না, ঘরে পড়লে তবে কিয়াম সহকারে পড়তে পারবে তবে মাসআলা হলো যে, ঘরে জামাআত করা গেলে তো উত্তম অন্যথায় ঘরে একাকী কিয়াম সহকারে পড়ে নিবে।

কিয়াম ক্ষমা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা

কিয়াম ক্ষমা হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা হলো যে, যদিও কিয়াম করতে (অর্থাৎ দাঁড়াতে) তো সক্ষম কিম্বা বারো আঙ্গুল বা এর



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

✽

চেয়ে উঁচু বস্তুতে সিজদার জন্য ঝুঁকা সম্ভব নয় তবে সিজদায়ে হাকীকি (অর্থাৎ সাধারণভাবে করা সিজদা) থেকে অপারগ হওয়ার কারণে কিয়ামও সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা হয়ে যাবে।

চেয়ারে নামাযের শরয়ী মাসআলার “দু’টি পরিপূর্ণ অবস্থা”

প্রথম পরিপূর্ণ অবস্থা: “হয়তো কিয়াম একেবারেই করতে পারে না বা শুরুতে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে পারে, পরবর্তিতে আর ক্ষমতা থাকে না কিন্তু রুকু ও সিজদা করতে পারে।” এই অবস্থায় রোগী যতক্ষণ কিয়াম করতে (অর্থাৎ দাঁড়াতে) পারে ততক্ষণ কিয়াম করে বসে পড়তে তো পারে কিন্তু যেহেতু রুকু ও সিজদা করতে পারে তাই বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে পিঠ ঝুঁকিয়ে রুকু করতে হবে এবং সিজদাও মেঝেতেই করতে হবে, সর্বোচ্চ বারো আঙ্গুল উঁচুতে রাখা বস্তুর উপরও সিজদা করতে পারলে তবে তাতেই সিজদা করা জরুরী, ইশারায় রুকু ও সিজদা করলে তার নামায হবে না। অনুরূপভাবে রোগী যদি (অর্থাৎ দাঁড়ানোর ব্যাপারে) শরীয়তের হুকুমের উপর আমল করে মেঝেতে বসে পদ্ধতি অনুযায়ী রুকু ও সিজদা করে নামায পড়ে তবে তার জন্য সহজও হবে এবং নামাযে বিভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তি থেকেও বেঁচে যাবে। অন্যথায় মেঝের পরিবর্তে চেয়ারে বসলো তবে সিজদার জন্য মেঝেতে অবশ্যই নামতে হবে এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সিজদা করার পর আবারো চেয়ারে বসতে হবে, এতে কষ্টও হবে এবং জামাআতের কাতারও বিশি দেখাবে! চেয়ার থেকে নেমে সিজদাও কাতারের সামনে বের হয়ে করতে হবে, এতে কাতার সোজা করাতেও

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

সমস্যা হবে। যাই হোক মেঝেতে সিজদা করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় কিয়ামের পর কোন অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায পড়তে পারবে না। এরূপ করা ব্যক্তি অযথা নিজেকে কষ্টে পতিত করে বা রুকু ও সিজদা করাতে সক্ষম হওয়ার পরও চেয়ারে বসে বসে ইশারায় রুকু ও সিজদা করে নিজের নামাযও নষ্ট করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিপূর্ণ অবস্থা: “রুকু ও সিজদা উভয়ে সক্ষম নয় বা শুধু সিজদায় সক্ষম নয় তবে দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার পরও তার কিয়াম ক্ষমা হয়ে যাবে।” এই অবস্থায় রোগী মেঝেতে বসেও নামায পড়তে পারবে বরং তার জন্য উত্তম হলো বসে পড়া এবং এরূপ রোগী যদি চেয়ারে বসে নামায পড়ে তবুও জায়িয়, কেননা চেয়ারে বসে বসেও রুকু ও সিজদা ইশারায় করতে পারবে, এভাবে সম্পূর্ণ নামায বসে বসে আদায় হয়ে যাবে, প্রথম পরিপূর্ণ অবস্থার ন্যায় অহেতুক কষ্টের ভয় এই অবস্থায় থাকবে না। অবশ্য বসে পড়ার নামাযে যতটুকু সম্ভব দু'যানু হয়ে বসা মুস্তাহাব, অতএব চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসা থেকে বিরত থাকা উচিত, যেভাবে সহজ হয় মেঝেতে বসে নামায আদায় করুন, দু'যানু হয়ে বসা সহজ হোক বা অন্য কোনভাবে বসা সমান হলে তবে দু'যানু হয়ে বসা মুস্তাহাব, অন্যথায় যেভাবে সহজ হয় যেমন; চারযানু হয়ে বা উভয় হাঁটু খাড়া করে কিংবা এক পা খাড়া করে আর এক পা বিছিয়ে বসে যান। তবে হ্যাঁ, যদি মেঝেতে বসতেই না পারে তবে এই দ্বিতীয় পরিপূর্ণ অবস্থায় চেয়ারে বা স্টুলে পা ঝুলিয়ে বসতে পারবে কিন্তু বিনা কারণে হেলান দেয়া থেকে তবুও বিরত থাকুন, কেননা বসে নামায পড়া যাদের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদ্দী)

✽

অনুমতি হয়, তাদের যতটুকু সম্ভব হেলান দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত এবং আদব সহকারে কর্ম সম্পাদন করার চেষ্টা করা উচিত।

এই দ্বিতীয় অবস্থায় যেহেতু বসে পড়ার ছাড় পাওয়ার মূল কারণ রুকু ও সিজদা বা শুধু সিজদা করতে সক্ষম না হওয়া, তাই রুকু ও সিজদা ইশারায় করতে হবে এবং সিজদার ইশারায় রুকু থেকে বেশি মাথা ঝুঁকানো আবশ্যিক, এই ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে, অন্যথায় নামায হবে না।

চেয়ারের সামনে লাগানো কাঠের উপর সিজদা করার মাসআলা

যারা সিজদা করতে পারে না, তারা ইশারায় সিজদা করবে আর ইশারায় সিজদা করাতে কোমর ঝুঁকানো জরুরী নয়, রুকুর ইশারায় মাথা যতটুকু ঝুঁকিয়েছে সিজদার ইশারায় এর চেয়ে বেশি ঝুঁকাবে, ধরুন সিজদায় মাথা কাঠের উপর রেখেও দিলো তবে এটা ইশারাই গন্য করা হবে এবং নামায হয়ে যাবে, অতএব চেয়ারে কাঠ লাগানো অহেতুক, এর প্রয়োজনই নেই এবং যারা সিজদায়ে হাকীকি করতে সক্ষম তারা যদি চেয়ারের সামনে লাগানো কাছে সিজদা করে তবে তাদের নামায হবে না।

কাতারে চেয়ার রাখার মাসআলা

জাআমাত সহকারে নামাযের কাতার সোজা রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকায় অসংখ্য সতর্কবার্তা এসেছে যে, কাতার যেনো সোজা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

✽

হয়, মুক্তাদী যেনো সামনে পেছনে না হয়, সবার গর্দান এবং পায়ের গোড়ালী যেনো সমান্তরাল থাকে, কাঁধের সাথে কাঁধ যেনো লেগে থাকে অতএব যেই রোগী ও অপরাগ ব্যক্তিকে শরীয়ত বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে সে কাতারে চেয়ার ব্যতীত মেঝেতে বসে নামায আদায় করবে, যদি মেঝেতে বসতে না পারে তবে অপারগতার কারণে নিশ্চয় চেয়ারে বসে নামায পড়বে কিন্তু চেয়ার কাতারের এক কোণায় রাখবে, যদি কাতার অসম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে কোণার পরিবর্তে কাতারের সাথে মিলিয়ে চেয়ার রাখবে। এই অবস্থায় এই খেয়াল রাখা জরুরী যে, চেয়ার যেনো কাতারের সোজা থাকে, তাছাড়া কিয়াম করা অবস্থায়ও চেয়ারে বসেই নামায আদায় করবে, অন্যথায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া অবস্থায় সে কাতারে অন্য নামাযীর সামনে আলাদাভাবে দাঁড়াতে হবে, যা কিনা কাতার সোজা করাতে প্রতিবন্ধকতার মাকরুহ অবস্থা, তাছাড়া সাথের নামাযী এবং চেয়ারের মাঝখানে গ্যাপও যেনো না থাকে।

ইমামদের খেদমতে অনুরোধ

এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন, অতএব উম্মতের নির্দেশনার জন্য নিজ নিজ মসজিদে চেয়ারে নামায পড়ার ব্যাপারে বর্ণনাকৃত মাসআলাগুলো মাঝে মাঝে শুনিয়ে প্রতিদান ও সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করুন।



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)



বসে নামায পড়ার ১১টি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

(১) থেকে ৪ নাম্বার এবং “জরুরী সতর্কতা” বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ডের ৫১০ এবং ৫১১ থেকে আর ৫ থেকে ১১ নাম্বার ৭২০ থেকে ৭২২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে)

(১) ফরয, বিতর, দুই ঈদ ও ফজরের সুন্নাতে কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) ফরয, বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতীত বসে এই নামাযগুলো পড়লে, তবে হবে না।

(২) যদি এত দুর্বল যে, মসজিদে জামাআতের জন্য যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারবে না এবং ঘরে পড়লে তবে দাঁড়িয়ে পড়তে পারবে তবে ঘরে পড়বে, জামাআত করতে পারলো তবে জামাআত সহকারে অন্যথায় একাকী।

(৩) দাঁড়ানোতে শুধুমাত্র সামান্য কষ্ট হওয়া অপারগতা নয়, বরং কিয়াম তখনই ক্ষমা হবে, যখন দাঁড়াতেই পারে না বা সিজদা করতে পারে না কিংবা দাঁড়ালে বা সিজদা করলে ক্ষতস্থানের ক্ষতি হবে অথবা দাঁড়ালে প্রস্রাবের ফোঁটা বের হয় বা এক চতুর্থাংশ (বা এর চেয়ে বেশি) সতর খুলে যায় কিংবা কিরাত করতেই পারে না, অনুরূপভাবে দাঁড়াতে তো পারে কিন্তু এতে রোগ বৃদ্ধি পাবে বা দেরীতে ভাল হবে কিংবা অসহ্য কষ্ট হবে, তবে বসে পড়বে।

(৪) যদি লাঠি বা সেবক কিংবা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে ফরয হলো যে, দাঁড়িয়ে পড়া। যদি কিছুক্ষণও দাঁড়াতে পারে



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যদিও এতটুকু দাঁড়াতে পারে যে, শুধু اللهُ أَكْبَرُ বলতে পারবে, তবে ফরয হলো যে, দাঁড়িয়ে এতটুকুই বলে বসে যাওয়া।

জরুরী সর্কর্ততা: বর্তমানে সাধারণত এই বিষয়টি দেখা যায় যে, যারা একটু জ্বর হলে বা সামান্য ব্যাথা পেলে বসে নামায পড়া শুরু করে দেয়, অথচ তারাই এই অবস্থায় দশ দশ পনের পনের মিনিট বরং আরো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অযথা গল্পগুজব করে থাকে! তাদের উচিত যে, এই মাসআলায় সাবধান হওয়া এবং যত নামায কিয়ামের সক্ষমতার পরও বসে পড়েছে, তা ইয়াদা (অর্থাৎ পুনরায় পড়ে দেয়া) ফরয। অনুরূপভাবে যদি এমনিতে দাঁড়াতে পারে না কিম্ব লাঠি বা দেয়াল বা মানুষের সহায়তায় দাঁড়াতে পারতো তবে সেই নামাযও হয়নি, তাও পুনরায় পড়ে দেয়া ফরয।

(৫) যে ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয় যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়লে ক্ষতি হবে বা রোগ বৃদ্ধি পাবে কিংবা দেহীতে ভাল হবে অথবা চক্কর আসে বা দাঁড়িয়ে নামায পড়লে প্রশ্রাবের ফোঁটা আসবে কিংবা প্রচণ্ড ব্যাথা সৃষ্টি হয়ে যাবে তবে এই সকল অবস্থায় বসে (যথারীতি) রুকু ও সিজদা সহকারে নামায পড়বে।

(৬) যদি নিজে নিজে বসতেও পারে না কিম্ব সন্তান বা সেবক বা গোলাম কিংবা কোন ব্যক্তি সেখানে রয়েছে যে, বসিয়ে দিবে, তবে বসে পড়া জরুরী আর যদি বসে থাকতে না পারে তবে বালিশ বা দেয়াল কিংবা কোন ব্যক্তির সাথে হেলান দিয়ে পড়বে, এটাও যদি না হয় তবে শুয়ে পড়বে আর বসে পড়া সম্ভব হলে তবে শুয়ে নামায হবে না।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)



(৭) বসে পড়াতে কোন বিশেষভাবে বসা জরুরী নয় বরং রোগীর যেভাবে সহজ হয় সেভাবে বসবে। তবে দু'যানু হয়ে বসা সহজ হোক বা অন্য কোনভাবে বসা সমান হলে তবে দু'যানু হয়ে বসা উত্তম, অন্যথায় যেভাবে সহজ হয় সেভাবে বসবে।

(৮) দাঁড়াতে পারে কিন্তু রুকু ও সিজদা করতে পারে না বা শুধু সিজদা করতে পারে না, যেমন; গলায় ফোঁড়া হয়েছে যে, সিজদা করাতে পুঁজ প্রবাহিত হবে, তখনও বসে ইশারায় পড়াতে পারবে বরং এটাই উত্তম এবং এই অবস্থায় এটাও করতে পারে যে, দাঁড়িয়ে পড়বে এবং রুকুর জন্য ইশারা করবে বা রুকু করতে সক্ষম হলে তবে রুকু করবে অতঃপর বসে সিজদার জন্য ইশারা করবে।

(৯) ইশার করা অবস্থায় সিজদার ইশারা রুকু থেকে নত হওয়া জরুরী (কেননা সিজদার জন্য রুকুর চেয়ে বেশি মাথা নত না করলে তবে ইশারায় সিজদাই আদায় হবে না, তাই নামাযও হবে না) কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, মাথা একেবারে মেঝের নিকটবর্তী করে দিবে। সিজদার জন্য বালিশ ইত্যাদি কোন জিনিষ কপালের নিকট উঠিয়ে তার উপর সিজদা করা মাকরুহে তাহরীমি (নাজায়িয ও গুনাহ), সে নিজে সেই জিনিস উঠাক বা অন্য কেউ।

(১০) যদি কোন উচু বস্তু মাটিতে রাখা আছে, তার সিজদা করলো এবং রুকুর জন্য শুধু ইশারা নয় বরং পিঠও ঝুঁকালো তবে ঠিক আছে এতে শর্ত হলো যে, সিজদার শর্ত পাওয়া যাওয়া, যেমন; তা শক্ত হওয়া, যার উপর সিজদা করেছে যে, এমনভাবে কপাল চেপেছে যে, আর চাপলে



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ স্মরণে এসে যাবে।” (সো'যাদাতুদ দা'রাইন)

✽

চাপবে না এবং এর উচ্চতা বারো আঙ্গুল থেকে বেশি না হওয়া। এই শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর আসল রুকু ও সিজদা পাওয়া গেলো, (অতএব) তাকে ইশারায় আদায়কারী বলা হবে না এবং দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী তার ইজ্জিদা করতে পারবে আর এই ব্যক্তি যখন এভাবে রুকু ও সিজদা করতে পারে এবং কিয়াম করতে সক্ষম তবে তার উপর কিয়াম করা ফরয বা নামাযের মধ্যে কিয়াম করাতে সক্ষম হয়ে গেলো তবে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা দাঁড়িয়ে পড়া ফরয হয়ে যাবে, অতএব যে ব্যক্তি মেঝেতে সিজদা করতে পারে না কিন্তু উল্লেখিত শর্তাবলী সহকারে কোন জিনিস মেঝেতে রেখে সিজদা করতে পারে, তার উপর ফরয হলো যে, সেভাবেই সিজদা করা, ইশারা করা জায়িয় নয় আর যদি সেই জিনিসে সিজদা করলো, এমন নয় তো আসল সিজদা পাওয়া গেলো না বরং সিজদার জন্য ইশারা হলো অতএব দাঁড়ানো ব্যক্তির তাই ইজ্জিদা করতে পারবে না আর যদি এই ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কিয়ামে সক্ষম হয়ে গেলো তবে শুরু থেকে পড়বে।

(১১) কপালে ক্ষত রয়েছে যে, সিজদার জন্য মাথা (অর্থাৎ কপাল) লাগাতে পারবে না, তবে নাকের উপর সিজদা করবে আর এরূপ করলো না বরং ইশারা করলো তবে নামায হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭২০-৭২২)

বাহারে শরীয়ত (১ম খন্ড, ৩য় অংশ) থেকে সংগৃহিত উপরোল্লিখিত এগারোটি মাসআলা ভালভাবে বুঝে মনে গোঁথে নিলে তবে বসে বা ইশারায় নামায আদায়কারীদের উপর তাদের নামাযের শরয়ী হুকুম إِنَّ شَاءَ اللَّهُ স্পষ্ট হয়ে যাবে। যে অসুস্থ ও অপারগ নয় তাদেরও এই



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)



মাসআলা শিখে নেয়া উচিত যে, হয়তো কখনো এর প্রয়োজন হতে পারে, অন্যথায় অপর মুসলমান রোগীদের শরয়ী নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে কাজে আসতে পারে।

অমুসলিম বা ফাসিক ডাক্তারের কথায় চেয়ারে নামায পড়া...

প্রশ্ন: হার্টের বাইপাস অপারেশনের পর বা অন্য কোন অসুস্থতার কারণে ফাসিক বা অমুসলিম সার্জন কিংবা ফিজিশিয়ান রোগীকে বসে নামায পড়ার জন্য বললো এবং রোগীর এরূপ রোগে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষতির কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাছাড়া সে কোন প্রকার প্রবল ধারণাও করতে পারছে না, তবে সে কি করবে?

উত্তর: “বাহারে শরীয়ত” এ একটি মাসআলা লিপিবদ্ধ রয়েছে: “চোখের অপারেশন করলো এবং অভিজ্ঞ মুসলিম মাসতুর (অর্থাৎ এমন মুসলমান, যার প্রকাশ্য অবস্থা অনুযায়ী দ্বীনদার) ডাক্তার শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলো, তবে শুয়ে ইশারায় পড়বে।”^(১) এতে অভিজ্ঞ মুসলিম মাসতুর ডাক্তারের শর্ত লাগানো হয়েছে, অনুরূপভাবে আরো এই ধরনের সমস্যা রয়েছে, যাতে ডাক্তারের নির্দেশনার উপর আমল করা অবস্থায় কোন শরয়ী হুকুমের পরিপন্থি করা আবশ্যিক হয়ে যায়, তবে সকল জায়গায় বিবরণে অভিজ্ঞ মুসলিম ফাসিক নয় বা কমপক্ষে মাসতুর অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে দ্বীনদার হওয়ার শর্ত লাগানো হয়।

১. বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৬।



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব)

✽

প্রথমত: বর্তমান সময়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া দূষ্কর, দ্বিতীয়ত: অভিজ্ঞ ডাক্তার পেলেও মুসলমান ফাসিক নয় বা কমপক্ষে প্রকাশ্যভাবে দেখতে দ্বীনদার মনে হওয়া এরূপ পাওয়া আরো বেশি দূষ্কর, তাই এরূপ প্রাণঘাতি রোগের চিকিৎসা যার সম্পর্ক শারীরিক প্রবল ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সার্জন বা স্পেশালিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দেশনা দেয়া এবং এই বিষয়ে রোগীর ধারণা পোক্তা হলে তবে তা ছাড় পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত, এই কারণে যে, অমুসলিম বা ফাসিক ডাক্তারের এই ধরনের কথা সাধারণত অভিজ্ঞতার আলোকে হয়ে থাকে, রোগীর নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলেও অমুসলিম বা ফাসিক অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথায় ধারণা পোক্ত হয়েই যায় এবং আমল করার জন্য এটাই যথেষ্ট। সার্জন অভিজ্ঞ না হলে তবে আর কে হবে! অনুরূপভাবে ঐ রোগের স্পেশালিষ্ট অবশ্যই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে থাকে, এই বিষয়টিও ভাবতে হবে, তবে এমন কোন বিষয় সামনে এলো যে, অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মাঝে পরস্পর মতানৈক্য রয়েছে, তবে এমতাবস্থায় কোন একজন ডাক্তারের কথায় ভরসা হয়না, বিরোধীতাকারীদের কথা ধারণা পোক্তা হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, তাই এই ধরনের সমস্যায় আরো দুই তিনজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত বা অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের কথায় বিশ্বাস করে নেয়া উচিত, এটাই হলো সতর্কতার অবস্থা। অতএব বাইপাসের ন্যায় স্পর্শকাতর অপারেশনের পর হার্টের অভিজ্ঞ সার্জন যাই বলবে, তার কথা মেনে চলা উচিত, রোগীর অবশ্যই এই ধরনের অবস্থায় তার কথার উপর ধারণা পোক্ত হয়ে যায় যে, তার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট অভিজ্ঞতার সম্পন্ন হয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

থাকে, শুধু তার একার সিদ্ধান্ত হয় না বরং সারা পৃথিবীর এই রোগের অভিজ্ঞ সার্জনদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই ধরনের জরুরী নির্দেশনা সম্বলিত হয়। তাই ধারণা পোক্ত হওয়ার পর যতদিনের জন্য সে নিষেধ করবে ততদিন নামায বসে পড়তে পারবে, অনুরূপভাবে ঝুঁকতে নিষেধ করলো সিজদায়ে হাকীকি (অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে করা সিজদা) করতে পারবে না তবেও বসে পড়ার ছাড় পেয়ে যাবে। প্রথম অবস্থায় এই বিষয়ে ধ্যান রাখতে হবে যে, যতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে ততক্ষণ কিয়াম ফরয, ওয়াজীব ও ফজরের সুনাতে ফরয, তাই সিজদা করতে পারে তবে এখন যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার বসে রুকু সিজদা সহকারে পড়তে বললে তবে তাকে জিজ্ঞাসা করে নিবে যে, আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াতে পারি, যদি তিনি অনুমতি দেন তবে ততক্ষণ কিয়াম করে নিন আর যদি বসেও ইশারায় পড়তে বলে তবে সম্পূর্ণ কিয়াম ক্ষমা হয়ে যাবে, প্রথম থেকেই বসে ইশারায় পড়তে পারবে, ব্যস তার কথায় মনস্থির করা জরুরী এবং যখনই সুস্থ হয়ে যাবে তখন সাথে সাথে পরামর্শ করে নামায সম্পূর্ণ ফরয সহকারে আদায় করবে, এতে বিনা কারণে অলসতা করবে না, অভিজ্ঞ ডাক্তারের বলাকে অযথা ক্ষমার বাহানা বানাবে না।

**এই পুস্তিকাটি পড়ার পর
সাওয়াবের নিয়তে অন্য
কাউকে দিয়ে দিন**

মদীনার জলবাসা, জান্নাতুল
বাক্শী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে
প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী
হওয়ার প্রত্যাশী।



১০ সফরুল মুজাফফর ১৪৪৩হিঃ

18-09-2021



প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)



তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে মজীদ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী	ফতহুল কদীর	কোয়েটা
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	আল বাহরুর রায়েক	কোয়েটা
মুসলিম	দারুল ইবনে হায়ম, বৈরুত	হালবাতুল মাজলি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত	মুনিয়াতুল মুসাল্লা	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, লাহোর
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	গুনিয়া	সাহিল একাডেমী, লাহোর
নাসায়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	হাশিয়াতুত তাহতাজী আলা দুররে মুখতার	কোয়েটা
মুয়াত্তা ইমাম মালেক	দারুল মারেফ, বৈরুত	ফতোয়ায়ে আলমগীরি	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	শরহে বেকায়া	করাচী
মু'জামু কাবীর	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত	মিরাকীল ফালাহ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মু'জামু আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	হাশিয়াতুত তাহতাজী আলা মিরাকীল ফালাহ	করাচী
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	জদ্দুল মুহতার	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আস সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
ইবনে খুযাইমা	আল মাকতাবুল ইসলামীয়া, বৈরুত	ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া	মাকতাবায়ে রযবীয়া, আরামবাগ করাচী
মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত	বাহারে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, লাহোর	ওয়াকারুল ফতোয়া	বযমে ওয়াকারুদ্দীন, করাচী
ইহইয়াউল উলুম	দারুল সাদের, বৈরুত	সুন্নী বেহেশতী যেওর	ফরীদ বুক স্টল, লাহোর
কিতাবুল কাবায়ির	দারুল মাকতাবাতুল হায়াত, বৈরুত	কানুনে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
হোদায়া	দারুল ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত	***	***





প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)



হার ইবাদত সে আ'লা ইবাদত নামায

হার ইবাদত সে বরতর ইবাদত নামায
কলবে গমগাঁ কা সামানে ফরহত নামায
নারে দোযখ সে বে শক বাঁচায়ে গী ইয়ে
পেয়ারে আক্বা কি আ'খোঁ কি ঠাভাক হে ইয়ে
ভাইয়োঁ! গর খোদা কি রিয়া চাহিয়ে
আও মসজিদ মে বুক জাও রব কে হুযুর
এয় গরীবোঁ! না ঘাবড়াও সিজদা করো
সবর সে অউর নামাযোঁ সে চাহো মদদ
খুব নফলোঁ কে সিজদোঁ মে মাগো দোয়া
কিউঁ নামাযী জাহান্নাম মে জায়ে ভালা!
জু মুসলমান পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়েঁ
হোগী দুনিয়া খারাব আখিরাত ভি খারাব
বে নামাযী জাহান্নাম কা হকদার হে
কবর মে সাঁপ বিচু লেপট জায়ে গী
সেহ সাকো গে না দোযখ কা হারগিজ আযাব
দেখোঁ! আল্লাহ নারায হো জায়ে গা

সারি দৌলত সে বড় কর হে দৌলত নামায
হে মরীযোঁ কো পয়গামে সিহহাত নামায
রব সে দিলাওয়ায়ে গী তুম কোন জান্নাত নামায
কলবে শাহে মদীনা কি রাহাত নামায
আ'প পড়তে রাহেঁ বাজামাত নামায
তুম কো দিলওয়ায়ে গী হক সে রিফাত নামায
দেয় গী বরকত, মিঠায়ে গী গুরবত নামায
পুরি করওয়ায়ে হার এক হাজত নামায
পুরি করওয়ায়ে গী রব সে হাজত নামায
ইস কো দিলওয়ায়ে গী বাগে জান্নাত নামায
লে চলে গী উনহে সুয়ে জান্নাত নামায
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায

ইয়া খোদা তুব সে আত্তার কি হে দোয়া

মুস্তফা কি পড়হে পেয়ারি উম্মত নামায



বেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর জাঁপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাম্প্রতিক সুগ্মাতে ভরা ইজতিমায় আন্লাহু পাকের সম্বন্ধিতর জন্য ভাল ভাল বিয়ত সহকারে সারা রাত অভিবাহিত করব।
✽ সুগ্মাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকালে রাসুলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কামফেলায় সফর এবং ✽ প্রতিদিন 'পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা' করার মাধ্যমে বেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ জাঁপনার এলাকায় যিম্মাদারকে জমা করাবার অভ্যাস পড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: 'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে' اللهُ اللهُ اللهُ নিজের সংশোধনের জন্য বেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য 'মাদানী কামফেলায়' সফর করতে হবে اللهُ اللهُ اللهُ



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

বেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরহানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েনাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপাড়া, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফরহানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net